উৎসর্গ

বাল্যশিক্ষক

আমার বাঙ্গালা শিক্ষার গুরু

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ

মহাশয়ের

করকমলে

উৎসৃষ্ট হইল।

১৩২৫ কৃতজ্ঞ

গ্রন্থকার।

উপহার

সুখের মিলন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পার্ব্বতী যে ঠিক রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ছিল তাহা নহে, তথাপি লোকে বলিত, "মেয়েটী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, এ মেয়ে রাজরাণী হবে।" ছেলে বেলা হইতে লোকের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনিতে শুনিতে পার্ব্বতীরও ধারণা হইয়াছিল, বাস্তবিকই সে রাজরাণী হইবে; ইহাই তাহার অদৃষ্টের লিখন, সৌন্দর্য্যের পুরস্কার। যতই বয়স হইতেছিল, পার্ব্বতী ততই আপনাকে এই উচ্চ পুরস্কারের উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। রাজরাণীর মত গাম্ভীর্য্য, রাজারাজড়ার ঘরের মত উঁচুদরের কথা শুনিয়া পাড়ার মেয়েরা তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইতে সাহস করিত না। কাছে আসিলে পার্ব্বতী তাহাদের সহিত মুখ তুলিয়া ভাল করিয়া কথা কহিত না।

কিন্তু রাজারাজড়া দূরে থাক্, একটা জমিদারও জুটিল না। শেষে গ্রামের হরনাথ রায়ের ছেলে যতীন রায়ের সঙ্গে বিবাহের কথা উঠিল। হরনাথ জাহানাবাদের মুন্সেফী আদালতের নাজির

ছিলেন। সুতরাং দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া তিনি গ্রামে একটু বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন। ছেলে যতীনকে মানুষ করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। যতীন কিন্তু তেমন মানুষ হইতে পারিল না; তিনবার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় ফেল হইয়া চতুর্থ বৎসরে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইল। অগত্যা রায় মহাশয় মুন্সেফ বাবুকে ধরিয়া যতীনকে আদালতেই ঢুকাইয়া লইলেন। তখনও যতীনের মাহিনা হয় নাই। তবে লোকে জানিত, তাহার বেশ মোটা মাহিনাই হইবে, এবং রায় মহাশয় পেন্সন লইলে যতীনই নাজিরের পদ পাইবে।

অনেক স্থান হইতে দেড় হাজার দুই হাজার টাকার সম্বন্ধ আসিলেও রায় মহাশয় পার্ব্বতীর বাপের কাঁদা কাটায় এবং ভাল মেয়েটী দেখিয়া সাড়ে সাত শত টাকাতেই রাজি হইলেন। রাজি হইবার আরও একটু গুহ্য কারণ ছিল। তিনি গৃহিণীর নিকট শুনিয়াছিলেন, যতীন নাকি পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবার জন্য একান্ত উৎসুক। কথাটা শুনিয়া রায় মহাশয় প্রথমে রাগিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহিণীর কথায় যখন বুঝিলেন, আজ কালকার ছেলেদের বিশ্বাস নাই, তাহারা সঙ্কল্পে বাধা পাইলে সব করিতে পারে, আফিং খায়, গলায় দড়ী দেয়, সন্ন্যাসী হয়, ইত্যাদি, তখন রায় মহাশয় অগত্যা মত দিলেন।

লোকে বলিল, "বেশ হবে, যেমন মেয়ে, তেমনি ঘর বর। পার্ব্বতীর কপাল ভাল।"

পার্ব্বতী কিন্তু ভাবিল, "ছাই কপাল! হায়, কোথায় রাজা

রাজড়া, আর কোথায় আদালতের কেরাণী যতীন রায়!" ছেলে বেলা হইতে যতীনের সঙ্গে তাহার একটু ভালবাসার সম্বন্ধ ছিল বটে। কতবার যতীন নিজের জন্য খাবার কিনিয়া তাহাকে অর্দ্ধেক খাওয়াইয়াছে, বাগানের গোলাপফুল আনিয়া অন্যান্য বালিকাদের সকাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও পার্ব্বতীর খোঁপায় পরাইয়া দিয়াছে, ঘোষেদের বাগানের কাঁচা মিঠে আম, পাকা লিচু চুরি করিয়া তাহার জন্য আনিয়াছে, খেলার সময় কেহ পার্ব্বতীকে একটা কথা বলিলে সে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছে। কিন্তু ছেলে বেলার এই ভালবাসা টুকুর জন্যই কি যতীন তাহার স্বামী হইবার উপযুক্ত! পার্ব্বতী জানিত যে, যতীন তাহাকে পাইলে ধন্য—কৃতার্থ হইবে। কিন্তু তাহাতে তাহার কি! তাহার এই যে লক্ষ্মীর মত রূপ, ইহা কি একজন কেরাণীর উপভোগের জন্য? পার্ব্বতীর মনের ভিতর বড়ই অশান্তি বোধ হইতে লাগিল।

ভ্রাতৃবধূ একদিন পরিহাস করিয়া বলিল, "ঠাকুর ঝি, তোর যতীন দাদাই শেষে বর হ'লো। তোর কপাল ভাল।"

পার্ব্বতী মুখ ভার করিয়া ঘৃণামিশ্রিত স্বরে বলিল, "পোড়া কপাল।"

ভ্রাতৃবধূ অবাক্ হইয়া পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে দিন অপরাহ্ণে পার্ব্বতী যখন গা ধুইয়া আসিতেছিল, তখন মধ্যপথে যতীন তাহার পথ আগলাইয়া ডাকিল, "পারু!"

পার্ব্বতী তাহার দিকে ঘৃণাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

যতীন সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া হর্ষপ্রফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাকি বিয়ে?"

পার্ব্বতী রাগিয়া উত্তর দিল, "না, মরণ।"

বিস্মিত কণ্ঠে যতীন বলিল, "সে কি পারু?"

পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ, রাস্তা ছেড়ে দাও।"

যতীন বলিল, "কিন্তু বিয়ের সব ঠিকঠাক হ'য়ে গিয়েছে।"

কঠোর স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "আমিও দড়ি কলসীর যোগাড় ক'রে রেখেছি।"

পাশ কাটাইয়া পার্ব্বতী সগর্ব্ব পদক্ষেপে চলিয়া গেল। যতীন স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পার্ব্বতীকে কিন্তু গলায় দড়ি দিতে হইল না। পাকা দেখা হইবার পূর্ব্বেই পার্ব্বতীর বাপ তিন দিনের জ্বরে হঠাৎ মারা গেল। রায় মহাশয় বলিলেন, "বিয়ের কথা হ'তে না হ'তে, যখন মেয়ের বাপ মারা গেল, তখন কুষ্ঠি মিলিয়ে দেখা দরকার।"

কোষ্ঠি মিলাইতে গিয়া দেখা গেল, মেয়ে বিপ্রবর্ণ, ছেলে শূদ্রবর্ণ। বর্ণশ্রেষ্ঠ কন্যার সহিত হীনবর্ণ ছেলের বিবাহের ফল মৃত্যু। রায় মহাশয় দুর্গা দুর্গা বলিয়া সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। পার্ব্বতীর ভাই শরৎ চৌধুরী প্রমাদ গণিল।

পিতার মৃত্যুতে সংসারের ভার শরতের ঘাড়ে পড়িয়াছিল। বাপের দেনাও কিছু ছিল। ভগ্নীও চতুর্দ্দশ অতিক্রম করে। শরৎ অকূলপাথারে পড়িয়া কোনরূপে ভগ্নীকে পার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেক চেষ্টার পর হরিশচকে একটী পাত্র পাওয়া গেল। পাত্রটী দোজ বর। সুতরাং কিছুই দিতে হইবে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া শরৎ এই সম্বন্ধই স্থির করিয়া ফেলিল।

পার্ব্বতী শুনিয়া ছটফট করিতে লাগিল। সে বিষ খাইবে, কি গলায় দড়ি দিয়া মরিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। তখনও কাপড়ে কেরোশীন ঢালিয়া আত্মহত্যা করিবার সহজ উপায়টা আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং বিষ বা দড়ি সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। পার্ব্বতী নিরুপায় হইয়া ভাবিল, "দূর হউক, এই বিবাহই তো মরণ, তবে আর আত্মহত্যার প্রয়োজন কি।"

ছানলাতলায় সকলের অনুরোধে পার্ব্বতী শঙ্কা-কম্পিত হস্তে বরের গলায় মালা তুলিয়া দিল বটে, কিন্তু কাহার গলায় মালা দিল তাহা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে পারিল না। শুভদৃষ্টির সময় সে আদৌ চোখ খুলিল না।

পরদিন সে পাল্কী চড়িয়া যতীনদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া নূতন শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় দেখিল, যতীন রাস্তার ধারে বসিয়া খড়ের আগুনে ছিপ সেঁকিতেছে। পাল্কীর দিকে চাহিয়া যতীন যেন মৃদু হাসিল। পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল।

পাল্কীর পিছনে রোসনচৌকীর সানাই প্রভাত গগন প্রতি-ধ্বনিত করিয়া গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল;—

"আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু,
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পক্ষ হইলেও গোকুল চক্রবর্ত্তীর বয়স যে তেমন বেশী হইয়াছিল তাহা নহে, বয়স একত্রিশ বৎসর মাত্র। চার পাঁচ বৎসর আগে তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। স্ত্রীবিয়োগের পর আর তাহার বিবাহ করিতে মোটেই ইচ্ছা ছিল না। সে আমলাগঞ্জের সিংহ বাবুদের জমিদারীতে গোমস্তাগিরি করিয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিত। জমি জমাও কিছু ছিল। সংসারে ছোট ভাই অমূল্য ছিল, অমূল্যর স্ত্রী এবং একটী মেয়ে ছিল, বিধবা ভগ্নী অন্নদা ছিল, বৃদ্ধা পিসী মা ছিল। চাষের জন্য দুইটী বলদ এবং দুধের জন্য দুইটী গাই ছিল। তাহাদের দেখা শোনার জন্য একটী চাকর ছিল। সংসারের এতগুলি জীবের প্রতিপালনের ভার ছিল একা গোকুলের উপর। বারো টাকা মাহিনার গোমস্তাগিরীতে মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা উপার্জ্জন করিলেও তাহা এতগুলি পোষ্য প্রতিপালনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং লোকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেও গোকুল ইহার উপর আর পোষ্যসংখ্যা বাড়াইতে ইচ্ছুক ছিল না।

ছোট ভাই অমূল্যও চাকরী করিত। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দুইবার ফেল হইলেও গোকুল ছোট ভাইকে পুনরায় পড়িবার জন্য অনুরোধ করিল। অমূল্য কিন্তু আর পড়িল না, স্কুল

ছাড়িয়া দিল। অগত্যা গোকুল কলিকাতাবাসী বন্ধু যোগীনকে অনুরোধ করিয়া অমূল্যর একটী চাকরী জুটাইয়া দিল। ছয় মাস এপ্রেন্টিস খাটিবার পর অমূল্য পঁচিশ টাকা করিয়া মাহিনা পাইতে লাগিল। এক বৎসর পরে বেতন বৃদ্ধি হইয়া ত্রিশ টাকা হইল।

ত্রিশ টাকা বেতন পাইলেও অমূল্য কিন্তু সংসারে এক পয়সাও দিতে পারিত না। কলিকাতার মেসের খরচ, প্রতি শনিবারে বাড়ী আসার গাড়ী ভাড়া, জলখাবার প্রভৃতিতেই সব খরচ হইয়া যাইত। বরং তাহার জামা জুতার জন্য মাঝে মাঝে গোকুলকে কিছু কিছু দিতে হইত।

সেটা গোকুল নিজের হাতে দিত না, দিতেন পিসীমা। পিসীমাই সংসারের কর্ত্রী ছিলেন। মা যখন মারা যান, তখন গোকুলের বয়স বারো, অন্নদার বয়স আট, আর অমূল্যর বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। সেই সময় হইতেই পিসীমা সংসারের গৃহিণীপনার ভার লইয়া ছিলেন, এবং এযাবৎ স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছিলেন। গোকুল মাসে যাহা উপার্জ্জন করিত, সমস্তই আনিয়া পিসীমার হাতে তুলিয়া দিত, একটী পয়সাও হাতে রাখিত না। এক পয়সার তামাক কিনিবার দরকার হইলে পিসীমার কাছে হাত পাতিত।

অন্নদা একবার বলিয়াছিল, "ভাল দাদা, পান তামাকের খরচের জন্য নিজের হাতে দু'টো টাকাও তো রাখলে পার।"

গোকুল হাসিয়া উত্তর করিল, "দরকার কি, চাইলেই তো পাই।"

অন্নদা। সব সময়ে পাও কি ?

গোকুল। যখন পিসীমার হাতে থাকে না, তখনই পাই না।

অন্নদা। একটা টাকাও হাতে রাখলে সে সময়ে তো তোমার চলতে পারে ?

গোকুল। কিন্তু সংসার যে অচল হবে, অনি। এইতেই কষ্টে স্বষ্টে চলছে, এ হ'তে আবার দুটো টাকা ভাঙ্গলে সংসার চলবে কেন ?

অন্নদা রাগিয়া বলিল, "না চলে তো তোমার কি ? এই যে অমূল্য চাকরী করছে, একটা পয়সা কখন সংসারে দেয় না।"

গোকুল হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও ছেলেমানুষ, কত টাকাই বা রোজগার করে যে দেবে।"

তীব্র কণ্ঠে অন্নদা বলিল, "দেবে বুঝি শুধু তুমি ?"

সহাস্যে গোকুল বলিল, "তা না দিলে সংসার চলবে কিসে অনু ?"

ক্রোধরুদ্ধ স্বরে অন্নদা বলিল, "তুমি মানুষ না কি দাদা ?"

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গোকুল বলিল, "কি জানি। সেও মাঝে মাঝে ঐ কথা বলতো অনি।"

সে অর্থে পরলোকগতা স্ত্রী। তাহার কথা বলিতে গেলে গোকুলের স্বরটা যেন ভারী হইয়া আসিত।

আপনার উপার্জ্জিত অর্থ সমস্ত দিয়াও গোকুল কিন্তু সব সময়ে পিসীমার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিত না। সে মাহি- নার উপর যাহা পাইত তাহা উপরি পাওনা—পার্ব্বণী পাত্রা

সেলামী, নজরানা ইত্যাদি। উপরি পাওনা কিন্তু সব মাসে সমান হয় না। কোন মাসে দুই টাকা কম, কোন মাসে দুই টাকা বেশী হইত। যে মাসে কিছু কম হইত, সে মাসে পিসীমা টাকা হাতে লইয়া তিনবার চারিবার গণিয়া অপ্রসন্ন মুখে বলিতেন, "টাকা এত কম যে রে গোকুল?"

গোকুল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উত্তর করিত, "হাঁ পিসীমা, এমাসটায় কিছু হ'লো না।"

পিসীমা রাগতভাবে বলিতেন, "তা তো হ'লো না, কিন্তু এতে সংসার চলবে কি রকমে?"

গোকুল কোন উত্তর করিতে পারিত না, নীরবে নত মুখে দাঁড়াইয়া থাকিত। পিসীমা রাগিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে টাকাগুলা বাক্সে ফেলিতেন, এবং চাবী বন্ধ করিতে করিতে বলিতে থাকিতেন, "না বাবু, এমন ক'রে আমি চালাতে পারব না, তোমাদের সংসার তোমরা হাতে নাও। এই তো ক'টা টাকা দিলে, এইতে সংসারই চালাব, না গেল মাসে ক্ষান্ত পিসীর কাছে যে সাত টাকা ধার করেছি তাকেই দেব। তার উপর এখনই তুমি এসে হাত পাতবে—তামাকের পয়সা দাও, ছোট বৌমা বলবেন দোক্তা চাই। অমূল্যর জুতো ছিঁড়েছে, সে এসে বলবে, জুতোর টাকা দাও পিসিমা। আমি এসব আর পারব না বাবু।"

পিসীমাকে রাগিতে দেখিয়া গোকুল ভয়ে ভয়ে সরিয়া যাইত। অন্নদার কিন্তু এতটা সহ্য হইত না, স্পষ্ট কথা বলা

তাহার একটা রোগ ছিল। সুতরাং এক এক সময় অসহ্য হইলে সে বলিয়া ফেলিত, "কেন পিসীমা, দাদাই কি চোরের দায়ে বাঁধা পড়েছে? অমূল্যও তো চাকরী করে, অথচ সংসারে একটি পয়সা দেয় না। তবু সে নিজের জুতো জামাটাও কি নিজের পয়সায় করতে পারে না?"

অন্নদার কথায় পিসীমা রাগে জ্বলিয়া উঠিতেন। চীৎকার করিয়া বলিতেন, "বটে লো অনি বটে! সে দুধের বাছা কত টাকা উপায় করে বল্‌তো? যা পায় তাতে বাছার খেতেই কুলায় না। কলকেতায় খাওয়ার কত খরচ তা জানিস্। বাছা আমার দু'বেলা পেট পূরে খেতেই পায় না। তবু বাছার মুখে কথাটী নাই। বলে, কি করব পিসীমা, কষ্টের সংসার, কাজেই কষ্ট ক'রে থাকতে হয়। তবু তোরা দু'টী ভাই বোনে তার হিংসাতেই পাতাল গেলি। তাড়াতাড়ি তাই মধ্যস্থি করতে এসেছিস্।"

অন্নদা বলিত, "কি করি পিসীমা, মানুষ থাকলেই উচিত কথা বলতে হয়। সবাই তো তোমার মত এক-চোখো বিচার জানে না।"

পিসীমা রাগে চোখ কপালে তুলিয়া, হাত মুখ নাড়িয়া বলিতেন, "কি, আমার এক-চোখো বিচার? আমি যদি এক-চোখো হ'তাম অনি, তা হ'লে সংসার কোন্ দিন উচ্ছন্নে যেত। আমি যাই মেয়ে, তাই এত দিন চারচাল বজায় রেখে সব চালিয়ে আসছি।"

পিসীমার রাগে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অন্নদা সহাস্যে বলিত, “তা বটে পিসীমা, তোমার মত মেয়ে খুঁজে পাওয়া দায়।”

পিসীমা রাগে মাথা মুড় খুঁড়িতে যাইতেন। গোকুল আসিয়া পায়ে হাতে ধরিয়া তাঁহাকে শান্ত করিত। তারপর অন্নদাকে কাছে ডাকিয়া তিরস্কার করিয়া বলিত, “ছিঃ অনি, এসব কি কথা?”

অন্নদা বলিত, “উচিত কথা।”

গোকুল ক্রোধের ভাব দেখাইয়া বলিত, “তোর মাথা! খবরদার, আর এমন সব কথা বলিস্ না।”

অন্নদাও রাগিয়া উত্তর করিত, “কেন, তোমাদের ভাত খাই ব'লে নাকি?”

গোকুল বলিত, “ভাত খাস্ আর নাই খাস্, তোর এ সকল কথায় কাজ কি?”

অভিমানে অন্নদার মুখখানা ভারী হইয়া আসিত, চোখ দু'টা ছল ছল করিতে থাকিত। সে অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিত, “তা বটে দাদা, কিন্তু আমি তোমার বোন ব'লেই আমার এসকল কথায় কাজ ছিল। আমি যে শুধু তোমাদের দয়ার পাত্রী, তোমাদের সংসারে এক মুঠা ভাতের ভিখারী, তা জানতাম না। আমার ঘাট হয়েছে, ঝকমারী ক'রেছি দাদা, আমায় মাফ কর।”

অন্নদার চোখ দিয়া ঝর ঝর জল গড়াইয়া পড়িত; সে উপুড় হইয়া দাদার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিত। গোকুল ব্যতিব্যস্ত

হইয়া উঠিত। সে তাড়াতাড়ি অন্নদার হাত হইতে পা ছাড়াইয়া লইয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিত, "ছিঃ অনি, তোর ছেলেমানুষী আর গেল না। আমি কি তোকে তাই বলছি? আমি বল্‌ছি, পিসীমা গুরুজন, তাঁকে কোন কথা বলা কি ভাল? ওতে যে পাপ হয়।"

অন্নদা ক্রন্দন-রক্তিম চোখ দুইটা তুলিয়া রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিত, "পাপ হয় আমার হবে, তাই ব'লে তোমার উপর এসব অত্যাচার আমি সইতে পারব না। এতে তোমরা আমাকে ভাত দিতে হয় দেবে, না হয় না দেবে।"

অন্নদা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া পলাইত। গোকুল মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আপন মনে বলিত, "নাঃ, অনির আর বুদ্ধি শুদ্ধি হ'লো না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোকুলের উপর পিসীমার যে কিছুমাত্র বিদ্বেষ বা ঈর্ষ্যা ছিল তাহা নহে। তবে তিনি অমূল্যকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার সমস্ত স্নেহ ভালবাসাটা যেন অমূল্যর উপরেই আসিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার স্নেহান্ধ দৃষ্টি অমূল্যর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে যতটা লক্ষ্য রাখিত, গোকুল বা অন্নদার দিকে ততটা রাখিতে পারিত না। তাঁহার স্নেহ-দুর্ব্বল চিত্তের নিকট অমূল্যর শত দোষ উপেক্ষণীয় হইত, কিন্তু অপরের সামান্য ত্রুটীও তাঁহার লক্ষ্য অতিক্রম করিতে পারিত না।

এতটা স্নেহাতিশয্যের ফলে বালকের চরিত্র যেরূপ গঠিত হয় অমূল্যরও তাহাই হইল। সে ছেলেবেলা হইতেই দৃঢ় ধারণা করিয়া রাখিল, সংসারের যত ভালবাসা, যত সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সকলই তাহার প্রাপ্য। কেহই তাহাকে এই অবশ্যপ্রাপ্য বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকারী নহে।

একজন সংসারের সব সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে, অপরে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, ইহাতে পরস্পর একটা বিদ্রোহ বাধিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু সে বিদ্রোহ বাধিল না। কেন না, গোকুলের প্রকৃতিটা সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে গঠিত ছিল।

বাল্যে মাতাপিতার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া, স্নেহ যত্ন সব হারাইয়া দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে গোকুল দুঃখ

কষ্টকে এত সযত্নে বরণ করিয়া লইয়াছিল যে, সে সংসারের নিকটে স্নেহ বা ভালবাসার দাবী আদৌ রাখিত না, কোনরূপ দুঃখ কষ্টই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। বিশালকায় বনস্পতি যেমন উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া শীতবাতাতপের উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করে, গোকুলও তেমনই স্থির ধীর ভাবে সংসারের দুঃখ ঝঞ্ঝাবাত সহিয়া যাইত, কোন ক্লেশেই ভ্রূক্ষেপ করিত না। তাহাকে দেখিলে বোধ হইত, প্রলয়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবও বুঝি তাহার এই অটল গাম্ভীর্য্যকে তিলমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ নহে।

শুধু একদিন গোকুলের এই অবিচল ধৈর্য্য—অটল গাম্ভীর্য একটু বিচলিত হইয়াছিল। সেদিন তাহার পতিগতপ্রাণা পত্নী একটী মৃত সন্তান প্রসবান্তে সূতিকাগৃহে কাল ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং চিকিৎসার অভাবে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান রোগের যাতনায় ছটফট করিতেছিল। গোকুল তাহার চিকিৎসা করাইতে পারে নাই, একবিন্দু ঔষধ দিয়া আপনার মনের ক্ষোভ দূর করিতে পারে নাই। অন্নদা ডাক্তার আনিবার জন্য তাহার পায়ে ধরিয়াছিল, তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল, গালাগালি পর্য্যন্ত দিয়াছিল, তথাপি গোকুল পিসীমার অমতে ডাক্তার ডাকিতে পারে নাই। পিসীমা ঝাড় ফুক তন্ত্র মন্ত্র দ্বারা রোগের উপশম করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, ডাক্তার আনিয়া অনাচারের সৃষ্টি করিতে দেন নাই।

তারপর যে দিন তাহার সম্মুখে স্ত্রী সূতিকাগৃহেই চক্ষু মুদ্রিত

করিয়া রোগের নিদারুণ যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল, সেই দিন গোকুল পত্নীর মৃত্যুশয্যার পাশে বসিয়া খুব খানিকটা চোখের জল ঢালিয়াছিল। হায়! সে যে সংসারের সকল কষ্ট, স্বামীর সকল উপেক্ষা অনাদর এত কাল মুখ বুজিয়া যেমন সহিয়া আসিতেছিল, এখনও তেমনই মুখ বুজিয়া চলিয়া গেল। গোকুল কিছুতেই সে দিন চোখের জল রাখিতে পারিল না। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বা পরে আর কেহ কখনও তাহাকে চোখের জল ফেলিতে দেখে নাই।

সংসারের সহিত যেটুকু স্নেহ-সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল, স্ত্রীর মৃত্যুতে যখন সেটুকুও ছিন্ন হইল, তখনও গোকুল সংসারের উপরে কিছুমাত্র বিতৃষ্ণা দেখাইল না। সে পূর্ব্বের মতই চাকরি করিত, টাকা আনিত, খাইত পরিত। তবে এসকল বিষয়ে তাহার তেমন আগ্রহ ছিল না। কলের পুতুলের মত কাজ করিয়া যাইত। শুধু সে সংসারকে যেন একটু ভয় করিয়া চলিত। তাহার জন্য যদি কাহাকেও একটু ব্যস্ত হইতে বা কষ্ট স্বীকার করিতে হইত, তাহা হইলে গোকুল যেন বড়ই সন্ত্রস্ত, বড়ই ভীত হইয়া পড়িত। সে এই ব্যাপার হইতে সর্ব্বদাই আপনাকে বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিত। তাহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন কোন সংসারবিরাগী কর্ম্মযোগী নির্লিপ্ত ভাবে সংসারের কাজ করিয়া যাইতেছে; সংসারে তাহার কিছুমাত্র আকর্ষণ নাই।

বন্ধনহীন সংসারে গোকুলের কিন্তু একটী আকর্ষণ ছিল। সে

আকর্ষণ অন্নদা। সকল স্নেহসম্বন্ধের অতীত হইলেও গোকুল অন্নদার স্নেহের আকর্ষণটুকু ছিন্ন করিতে পারে নাই। এই আকর্ষনটাই যেন তাহাকে সংসারের সঙ্গে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। গোকুল ছেলেবেলা হইতেই অন্নদাকে ভাল বাসিত। ইহার উপর অন্নদা যেদিন বিধবা হইয়া অসহায় ভাবে ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় লইল, সেই দিন হইতে এই বিধবা ভগিনীর উপর গোকুলের ভালবাসাটা আরও একটু অতিরিক্ত হইয়া পড়িল। সে যেন আপনার সমগ্র হৃদয় দিয়া দুঃখিনী বিধবার সকল শোক—সকল দুঃখ দৈন্য মুছাইয়া দিবার চেষ্টা করিত। আর অন্নদাও এই সুখ দুঃখে উদাসীন নিরীহ ভাইটীর জন্যই যেন সংসারের সকল দুঃখ কষ্ট মাথায় পাতিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

গোকুলের দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। বাহিরের লোকে এজন্য অনুরোধ করিলেও বাড়ীতে পিসীমা বা ভ্রাতার নিকট হইতে গোকুলকে কিছু মাত্র উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত না। শুধু অন্নদাই এজন্য মধ্যে মধ্যে তাহাকে তাড়া দিত। গোকুলও "দেখি, হচ্চে, হবে, আসছে মাসটা যাক্" ইত্যাদি স্তোক বাক্যে ভগ্নীকে ভুলাইয়া রাখিত। অন্নদা পিসীমাকে ধরিত। কিন্তু পিসীমা বলিতেন, "বেশ তো, বিয়ে করবে করুক না, আমি কি বারণ করেছি, না ধ'রে রেখেছি।"

পিসীমার অভিপ্রায় বুঝিয়া অন্নদা শেষে দাদাকেই চাপিয়া ধরিল। জোর করিয়া বলিল, "তুমি বিয়ে করবে কি না তাই বল।"

গোকুল হাসিয়া বলিল, "কেন বল্ দেখি ?"

অন্নদা বলিল, "কেন আবার কি ? বিয়ে না ক'রে কি চিরকাল সন্ন্যাসী হ'য়ে থাকবে ?"

গোকুল বলিল, "থাকলে দোষ কি ? এক রত্তি মেয়ে তুই, তুই যদি সন্ন্যাসিনী হ'য়ে থাকতে পারিস্, তবে তিরিশ বছরের বুড়ো আমি, আমি থাকতে পারব না ?"

মুখ নীচু করিয়া অন্নদা বলিল, "আমি মেয়ে মানুষ, আর তুমি বেটা ছেলে।"

গোকুল সহাস্যে বলিল, "বেটা ছেলের কি সন্ন্যাসী হ'তে নাই।"

মুখ তুলিয়া ভ্রূকুটী করিয়া অন্নদা বলিল, "নাঃ। তুমি বিয়ে করবে কি না তাই বল।"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গোকুল বলিল, "এ বয়সে আর কেন অনি ?"

অন্নদা রাগিয়া বলিল, "ভারী বয়স ! ষাট বছরের বুড়োরা যে বিয়ে করে ?"

গোকুল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অন্নদা একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "তোমাকে বিয়ে করতেই হবে দাদা। বল করবে কি না।"

গোকুল বলিল, "আচ্ছা ভেবে দেখি। কিন্তু আমার বিয়ের জন্য তোর এত মাথাব্যথা কেন অনি ?"

অন্নদার মুখখানা রাগে লাল হইয়া উঠিল। অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "তা বলবে বই কি দাদা, আমি তোমার কে ?

আমার মরতে জায়গা নাই,তাই তোমাদের কাছে এসে পড়েছি। আমার অন্যায় হ'য়েছে দাদা, আর যদি কখনও তোমাকে বলি, তবে আমার নাম অনি বামনীই নয়।"

রাগে জোরে জোরে পা ফেলিয়া অন্নদা ভ্রাতার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল। সে দুই তিন দিন দাদার সহিত কথা কহিল না, তাহার কাছে পর্য্যন্ত আঁসিল না। গোকুল বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে একদিন অন্নদাকে ডাকিয়া বলিল, "রক্ষা কর্ অনি, আমি সাতটা বিয়ে করতে রাজি আছি, কিন্তু তুই আর মুখ ভার ক'রে থাকিস্ না।"

অন্নদা ভারী গলায় বলিল, "সাতটা কর পাঁচটা কর, সে তোমার খুসী! আমাকে সে কথা শুনিয়ে লাভ কি? আমি তোমার কে?"

গোকুল হাসিয়া বসিল, "তুই অনি পোড়ারমুখী।"

অন্নদা বলিল, "আমি পোড়ার মুখী, পোড়ার মুখীর মতই থাকব। আমি তো বলেছি, তোমাকে যদি আর কখন বিয়ে করতে বলি, তবে আমার নাম অনি বামনীই নয়।"

গোকুল সহাস্যে বলিল, "আর আমিও যদি এই মাসের মধ্যে বিয়ে না করি, তবে আমার নাম গোকুল চক্রবর্ত্তীই নয়।"

অন্নদা মনে মনে হাসিল, কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ করিল না।

তার পর সেই বৈশাখের শেষেই গোকুল যখন বিবাহ করিয়া পার্ব্বতীকে ঘরে আনিল, তখন অন্নদা হাসিতে হাসিতে বধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অন্যায় জিনিষটা এমনই বিশ্রী যে, তাহা শত্রু মিত্র যে পক্ষেই প্রযুক্ত হউক, লোকে তাহার বিরুদ্ধে একটা কথাও না বলিয়া থাকিতে পারে না। অতি বড় শত্রুর প্রতিও অন্যায় আচরণ দেখিলে লোকে আনন্দ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই একটু মুখ বাঁকাইয়া বলে, "কাজটা কিন্তু অন্যায় হচ্চে।" ইহা মানুষের নিজের কথা নয়—বিবেকের শাসন।

বিবাহের পর কয়েক মাস পিত্রালয়ে থাকিয়া পার্ব্বতী যখন স্বামিগৃহে আসিল, তখন সে নূতন লোকদের নূতন আচার ব্যবহার দেখিয়া যেমন আশ্চর্য্যান্বিত হইল, তেমনই বিরক্তও হইল। "যে এলো চ'ষে, সেই রইল ব'সে" প্রবাদটার এমন নিষ্ঠুর সার্থকতা যে দেখা যাইতে পারে, তাহা পার্ব্বতীর ধারণাতেই ছিল না। এখন কিন্তু চোখের উপর নিত্য তাহা দেখিতে দেখিতে তাহার মনের ভিতর কেমন একটা অব্যক্ত বেদনা উপস্থিত হইল।

পার্ব্বতী যে স্বামীকে ভালবাসিত বলিয়াই এই মানসিক যাতনাটুকু অনুভব করিল তাহা নহে। এ পর্য্যন্ত সে স্বামীকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে পারে নাই, বরং তাহার উপর বিরক্তির ভাগ টুকুই যথেষ্ট ছিল। স্পষ্ট প্রকাশ না করিলেও তাহার কথায় কার্য্যে সে বিরক্তি টুকু বেশ ফুটিয়া উঠিত। সে প্রায়

দুই তিন মাস এখানে আসিয়াছে, স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তাও হইয়াছে, কিন্তু মন খুলিয়া একটা কথাও বলে নাই। স্বামী কথা কহিতে গেলে সে হয় মুখ ফিরাইয়া লয়, নয় তাচ্ছীল্যের সহিত সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়; আদর দেখাইলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তাহাতে গভীর উপেক্ষা প্রদর্শন করে। তথাপি স্বামীর উপর বাড়ীর লোকদের এই অন্যায় আচরণ দর্শনে পার্ব্বতী যে একটু ব্যথা পাইল, তাহা ভালবাসার খাতিরে নয়, প্রকৃতিদত্ত বিবেকের তাড়নায়।

পার্ব্বতীর এক এক সময়ে ইচ্ছা হইত, সে স্পষ্ট করিয়া বলে, "হাঁগা, ঐ নিরীহ লোকটার উপর তোমাদের এ কিরূপ আচরণ?" কিন্তু দুই তিন মাসের ক'নে বৌ হইয়া এতটা গৃহিণীপণা দেখাইতে সে সাহস করিত না, আপনার মনে আপনি জ্বলিতে থাকিত।

এক শনিবারে পার্ব্বতী দেখিল, গোকুল ও অমূল্য উভয়ে এক সঙ্গে বাড়ীতে আসিল। অমূল্যর জন্য গাড়ু, গামছা, কাপড় সব প্রস্তুত ছিল। অমূল্য কাপড় ছাড়িয়া হাত পা ধুইল। ছোট বৌ ঘোমটা দিয়া তামাক সাজিয়া আনিল। অমূল্য ঘরের ভিতর বসিয়া তামাক খাইল। তার পর জলযোগ করিয়া চটী জুতা পায়ে দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বেড়াইতে বাহির হইল।

আর গোকুল—সে আপনার কাপড়খানাই খুঁজিয়া পাইল না। অনেক খোঁজাখুজির পর শেষ উঠানের আনলা হইতে এক খানা ছেঁড়া ময়লা কাপড় লইয়া কাপড় ছাড়িল। তার পর

পুকুর ঘাট হইতে হাত পা ধুইয়া আসিয়া, হুঁকা কলিকা লইয়া তামাকের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। তামাক কিন্তু মিলিল না, তামাকের ভাঁড়ে একটুও তামাক ছিল না। গোকুল তখন চাকরটাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। পিসীমা বলিলেন, "সে এখন গরুর কাজে আছে। দোকান থেকে এক পয়সার তামাক নিয়ে আয় না।"

গোকুল হুঁকা কলিকা রাখিয়া বলিল, "পয়সা দাও।"

পিসীমা পয়সা আনিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "অমনি ময়দা ঘি আর পান নিয়ে আসবি।"

অন্নদা নিকটে ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘি ময়দা কি হবে পিসী মা?"

পিসীমা বলিলেন, "অমূল্যর জন্যে খানকতক পরোটা ক'রে দেব। গেল শনিবারে দেখলি না, ভাত দেখে জ্বলে উঠলো। ও কি কলকেতায় রাত্তিরে ভাত খায়?"

অন্নদা। তবে কি খায়?

পিসী। সেখানে আবার খাবার ভাবনা? লুচী কচুরী মেঠাই মণ্ডা যা খুঁজবে তাই পাবে, পয়সা ফেললেই হলো।

ঈষৎ হাসিয়া অন্নদা বলিল, "পয়সা ফেললে এখানেও সব পাওয়া যায়, পিসী মা।"

পিসীমা তাহার দিকে একটা সরোষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। গোকুল পয়সা লইয়া তাড়াতাড়ি দোকানে চলিয়া গেল।

পার্ব্বতী রন্ধনশালায় বসিয়া বসিয়া সকলই দেখিল, সকলই শুনিল; রাগে তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রি রি করিতে লাগিল। যাহা হইতে সংসারে একটা পয়সার উপকার নাই, তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সকলেই ব্যস্ত। আর যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মুঠা মুঠা টাকা আনিয়া গুষ্টিশুদ্ধ লোকের পেট চালাইতেছে, তাহার দিকে কেহই ফিরিয়া চায় না। সে যেন চাকরেরও অধম। খাটিয়া খুটিয়া আসিয়া সে একটু তামাক পর্য্যন্ত পাইল না। পার্ব্বতী জানিত, ছোট কর্ত্তার ঘরে কলিকাতার ভাল তামাক যথেষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু কেহই তো তাহার একটুও দিল না। এই ঘৃণিত পক্ষপাতিত্বে পার্ব্বতী এক দিকে যেমন বাড়ীর লোকের উপর রাগিয়া উঠিল, অন্য দিকে তেমনই এই নিরীহ স্বামী বেচারার প্রতি তাহার সহানুভূতি প্রবৃত্তিটা জাগিয়া উঠিল।

আর এক দিন গোকুল সন্ধ্যার সময় কাছারী হইতে ফিরিয়া জানাইল যে, তাহার শরীরটা বড় ভাল নয়, রাত্রে ভাত খাইবে না। পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খাবি তবে?"

গোকুল বলিল, "যা হয়।"

পিসীমা বলিলেন, "যা হয় কি খুলে বল। রুটী খেতে হ'লে তো ময়দা আনতে হবে, দু'পয়সার ঘিও চাই। আট দশটা পয়সার কমে তো হবে না। এ মাসে যে হাতটানা চলেছে!"

গোকুল তাড়াতাড়ি বলিল, "না না, ঘি ময়দা আনাতে হবে না। এক মুঠো মুড়ি মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে পড়ে থাকব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোকুল হাত পা ধুইয়া আহ্নিক সারিয়া ঘরে আসিলে, পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি খাবে ?"

গোকুল বলিল, "কি আর খাব ? এক মুঠো মুড়ি—"

বাধা দিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তাই বা খাওয়া কেন ?"

কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া গোকুল স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পার্ব্বতী বলিল, "দু'গণ্ডা পয়সা আমায় দিতে পারবে ?"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গোকুল বলিল, "পয়সা ? পয়সা কি হবে ?"

পার্ব্বতী বলিল, "আমি ঘি ময়দা আনাব।"

ঈষৎ হাসিয়া গোকুল বলিল, "পাগল আর কি।"

পার্ব্বতী গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "তাই। এখন পয়সা দু'গণ্ডা আমায় দাও।"

ম্লান মুখে গোকুল বলিল, "দু'গণ্ডা পয়সা ? পয়সা আমি কোথায় পাব ?"

পার্ব্বতী। তুমি কি রোজগার কর না ?

গোকুল। যা রোজগার করি তা তো পিসীমাকে দিই।

পার্ব্বতী। দু'গণ্ডা পয়সাও হাতে রাখ না ?

মৃদু হাসিয়া গোকুল বলিল, "একটা পয়সাও না।"

পার্ব্বতী বলিল, "এখন হ'তে রাখবে ?"

গোকুল বলিল, "দরকার কি ? তবে তোমার যদি দরকার হয়—"

স্বামীর উপর একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "আমার কিছুই দরকার নাই।" বলিয়াই সে ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

. ইহার পর এক দিন গোকুল কাছারী হইতে ফিরিয়া দেখিল, তাহার জন্য গাড়ু গামছা কাপড় সব প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। গোকুল কাপড় ছাড়িয়া গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া ঘাটে পা ধুইতে চলিল।· অন্নদা বলিল, "ঘাটে যাচ্চো কেন দাদা, বৌ যে গাড়ুতে জল তুলে রেখেছে।"

হাসিতে হাসিতে গোকুল বলিল, "পাগল আর কি। ঐ এক ফোঁটা জলে পা ধোওয়া হয়? হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলো।"

গোকুল ঘাটে চলিয়া গেল। অন্নদা আপন মনে বলিল, "দাদা যেন কি!"

পার্ব্বতী রন্ধনশালায় বসিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল। গোকুল পা ধুইয়া ফিরিয়া আসিলে সে ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িল। ছোট বৌ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাও দিদি?"

পার্ব্বতী মৃদুস্বরে বলিল, 'তামাকটা সেজে দিয়ে আসি।"

পিসী মা রান্না ঘরের ভিতরে ছিলেন। কথাটা তাঁহার কাণে গেল। তিনি একটু জোর গলায় বলিলেন, "তামাক সেজে দিতে হবে কেন? নিজে সেজে খেতে পারে না? এত বাবু হ'য়ে পড়েছে নাকি?"

পার্ব্বতীর সহ্য হইল না। সে মৃদু অথচ একটু উদ্ধত স্বরে বলিল, "এবাড়ীতে বাবু আর নয় কে ?"

পার্ব্বতী চলিয়া গেল। ছোট বৌ পিসীমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ঐ যে আমি তোমার ছেলেকে তামাক সেজে দিই কি না, পিসীমা।"

পিসীমা বলিলেন, "ওঃ! তাই তামাক সাজতে ছুটলেন। ছেলেটার রিষে রিষেই সব পাতাল দাখিল হ'লো।"

পার্ব্বতী গিয়া তামাক সাজিবার জন্য কলিকা হাতে লইতেই গোকুল আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে তাহার দিকে চাহিল; একটু ব্যস্তভাবে বলিল, "ও কি, তুমি তামাক সাজতে গেলে কেন? না না, আমায় দাও, আমি সাজছি।"

পার্ব্বতী তীব্র দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে চাহিল; তার পর কলিকাটা আছড়াইয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। ছোট বৌ মুখ টিপিয়া হাসিল। পার্ব্বতী দাঁতে দাঁত চাপিয়া আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

গোকুল বলিয়া উঠিল, "এঃ, কল্‌কেটা যে চুরমার ক'রে দিয়ে গেলে? তাই তো, এখন তামাক খাই কিসে।"

পিসীমা রাগে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার মাথায় ক'রে খাও। আমি কিন্তু কল্‌কে কিনতে পয়সা দিতে পারব না তা বলে দিচ্চি। যে ভেঙ্গেছে সে তার বাপের বাড়ী হ'তে এনে দেবে।"

সহাস্যে গোকুল বলিল, "তা এক্ষুণি। এখন তুমি একটা আধলা দাও পিসী মা, একটা কল্কে দেখি।"

রাত্রিতে পার্ব্বতী শয়ন করিতে গেলে গোকুল বলিল, "আজ ব্যাপার কি পারু, পা ধোয়ার জল তুলে রেখেছিলে, তামাক সেজে দিতে গেলে?"

পার্ব্বতী হাত দুইটা জড় করিয়া অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "অন্যায় হ'য়েছে গো, আমার ঝকমারী হ'য়েছে। এখন তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে বলছি, একটা পয়সা দিয়ে আমায় এ লাঞ্ছনা হ'তে উদ্ধার কর।"

পার্ব্বতী স্বামীর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া সত্য সত্যই মেঝেয় মাথা খুঁড়িতে লাগিল। গোকুল ব্যস্তভাবে তাহাকে তুলিয়া বলিল, "ছি ছি, কর কি পারু?"

পার্ব্বতী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"হাঁ লা বৌ!"

"কেন ঠাকুর ঝি?"

"সত্যি বলবি?"

"যদি লুকাবার মত না হয়।"

"দাদাকে তোর মনে ধরে না;—না?"

মৃদু হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তোমার ধরে?"

অন্নদা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। সে চুলের গোছায় একটা মৃদু টান দিয়া বলিল, "মরণ আর কি! আমার মার পেটের ভাই, আমার আবার মনে ধরাধরি কি?"

হাসিতে হাসিতে পার্ব্বতী বলিল, "ধরাধরিটা বুঝি শুধু আমাকে নিয়ে?"

অন্নদা। তোর যে সোয়ামী।

পার্ব্বতী। সত্যি নাকি?

অন্নদা। সত্যি কি মিথ্যে তা তুইই জানিস্।

পার্ব্বতী। আমি তো জানতাম, আমার—

গালে একটা মৃদু ঠোনা দিয়া অন্নদা রাগত ভাবে বলিল, "তোমার মাথা! এদিকে তো কথার ভটচাজ্যি খুব দেখছি।"

সহাস্যে পার্ব্বতী বলিল, "কোন্ দিকেই বা কম দেখলে?"

অন্নদা। শুধু সোয়ামীকে ভালবাসার বেলায়।

পার্ব্বতী। ও জিনিষটা আমার কোষ্ঠীতেই লেখে না।

অন্নদা। তা হ'লে দেখছি, তুই শিমুল ফুলটী।

পার্ব্বতী। ঘেঁটু ফুল হ'তেও রাজি আছি।

অন্নদা। তবু একটু ভালবাসতে পারবি না?

পার্ব্বতী চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "ভাল বাসবার মত হ'লে পারতাম।"

অন্নদা চুলের গোছা ছাড়িয়া দিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বললি?"

পার্ব্বতী নীরবে নত মুখে বসিয়া রহিল। অন্নদা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমার দাদা তোর ভালবাসার উপযুক্ত নয়?"

পার্ব্বতী মুখ তুলিল; ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে বলিল, "তোমার দাদা তোমার কাছে খুব বড় হ'তে পারে, কিন্তু পরের কাছেও কি তাই?"

অন্নদা রাগে চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "পর কে? তুই স্ত্রী, তুই পর?"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "আপনার মত তো কিছু দেখতে পাই না।"

অন্নদা। চোখ থাকলে দেখতে পেতিস্।

অন্নদা বাঁ হাতে চুলের গোছা, ডান হাতে চিরুণী লইয়া জোরে জোরে চুল আঁচড়াইতে লাগিল। পার্ব্বতী বলিল,

"দেখো ঠাকুর ঝি, তোমার ভালবাসার চোটে চুলগুলো যেন আজ না যায়।"

অন্নদা একটু লজ্জিত হইল। সে নীরবে অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে চিরুণী চালাইতে লাগিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পার্ব্বতী বলিল, "রাগ করলে ঠাকুর ঝি?"

অন্নদা বলিল, "তোর কথা শুনলে মরা মানুষেরও রাগ হয়।"

সহাস্যে পার্ব্বতী বলিল, "কিন্তু যার জন্য তোমার এত মাথা ব্যথা তার তো একটুও রাগ হয় না?"

অন্নদা বলিল, "কে, দাদা? তার শরীরে রাগ থাকলে তো?"

শ্লেষপূর্ণ স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "মানুষ হ'লে রাগ থাকতো।"

অন্নদা। দাদা মানুষের মত মানুষ।

পার্ব্বতী। শুধু দু'টো হাত দু'টো পা থাকলেই, আর ছাই পাঁশ যা হয় এক মুঠো পেটে দিতে পারলেই মানুষ হয় না।

অন্নদা রাগিয়া বলিল, "তবে কি সকলকে বঞ্চনা ক'রে যথা সর্ব্বস্ব নিজের পেটে দিতে পারলে, নিজের সুখ টুকু চার পো বজায় করতে পারলেই মানুষ হয়?"

পার্ব্বতী চুপ করিয়া রহিল। অন্নদা বলিল, "দেখ্ বৌ, পশু পাখীতেও নিজের সুখ সুবিধা টুকু বজায় করে, কিন্তু যে মানুষ, সে সেটুকু ত্যাগ ক'রে পরের সুখ সুবিধার জন্য ব্যস্ত হয়। আমার দাদা মানুষ, মানুষের মত মানুষ।"

আনন্দে গর্ব্বে অন্নদার মুখখানা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পার্ব্বতী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিল, "সাধু সন্ন্যাসী নাকি ?"

অন্নদা বলিল, "ঠিক তাই।"

পার্ব্বতী একটু নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তা হ'লে ঠাকুর ঝি, এ রকম সাধু সন্ন্যাসী লোকের আবার বিয়ে করা উচিত হয় নি কিন্তু।"

অন্নদা সহাস্যে বলিল, "কপাল আমার! ওকি বিয়ে করতে চেয়েছিল ?"

পার্ব্বতী। তবে ক'রলে কেন ?

অন্নদা। আমার তাড়নায়। ধরতে গেলে আমিই তো ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়েছি।

মৃদু হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তুমি ধ'রে বেঁধে বিয়ে দিয়েছ, তোমায় আমি ভাল বাসচি। তবে তোমার আর রাগ কিসের ঠাকুর ঝি ?"

অন্নদা। তাই ব'লে সোয়ামীকে ভাল বাসবি না ?

পার্ব্বতী। সোয়ামী তো তা চায় না!

অন্নদা। ও তোর কাছে ভালবাসা চাইবে, কপাল তোর! ও জগতের কারো কাছে কিছু চায় না।

পার্ব্ব। যে যা চায় না, তাকে সে জিনিষ জোর ক'রে দিয়ে ফল কি ?

উত্তেজিত কণ্ঠে অন্নদা বলিল, "ফল এই—তোর জন্ম সার্থক হবে। তুই হিঁদুর ঘরের মেয়ে, তোর অন্য ঠাকুর দেবতা নাই,

স্বামীই তোর ঠাকুর দেবতা। সোয়ামীকে ভালবাসা, সোয়ামীর সেবা করা, এই তোর স্বর্গ।"

হাসিতে হাসিতে পার্ব্বতী বলিল, "তা হলে দেখছি, আমার কপালে নরক।"

অন্নদা রাগিয়া বলিল, "তোর মত পাপিষ্ঠার নরকেও স্থান নাই। কিন্তু দেখ্ বৌ, তোর এ তেজ চিরদিন থাক্‌বে না। তুই হিঁদুর ঘরের মেয়ে। একদিন না একদিন তোকে এই সোয়ামীর পায়েই লুটিয়ে পড়তে হবে, এই আমি ব'লে রাখছি।"

"সে তখন দেখা যাবে" বলিয়া পার্ব্বতী আরসীখানা সম্মুখে ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া ঘুরাইয়া মাথা বাঁধার পরীক্ষা করিতে লাগিল।

পার্ব্বতীর সিঁথায় কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়া, হাতের লোহায় সিঁদুর ছোঁয়াইয়া অন্নদা রাগতভাবে উঠিয়া গেল। পার্ব্বতী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথা বাঁধিবার সরঞ্জাম গুছাইতে লাগিল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় গোকুল বাড়ী আসিয়াই শুইয়া পড়িল। অন্নদা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শুলে যে দাদা?"

গোকুল বলিল, "না, এই শুয়ে পড়লাম আর কি। দেহটা একটু কেমন হ'য়েছে, মাথাটাও টিপ্ টিপ্ করছে।"

অন্নদা তাহার গায়ে হাত দিয়াই বলিয়া উঠিল, "ওমা, গা দিয়ে যে আগুন ছুটছে। তোমার যে জ্বর হ'য়েছে দাদা।"

মৃদু হাসিয়া গোকুল বলিল, "জ্বর? তা হবে।"

অন্নদা বলিল, "হবে কি? ভয়ানক জ্বর হয়েছে। যাই, বৌকে ডেকে দিই।"

ব্যস্তভাবে গোকুল বলিল, "সে এসে কি কর্‌বে?"

অন্ন। তোমার গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দেবে, মাথাটা টিপে দেবে।

গোকু। না না, তার দরকার নাই।

অন্ন। তোমার আবার দরকার কিসে থাকে দাদা? আমি যাই, তাকে ডেকে দিই।

গোকুল ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "রক্ষে কর্ অনি, তাকে ডেকে দিতে হবে না। তা হ'লে আমি বৈঠকখানায় গিয়ে শুইগে।"

অন্নদা রাগতস্বরে বলিল, "না দাদা, তোমার আর বৈঠকখানায় যেতে হবে না, ঘরেই শুয়ে থাক্। আমি আজ বৌকে এঘরে ঢুক্‌তেই দেব না।"

গোকুল উঠিতেছিল, আবার শুইয়া পড়িল। অন্নদা ভাবিল "যা হোক মানুষ! সত্যি, বোয়েরই বা দোষ কি।"

দরজার দিকে চাহিতেই অন্নদা দেখিতে পাইল, পার্ব্বতী দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া টিপি টিপি হাসিতেছে। অন্নদা মাথাটা নীচু করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অন্নদা যথার্থই বলিয়াছিল, "পার্ব্বতী হিন্দুর ঘরের মেয়ে।" পার্ব্বতীও যে তাহা জানিত না এমন নয়। সে প্রাণহীনাও ছিল না; তাহার হৃদয় ছিল, হৃদয়ে ভক্তি ছিল, ভালবাসা ছিল, স্নেহ, মমতা, কোমলতা সবই ছিল। কিন্তু প্রতপ্ত মরুভূমিতে পতিত বারিবিন্দু যেমন অধিকক্ষণ আপনার সরসতা বজায় রাখিতে পারে না, অবস্থান্তরে পতিত পার্ব্বতীর হৃদয়বৃত্তিগুলাও সেই রূপ প্রকাশ পাইয়াও স্থায়ী হইতে পারিতেছিল না। একে সে তাহার প্রকৃতিগত সংস্কারের বিপরীত অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তাহার যে রূপ রাজমুকুটে স্থান পাইবার উপযুক্ত মনে করিয়াছিল, তাহা দরিদ্রের গৃহে ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর যাহাকে লইয়া সে পূর্ব্ব সংস্কার ভুলিয়া নূতন জীবন গঠন করিবে, তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পার্ব্বতী ভক্তি করিবে, ভাল বাসিবে কাহাকে? যে তাহার সেবা চায় না, আদর চায় না, ভালবাসা চায় না, তাহাকে ভালবাসিতে সেবা করিতে যাইবে? ভালবাসা দেখাইতে গিয়া, সেবা করিতে গিয়া উপেক্ষার তীব্র কষাঘাত লাভ করিবে? যে দেবতা তাহার পূজার প্রার্থী নয়, তাহার পূজা করিয়া সে কি আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে? তাহার ভক্তিপ্রদত্ত উপহার দেবতার পদতলে

পিষ্ট হইয়া তাহার অন্তরের বাথাকে কি আরও বাড়াইয়া তুলিবে না?

পার্ব্বতী জানিত না, পূজারীর পূজাই লক্ষ্য, তাহাতেই তাহার সুখ। দেবতার প্রসন্নতা অপ্রসন্নতায় তাহার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

এতটা না জানিলেও পার্ব্বতী নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে স্বামীর উপর যেটুকু শ্রদ্ধাযত্ন দেখাইতে যাইত, স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া দেখিয়া ক্রমে তাহার সে প্রবৃত্তিটুকুও লোপ পাইবার উপক্রম হইল। ইহাতে যে সে সুখী হইল তাহা নহে, তাহার বিষম অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। যাহার যাহা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সে প্রবৃত্তিতে বাধা পাইলে কাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত না হয়? তাহার সে অন্তর্দাহ ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইল; হৃদয় ক্রমে কঠোর হইয়া আসিতে লাগিল।

ছোট বোয়ের সঙ্গে পার্ব্বতীর তেমন মনোমালিন্য ছিল না। পার্ব্বতী একটু লিখিতে পড়িতেও জানিত। প্রায় প্রত্যহই আহারাদির পর সে ছোটবোয়ের কাছে বসিয়া বই পড়িত। যে দিন রামায়ণ মহাভারত পড়া হইত, সে দিন অন্নদাও আসিয়া তাহাদের কাছে বসিত। কিন্তু যেদিন নাটক নভেল পড়া হইত, সেদিন অন্নদা বোসেদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইত। অমূল্যর অনেক নাটক নভেল সংগ্রহ করা ছিল। পার্ব্বতী তাহা পড়িয়া ছোটবৌকে শুনাইত।

সে দিন শনিবারে একখানা উপন্যাস পড়া হইতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উপন্যাসের গল্পটা যখন বেশ জমিয়া আসিয়াছিল, তখন সহসা ছোট বৌ বাহিরে রোদের দিকে চাহিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িল। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "যাও কোথায়?"

ছোট বৌ বলিল, "আজ থাক্ ভাই, বেলা গেছে।"

পার্ব্বতী বলিল, "এখনো ঢের বেলা আছে। আর খানিকটা শোন।"

ছোট বৌ বলিল, "না ভাই, আজ শনিবার, বাড়ী আস্‌বে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "আঃ গো, এলেই বা বাড়ী?"

ছোটবৌ যেন একটু শঙ্কিতস্বরে বলিল, "সকাল সকাল কাজ কর্ম্ম সেরে রাখি ভাই, জান তো তাকে। সে কি বড়-ঠাকুরের মত? তাল থেকে তিলটী খস্‌বার যো নাই।"

পার্ব্বতী রাগিয়া বলিল, "চুলোয় যা, তবে আমি আপনিই পড়ি।"

ছোট বৌ চলিয়া গেল; পার্ব্বতী নিজে মনে মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার আর পড়িতে ভাল লাগিল না। একটু পড়িয়াই বইখানা মুড়িয়া ফেলিল। তারপর বইখানা হাতে করিয়া জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ছোটবোয়ের 'বড়ঠাকুরের মত' কথাটা তাহার মনের ভিতর যেন কাঁটা বিঁধিতেছিল। এই কথাটীর মধ্যে যে কতখানি শ্লেষ, কতটা বিদ্রূপ আছে, তাহা সে যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মনের কাঁটাটা যেন শেলের মত হইয়া বুকে আঘাত করিতে

লাগিল। ছোট বোয়ের স্বামীও মানুষ, তাহার স্বামীও মানুষ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! একজন মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য লইয়া, ভালবাসা দিয়া ও ভালবাসা পাইয়া সুখময় জীবন যাপন করে; আর একজন মানুষের অবশ্য-ভোগ্য সুখ দুঃখে উদাসীন হইয়া, সকলের ঘৃণা ও লাঞ্ছনা লইয়া, বন্য পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতে ভালবাসে। মানুষ হইলেও কি অপদার্থ মানুষ সে, যাহাকে বাড়ীর এই ছোট বৌটাও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে ছাড়ে না। পার্ব্বতীর সমগ্র হৃদয়টা ঘৃণায় লজ্জায় ভরিয়া উঠিল! দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সে স্তব্ধশ্বাসে বসিয়া রহিল।

পার্ব্বতী স্বামীর যে দুই একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজ করিত, ক্রমে তাহাও ছাড়িয়া দিল। ছাড়িতে ইচ্ছা না থাকিলেও কেবল এই রাগদ্বেষশূন্য লোকটাকে একটু রাগাইবার জন্যই বোধ হয় ছাড়িল। কিন্তু সে স্বামীকে রাগাইতে পারিল না।

পার্ব্বতী রাত্রিতে স্বামীর জন্য পান জল ঘরে রাখিয়া আসিত; গোকুল আহারান্তে ঘরে গিয়া তাহা খাইয়া শুইয়া পড়িত। কিন্তু দিন কতক পরে গোকুল ঘরে গিয়া আর তাহা পাইল না। না পাইয়াও কোন উচ্চবাচ্য করিল না। যেদিন তৃষ্ণার জোর থাকিত, সে দিন রান্না ঘরে গিয়া জল খাইয়া আসিত।

একদিন পার্ব্বতী আহারাদির পর পান চিবাইতে চিবাইতে এক খিলি পান হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিল। গোকুল শুইয়াছিল; জিজ্ঞাসা করিল, "পান এনেছ পারু?"

পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি হাতের পানটা মুখে পূরিয়া বলিল, "পান নাই।"

গোকুল বলিল, "নাই? সন্ধ্যার সময় যে পান নিয়ে এলাম।"

ভ্রূকুটী করিয়া তীব্র শ্লেষপূর্ণ স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "এনেছ খরচ হ'য়ে গেছে। ঠাকুরপোর রাত্রে চার গণ্ডা পান না হ'লে চলে না তা জান না বুঝি? ন্যাকা!"

মৃদু হাসিয়া গোকুল বলিল, "তা বটে, ও ছোঁড়া একটু বেশী পান খায়।"

কি আশ্চর্য্য। এততেও লোকটা রাগিল না, আবার হাসিল! এ কি মানুষ? পশুতেও বোধ হয় এত উপেক্ষা সহ্য করিতে পারে না। পার্ব্বতীর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।

গোকুল বলিল, "আজ জল খেয়ে আসতে ভুলে গেছি, এক গ্লাস জল এনে দিতে পার?"

পার্ব্বতী খড়াস্ করিয়া ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পরুষ-কণ্ঠে বলিল, "উঠে গিয়ে খেয়ে এলেই তো পার। আমি আর যেতে পারব না।"

পার্ব্বতী দাঁতে দাঁত চাপিয়া বিছানার এক পাশে গিয়া শুইয়া পড়িল। গোকুল পাখার বাতাস দিয়া আলোটা নিবাইয়া দিল।

খানিক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে পার্ব্বতী দেখিল, ঘামে তাহার গায়ের কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, স্বামী মাথার কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। পার্ব্বতী খড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। গোকুল বলিল, "উঠলে কেন পারু?"

তীব্র কণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "কে তোমাকে বাতাস করতে বলেছে ?"

স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে গোকুল বলিল, "পাগল আর কি ! বলবে আবার কে ? ঘামে যে তুমি নেয়ে উঠেছ। বড় গরম, শুয়ে পড়, আমি বাতাস করছি।

পার্ব্বতী স্বামীর হাত হইতে পাখাখানা কাড়িয়া লইয়া মেঝেয় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল। পাশে গোকুল গালের উপর হাত রাখিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

সহসা চাপা কান্নার শব্দ পাইয়া গোকুল ধীরে ধীরে ডাকিল "পারু !"

পার্ব্বতী নিরুত্তর। গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাঁদছ পারু ?"

পার্ব্বতী মুখটাকে বিছানায় গুঁজিয়া জোর গলায় উত্তর দিল, "নাঃ।"

গোকুল তাহার কপালে হাত দিয়া শান্ত কোমলস্বরে বলিল, "কি হ'য়েছে পারু ?"

পার্ব্বতী তাহার হাতটা সবলে ঠেলিয়া দিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "দেখ, এমন যদি জ্বালাতন কর, তা হ'লে আমি মেঝেয় আলাদা বিছানা ক'রে শোব।"

গোকুল কুণ্ঠিতভাবে হাত সরাইয়া লইয়া এক পাশে শুইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য প্রণয়ের কিছুমাত্র অস্তিত্ব না থাকিলেও পিসীমা কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভালবাসার এমন আতিশয্য দেখিতে পাইতেন, যাহা গৃহিণীমাত্রেরই চক্ষুশূল। এই ভালবাসার আতিশয্য যে একদিন সংসারে বিষম অশান্তি আনয়ন করিবে, এবং তাঁহার সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া দিবে, এরূপ আশঙ্কাও ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তিনি পাড়ার প্রবীণাদের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মাগো মা, ঢের ঢের স্ত্রী পুরুষ দেখেছি, কিন্তু এমনটী আর দেখি নাই! হোক্ না মা, আমরাও তো এক সময়ে সোয়ামী নিয়ে ঘর ঘরকন্না করেছি, কিন্তু এমন বাড়াবাড়ি তো আমার সাত পুরুষে দেখে নি।"

শ্রোত্রীও আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হায় মা, আমাদের সে এক কালই গেছে। দিনে তো চুলোয় যাক্, রাত্তিরেও সোয়ামী কখন মুখটি দেখতে পায় নি। যদি কখনও মাথার কাপড় একটু আল্‌গা হ'য়ে পড়তো, তা হ'লে লাঞ্ছনার সীমা থাকতো না। এখনকার কালে সব বেহায়া মা, সব বেহায়া। ছুঁড়িগুলোও যেমন, ছোঁড়াগুলোও তেমনি হয়েছে। আমিও বৌ বেটা নিয়ে ঐ জ্বালায় জ্বলে মরছি, মা।"

পিসীমা বলিলেন, "তা মা একালে সকলেই যে এমন বেহায়া

তা তো নয়। ঐ তো ছোট বৌটাও রয়েছে, কিন্তু সে তো এমন নয়। এ গুণ ক'রেছে মা, গুণ ক'রেছে। ওষুধ খাইয়ে ভেড়া বানিয়েছে। উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে।"

শ্রোত্রী বলিলেন, "যে ষোল বছরের ধেড়ে মেয়ে ঘরে এনেছ? তখনই তো তোমাকে বলেছিলাম, বামুন পিসী, অমন ধেড়ে মেয়ে ঘরে এনো না। তুমি তো তা শুনলে না।"

পিসীমা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আর মা, আমি শুনে করবো কি, ও হতভাগা কি কথা শুনলে? মেয়ের রূপ দেখে একেবারে গলে গেল।"

শ্রোত্রী বলিলেন, "এখন ঘর না ভাঙ্গে দেখো।"

পিসীমা কপালে হাত চাপড়াইয়া বলিলেন, "পোড়া-কপাল আমার; ভাঙ্গবে কি, ভেঙ্গে ব'সে আছে। সারা রাত গুজ্ গুজ্ ফুস্থর ফাস্থর। কে এত খবর রাখে মা? সেদিন ভারী রাত্তিরে ঘুমটা ভেঙ্গে যেতে বাইরে গেলাম। ওমা, গিয়ে দেখি, তখনও দুটোতে ঘুমোয় নি, ফুস্থর ফাস্থর চ'লেছে। আড়ি পেতে কারো কথা শোনা কখনো অভ্যাস নাই মা, তবু সেদিন কেমন মনে হ'লো, দেখি দু'জনে কি যুক্তি আঁটছে। পা টিপে টিপে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াইলাম। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি, গিন্নী রাগ ক'রে পায়ের দিকে শুয়ে চোখে আমানী ঢালছেন, আর কর্ত্তা—বললে না পেত্যয় যাবে মা, গিন্নীর পায়ের কাছে ব'সে এই খোসামুদী আর কি।"

শ্রোত্রী। রাগটা হ'লো কেন ?

পিসীমা নাসা কুঞ্চিত করিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "যম জানে মা, তবে ভাবে বোধ হ'লো, গিন্নী পৃথক্ হবার জন্য ধরেছেন, কিন্তু গোকলো তো সে রীতের নয়, হয় তো স্বীকার করে নি, এই আর গিন্নী আছে কোথায়, রাগে গর গর।"

শ্রোত্রী। তার পর ?

পিসী। তার পর আর কি, সাধ্যসাধনা কিছুতেই গিন্নীর রাগ আর ভাঙ্গলো না, ছোঁড়া আস্তে আস্তে এসে শুয়ে পড়লো। আমি আর দাঁড়াতে পাল্লাম না মা, বুক গুর গুর করতে লাগলো, পা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে থাকলো, পা টিপে টিপে নিজের ঘরে পালিয়ে এলাম। কত মেয়ে আড়ি পেতে শোনে, আমি কিন্তু মোটেই তা পারি না মা।"

শ্রোত্রী বলিলেন, "আমারও ঐ রোগ মা, আমিও পারি না। একটু দাঁড়িয়ে শুনলেই ভয়ে সারা হ'য়ে যাই, পালিয়ে আসতে পথ পাই না। কত দিন গিয়ে বোয়ের মাথার শিয়রে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু পাঁচটা কথা কাণে না আসতেই ভয়ে ভয়ে পালিয়ে এসেছি। জানি না মা, মাগীরা কি ক'রে আড়ি পাতে।"

বধূর সম্বন্ধে উক্তরূপ ধারণা লইয়া পিসীমা যখন সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিতচিত্তে দিন কাটাইতেছিলেন, তখন গোকুল মাসকাবারে টাকা আনিয়া পিসীমার হাতে দিল, এবং পিসীমা তাহা গণ্ডা

গণ্ডা করিয়া গণিয়া বাক্সে তুলিতে গেলে গোকুল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "পিসীমা, আমাকে একটা টাকা দাও।"

পিসীমা আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বলিলেন, "তোকে টাকা দেব? কেন?"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গোকুল বলিল, "ওকে ওকে দিতে হবে।"

"কা'কে? বড় বৌমাকে?"

"হাঁ।"

পিসীমা কিয়ৎক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে গোকুলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তার পর সব টাকা আনিয়া গোকুলের সম্মুখে ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। গোকুল বিস্মিত ভাবে পিসীমার দিকে চাহিল।

টাকা ফেলিয়া পিসীমাকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া গোকুল বলিল, "সব দিলে যে পিসী মা?"

পিসীমা অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "সব দেব না তো কি করব বল। আজ মিষ্টিমুখে না দিই, কাল অপমান হ'য়ে ঝাঁটা খেয়ে দিতে হবে। কাজ কি বাবু আমার সে লাঞ্ছনায়, আগে থাকতে মানে মানে ফেলে দিচ্চি।"

গোকুল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিসীমা মুখ ফিরাইয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "আমি সব বুঝি রে গোকুল, আমি সব বুঝি। আর চোখকে আঁখি ঠার কেন? তুই আজ বলবি কি, যে দিন তুই ঐ ছোট লোকের ঘরের মেয়েকে এনেছিস,

সেই দিনেই বুঝেছি, আমার সোণার সংসারে আগুন লেগেছে।"

নত মস্তকে গোকুল বলিল, "রাগ কর কেন পিসীমা, এমাসে তো তিন টাকা বেশী এনেছি। একটা টাকা দিলে কি চলতো না?"

পিসীমা রাগিয়া উত্তর করিলেন, "চলে না চলে সে তোমরা বুঝবে, তোমাদের নতুন গিন্নীরা বুঝবে। আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, আমার আর এখন এত বোঝাবুঝির দরকার কি।"

পিসীমা প্রস্থানোদ্যত হইলেন। গোকুল বলিল, "তবে থাক্ পিসীমা, সব টাকা তুমি নাও।"

পিসীমা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "কক্‌খনো না! তোর টাকায় যদি আমি হাত দিই, তবে ও গোরক্ত, ব্রহ্মরক্ত।"

গোকুল টাকাগুলা তুলিয়া লইল এবং পিসীমার কাছে গিয়া তাঁহার হাতে টাকাগুলা গুঁজিয়া দিতে গেল। পিসীমা সেগুলা ছুড়িয়া ফেলিলেন। টাকাগুলা ঝন্ ঝন্ শব্দে উঠানময় ছড়াইয়া পড়িল। পিসীমা ক্রোধপ্রদীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "দেখ গোকুল, তুই যদি আমাকে টাকা দিতে আসিস্, তবে তোকে আমার দিব্যি, আমারই রক্তে তুই পা ধুবি।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে পিসীমা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। গোকুল উঠানে নামিয়া একটী একটী করিয়া টাকা

গুলি কুড়াইয়া লইল, এবং তাহা লইয়া ধীরে ধীরে আপনার ঘরে ঢুকিল।

ঘরে পার্ব্বতী ছিল। কিন্তু গোকুল তাহার হাতে এ টাকা দিতে সাহসী হইল না। তাহার নিজের বাক্স পেঁটরাও ছিল না। সে টাকাগুলি মাথার বালিসের নীচে রাখিয়া অবসন্ন ভাবে বিছানার উপর বসিয়া পড়িল।

পিসীমা রন্ধনশালার দরজায় বসিয়া প্রথমতঃ আপনার দগ্ধ অদৃষ্টকে বিস্তর ধিক্কার দিলেন; তারপর এই গৃহবিচ্ছেদের মূলীভূত পার্ব্বতীকে লক্ষ্য করিয়া এমন সব কটূবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, তাহা পার্ব্বতীর অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না, একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াই নীরবে গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পিসীমা কিন্তু নিরস্ত হইলেন না; তিনি পার্ব্বতীকে ছাড়িয়া তাহার পিতা মাতার উদ্দেশে অভিসম্পাত প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; শেষে যখন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এমন ভাইখাকীকে ঘরে এনেছিলাম যে, দশটা দিনও ভায়ে ভায়ে মিল দেখতে পারলে না।" তখন পার্ব্বতীর আর সহ্য হইল না; সে বাহিরে আসিয়া রোষগম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "দেখ পিসীমা, আমাকে যা ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু বারণ ক'রে দিচ্চি, আমার বাপ ভাই তুলে কথা কয়ো না, তা হ'লে ভাল হবে না বলছি।"

পিসীমার ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। তিনি আরও দ্বিগুণ উৎসাহে পার্ব্বতীর পিতা ও ভ্রাতার উদ্দেশে বিস্তর কটু

বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীও তাহার উত্তর দিতে ছাড়িল না। পিসীমা চীৎকারে গলা ফাটাইয়া শেষে দরজার চৌকাটের উপর মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। গোকুল ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বাটীর বাহিরে চলিয়া গেল।

ঝগড়ার সময় অন্নদা উপস্থিত ছিল না, বোসেদের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। বাড়ীতে ফিরিয়া সে সকল কথা শুনিল। শুনিয়া পার্ব্বতীর ঘরে গিয়া ডাকিল, "হাঁ বৌ!"

পার্ব্বতী উত্তর দিল, "কেন ঠাকুর ঝি ?"

অন্নদা জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি তুমি পৃথক্ হবে ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "যদিই হই।"

অন্নদা বলিল, "হ'লে তেমন দোষ নাই, আর হওয়াই উচিত। কিন্তু বৌ!"

পার্ব্বতী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "ভয় নাই ঠাকুর ঝি, পিসীমার মুখে শোনবার আগে একথা একবারও আমার মনে উঠে নাই।"

অন্নদা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই তো বলি, আমার এমন বৌ, সে কি কখনও এত ছোটলোক হ'তে পারে।"

পার্ব্বতী হাসিতে হাসিতে বলিল, "আর এমন ঠাকুর ঝি কাছে থাকতে কি আমি পৃথক্ হ'তে পারি ?

পার্ব্বতী দুই হাত দিয়া অন্নদাকে জড়াইয়া ধরিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"দাদা !"

"কেন রে অমূল্য ?"

"বড় বৌ নাকি পিসীমাকে যা ইচ্ছে তাই বলেছে ?"

সহাস্যে গোকুল বলিল. "তা বলেছে বটে।"

অমূল্য রাগে চীৎকার করিয়া বলিল, "বলেছে বটে ! কেন বল্‌বে ? পিসীমা কি তাঁর বাবার কিছু খান, না পরেন ?"

গোকুল বলিল, "ছি ভাই, এসব কথা বলতে আছে ?"

অমূল্য চোখ মুখ ঘুরাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "তোমার বলতে নাই, কিন্তু আমার আছে। তুমি কি হ'লে দাদা ?"

গোকুল। কি হলাম ?

অমূল্য। বড় বোয়ের পোষা ভেড়া। বড় বৌ তোমাকে একেবারে আস্ত ভেড়া বানিয়েছে।"

গোকুলের বক্ষের স্পন্দন যেন সহসা থামিয়া গেল। সে কোন উত্তর করিল না, শুধু স্থির দৃষ্টিতে কনিষ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অমূল্য তীব্রকণ্ঠকে আরও তীব্র করিয়া বলিল, "দ্বিতীয় পক্ষে অনেকেই বিয়ে করে দাদা, কিন্তু তোমার মত স্ত্রীর ভেড়া কেউ হয় না।"

গোকুলের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। পিসীমা যাহা বলে বলুক, কিন্তু অমূল্য যে মুখের উপর তাহাকে এমন কথা

বলিতে পারে ইহা তাহার ধারণাতেই ছিল না। ধারণার অতীত কথা শুনিয়া গোকুলের আজীবন সযত্ন-রক্ষিত ধৈর্য্যের বাঁধ সহসা যেন ভাঙ্গিয়া গেল। সে বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকিল, "অমূল্য !"

সে স্বর শুনিয়া বাড়ীর সকলেই যেন চমকিয়া উঠিল। গোকুলের কণ্ঠ হইতে এমন স্বর বাহির হইতে আর কেহ কখন শুনে নাই। অমূল্য কিন্তু তাহাতে একটুও বিচলিত হইল না; সে সমান উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "চোখ রাঙ্গাচ্ছ কি দাদা, চুরি চামারি ক'রে দশ টাকা রোজগার কর ব'লে তোমার যে অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না তা বুঝেছি। কিন্তু উপায় শুধু তুমি একা কর না, আমিও উপায় করতে জানি! আর না জানলেও যে তোমার লাথি ঝাঁটা, বড় বোয়ের মুখ নাড়া খেয়ে থাকব তা মনেও ক'রো না। অমূল্যচরণ সে পাত্রই নয়।"

গোকুল স্থিরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করবি?"

অমূল্য চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি করবো কি আবার? পৃথক্ হবার জন্য তোমরা দু'জনে উঠে প'ড়ে লেগেছ, বেশ পৃথক্ হও!"

অন্নদা অগ্রসর হইয়া বলিল, "হাঁরে অমূল্য, তুইও কি মেয়ে মানুষ হ'লি?"

অমূল্য ক্রোধরক্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চহিয়া বলিল, "দেখ দিদি, তুমি এসব কথায় থেকো না। থাকলে ভাল হবে না বলছি।"

অন্নদা রাগিয়া বলিল, "মন্দটা কি হবে শুনি।"

চীৎকার করিয়া অমূল্য বলিল, "ঝাঁটা মেরে বাড়ীর বার ক'রে দেব।"

গোকুল বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। অমূল্যকে লক্ষ্য করিয়া স্থির গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে কবে পৃথক্ হ'বি?"

অমূল্য বলিল, "আজই, এখনই,—এই মুহূর্ত্তে।"

"বেশ, তাই হোক্" বলিয়া গোকুল প্রস্থানোদ্যত হইল। অন্নদা ডাকিল, "দাদা!"

গোকুল ফিরিয়া দাঁড়াইল। অন্নদা বলিল, "তুমিও কি পাগল হ'লে, দাদা?"

ক্রোধকম্পিত স্বরে গোকুল বলিল, "দেখ অনি, তোর অদৃষ্টে নেহাৎ ঝাঁটা আছে দেখছি।"

অন্নদা মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গোকুল দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

পার্ব্বতী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি পৃথক্ হবে?"

গোকুল উত্তর দিল, "হাঁ!"

পা। কেন?

গো। আমার ইচ্ছা।

পা। এ ইচ্ছাটা তোমায় ছাড়তে হবে।

গো। কেন তা শুনি।

পা। লোকে আমাকেই দোষ দেবে. বলবে, বৌটা এসেই সংসার ভাঙ্গলে।

গো। আমি সকলকে বুঝিয়ে দেব, তোমার কোন দোষ নাই।

পা। তাতে আমার সুনামটা আরও বাড়বে। একেই ঠাকুরপো তোমায় কি বললে শুনলে তো?

ভ্রুকুটী করিয়া গোকুল বলিল, "শুনেছি. আমি তোমার পোষা ভেড়া।"

পার্ব্বতী বলিল, "পৃথক্ হ'লে লোকে আরও কিছু বেশী বল্‌বে।"

গো। লোকের কথায় কিছু আসে যায় না।

পা। তোমার আসে যায় না বটে, কিন্তু আমি লোক-নিন্দাকে ভয় করি।

গো। ভয় ক'রেই বা কি করবে?

পা। আমি পৃথক্ হ'তে পারব না।

গো। তুমি না পার, আমাকে পৃথক হ'তেই হবে।

পা। হঠাৎ তোমার এত জেদ কেন?

"কেন?" স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া গোকুল ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "কেন? কেন তা তুমি কি বুঝবে, পারু? যাকে হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছি, সে আমাকে চোর অপবাদ দেয়, সে আমাকে বলে—"

গোকুলের চক্ষু দুইটা ভারী হইয়া আসিল; সে তাড়াতাড়ি

মুখ ফিরাইয়া লইল। ঈষৎ হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তোমার এ লাঞ্ছনা গঞ্জনা তো নূতন নয়।"

গম্ভীরস্বরে গোকুল বলিল, "কেউ কখন আমাকে চোর অপবাদ দেয় নি।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পার্ব্বতী বলিল, "অনেক দিন এসেছি, একবার বাপের বাড়ী যাব।"

মুখ না ফিরাইয়াই গোকুল বলিল, "কবে যাবে?"

পার্ব্বতী বলিল, "যত শীঘ্র হয়: কালই।"

গোকুল বলিল, "উত্তম, কাল সকালে পাল্কী বেহারা ডেকে দেব।"

স্বামী স্ত্রীতে আর কোন কথা হইল না।

সেই সময়ে অন্য ঘরে পিসীমার সঙ্গে অমূল্যর বাদানুবাদ হইতেছিল। পিসীমা বলিতেছিলেন, "তুই জানিস্ না অমু, ও মৌ-টুস্কী বৌটী কম নয়, হারামজাদার হাড়।"

অমূল্য বলিল, "শুধু ওকেই দোষ দাও কেন পিসীমা, তোমরাই বা কোন্ কম? একজন সহ্য করলে তো আর এত খানি হ'তো না।"

পিসীমা রাগিয়া বলিলেন, "সহ্য করতে হয় তোরা করবি, আমি কেন সইতে যাব রে? রূপসী বৌ এসেছে, তোর ভাই দু'বেলা তার চন্নামেত্ত খাচ্চে, তুইও খা। আমার কি এত গরজ।"

অমূল্যও রাগিয়া বলিল, "গরজ কারো নয়, কিন্তু ভরসা তো পঁচিশটী টাকা। ডান হাত চলবে কিসে?"

পিসীমা বলিলেন, "কিসে চল্‌বে, তা তুই জানিস্। না চলে গিয়ে বড় গিন্নীর পায়ে পড়, নাকে খত দিয়ে মাফ চা, চলাচলির জন্য ভাবতে হবে না।"

অমূল্য একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, কোন উত্তর দিল না। পিসীমা একটু বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেলেন। তখন ছোট বৌ কাছে আসিয়া স্বামীকে বলিল, "যাই বল তুমি, দোষটা যত পিসীমার। উনিই তো এতখানি বাধালেন।"

অমূল্য সনিশ্বাসে বলিল, "দোষ কারো নাই, দোষ সব আমার।"

অমূল্য যে বাস্তবিকই পৃথক্ হইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল তাহা নহে। দাদার রোজগারে সংসার চলিতেছে বলিয়াই সে দিব্য বাবুয়ানা করিয়া গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়াইতে পারিতেছে। সেই দাদার সঙ্গে পৃথক্ হইয়া সংসারের ভার ঘাড়ে লওয়া যে বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে ইহা সে ভালই বুঝিত। পিসীমার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া সে শুধু দাদাকে উপলক্ষ্য করিয়া বড়বৌকে পাঁচ কথা শুনাইয়া দিতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরিণাম বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। রাগের মাথায় সে বড়বোয়ের পরিবর্ত্তে দাদাকেই এমন সব কথা শুনাইল যে, তাহাতে তাহার চিরসহিষ্ণু দাদাও বিচলিত হইয়া পড়িল। দাদার অটল ধৈর্য্যেরও বিচ্যুতি আছে ইহা জানিলে অমূল্য কখনই পিসীমার কথায় কাণ দিত না।

কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর উপায় কি। উপায়

ছিল, পায়ে হাতে ধরিয়া দাদাকে শান্ত করা। অমূল্য কিন্তু এতটা অপমান স্বীকার করিতে পারিল না। ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তথাপি সে দাদার পায়ে ধরিতে গিয়া বড় বোয়ের কাছে আপনার হীনতা প্রকাশ করিতে পারিবে না। তাহার কি এতটুকু আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই ?

সারা রাত্রির মধ্যে অমূল্য ঘুমাইতে পারিল না, পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। পনরো বিঘা জমি আছে, ভাগ হইলে অর্দ্ধেক দাদার অর্দ্ধেক তাহার নিজের ভাগে পড়িবে। কিন্তু এই পনরো বিঘাই যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহার ধান খড় আর চাকরীর পঁচিশ টাকা, সংসার বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু দাদা ছাড়িবে কেন ? স্বেচ্ছায় না ছাড়িলেও তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাহাতে জমিগুলা হাত করিতে পারা যায়, অমূল্য তাহারই উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কোন সহজ উপায়ই তাহার মাথায় আসিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল, সকালে উঠেই একবার গুপী সরকারের কাছে যেতে হবে। ভাবিতে ভাবিতে শেষ রাত্রিতে অমূল্য ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অমূল্য স্বপ্নে দেখিল, যেন সে দাদার সহিত পৃথক্ হইয়াছে, জমিজমা সব দাদা লইয়াছে ; অমূল্যর চাকরিটী গিয়াছে। তাহার দিনটি পর্য্যন্ত চলে না, উপবাস দিয়া দিন কাটাইতে হইতেছে। মেয়েটা ক্ষুধায় হা হা করিতেছে, ছোট বৌ তিন দিনের অনাহারে মরার মত পড়িয়া

আছে, পিসীমা তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন, গালাগালি দিতেছেন। অমূল্য উদ্ভ্রান্ত চিত্তে ছুটিয়া গিয়া দাদার পা জড়াইয়া ধরিল, কাঁদিতে কাঁদিতে দাদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। বড় বৌ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অমূল্য ভয়ে বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, একি, সে কাহার পায়ে ধরিতেছে? এ তো দাদা নয়, এ যে বড় বৌ। ঘৃণায় লজ্জায় অমূল্য গলায় দড়ি দিয়া মরিবার জন্য ছুটিল। পশ্চাৎ হইতে পিসীমা চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "অমূল্য, ওরে অমূল্য!"

অমূল্যর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘর্ম্মাক্ত দেহে ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, তাহার বুকটা গুর গুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পিসীমা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিলেন, "ঢঙ্গ দেখ্‌সে রে অমূল্য, বড় গিন্নী যে বাপের বাড়ী চললেন।"

অমূল্য কোন উত্তর করিল না; সে দুই হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

গোপীনাথ সরকার গ্রামের মধ্যে এক জন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি যে দান ধ্যান ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, পরোপকার-প্রবৃত্তি দ্বারাই তিনি সাধারণের নিকট সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়াছিলেন। লোকের আপদে বিপদে সাহায্য করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। লোকে যখন পরস্পর বিবাদ করিয়া, কি উপায়ে বিবাদে জয়লাভ করিবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া চিন্তার অকূল সমুদ্রে কূল দেখিতে পাইত না, তখন সরকার মহাশয় আসিয়া তাহাদিগকে মোকদ্দমাপরূপ কূল দেখাইয়া দিতেন, এবং স্বয়ং প্রাণপণে তাহার তদ্বির করিয়া পরোপকার-প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। সুদক্ষ সাক্ষীর অভাবে যখন কাহারও মোকদ্দমা নষ্ট হইবার উপক্রম হইত, তখন তিনি আদালাতের সাক্ষ্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া মিথ্যা কথাকে প্রত্যক্ষীভূত সত্য বলিয়া প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এজন্য লোকে কিছু বলিতে গেলে সরকার মহাশয় বলিতেন, "কি করি বাবু, লোকের কান্না আমি সহ্য ক'রতে পারি না।"

ইহা ছাড়া সরকার মহাশয়ের কাছে ১২৬০ সাল হইতে ১৩০৫ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক সালের ষ্ট্যাম্প কাগজ ছিল, নবাবী আমলের ও কোম্পানীর আমলের শীল মোহর ছিল, অপরের

স্বাক্ষরের অনুকরণ করিবার সাজসরঞ্জাম ছিল, ছোট আদালত ও জেলা কোর্টের বিস্তর নথীপত্র সংগৃহীত ছিল। সরকার মহাশয় সুবিধামত পরোপকারার্থে এই সকলের প্রয়োগ করিতেন। এই পরোপকার ব্রতের ফলে তাঁহাকে জীবিকার জন্য অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত না।

তাই বলিয়া সরকার মহাশয় যে কেবল ঐহিক কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন তাহা নহে, দিবা রাত্রির মধ্যে কতকটা সময় তিনি পারলৌকিক কার্য্যে ঈশ্বর আরাধনায় ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার গলায় তুলসী কাঠের (দুষ্ট লোকে বলিত গেঁড়ো কাঠের) ত্রিকণ্ঠী মালা ছিল, মস্তকে দীর্ঘ শিখা ছিল। নাসাগ্রে সর্ব্বদাই গোপীচন্দনের তিলক বিরাজ করিত। সকালে সন্ধ্যায় সরকার মহাশয় অষ্টোত্তর সহস্র হরিনাম করিতেন। মোকদ্দমার তদ্বির করিতে গিয়াও নদীতে স্নান করিতে নামিয়া পূর্ণ এক ঘণ্টা কাল জপ আহ্নিকে কাটাইতেন। বাদী বা প্রতিবাদী একটু সত্বর আহ্নিক সারিবার জন্য তাড়া দিলে তিনি উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "বাপু, তোমরা আমাকে পরকালের কাজটাও করতে দেবে না? এখানে আমি তোমাদের মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে এসেছি বটে, কিন্তু সেখানকার আদালতে কি তোমরা আমার পক্ষে সাক্ষী দিতে যাবে?" সেই সর্ব্বোচ্চ আদালতে মহাবিচারকের নিকট জবাব দিবার জন্য সরকার মহাশয় দিনে রাত্রে অন্ততঃ দুই শত বার শ্রীহরিকে আপনার কৃত কর্ম্মের সাক্ষী হইবার জন্য আহ্বান না করিয়া ছাড়িতেন না। সরকার মহাশয়

প্রায়ই বলিতেন, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

সংসারে বিধবা মেয়ে নৃত্যকালী ছাড়া আর কোন আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেহ ছিল না। শুধু একটি গাভী আর একটি চন্দনা পাখী ছাড়া আর কোন পোষ্য ছিল না। বয়স পঞ্চাশ পার হওয়ায় দেহখানিকে সুদৃঢ় রাখিবার অভিপ্রায়ে সরকার মহাশয় অল্পমাত্রায় অহিফেন সেবন করিতেন। গাভীটী গব্যরস প্রদান দ্বারা অহিফেনের মৌতাত রক্ষা করিত; পাখীটি তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ বুলি শুনাইত। আর নৃত্যকালী তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইত, গরুর সেবা করিত, পাখীকে ছোলা খাওয়াইত, আর অবসর মত ধোপদস্ত থান কাপড় পরিয়া, মাথায় খোঁপা বাঁধিয়া, ঠোঁটের আগায় হাসি লইয়া পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। শুধু ঘুরিয়া বেড়াইত না, ঘোষেদের বোয়ের দোষ গুণ বোসেদের বাড়ীতে এবং বোসেদের বোয়ের দোষ গুণ চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীতে সমালোচনা করিয়া আপনার সমালোচনা শক্তির পরিচয় দিত।

নৃত্যকালী ষোল বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। এখন তাহার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। যৌবনের শেষ প্রান্তে পদার্পণ করিলেও কিন্তু নৃত্যকালীর যৌবন-নদীতে এখনও ভাটার টান একটুও পড়ে নাই। সে পেড়ে কাপড় অনেক দিন ছড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বেশ মিহি ধোপদস্ত থান পরিত; সিঁথায় সিঁদুর দিত না, কিন্তু পেটি পাড়িয়া প্রত্যহ চুল বাঁধিত; কপালে টিপ

পরিত না, কিন্তু নাসাগ্রে বেশ সূক্ষ্ম একটি রসকলি কাটিত ; মাছ খাইত না, কিন্তু তাম্বুলরসে অধর রঞ্জিত করিয়া রাখিত। একাদশীতে উপবাস করিত, কিন্তু নির্জ্জলা নহে, ফল মূল বা গুড় মুড়ি খাইত। পর পুরুষের সহিত হাসিয়া কথা কহিত না, কিন্তু কথা কহিবার সময় চোখের তারার মধ্যে যেন একটু বিদ্যুৎ খেলিত। তাহার চরিত্রের উপর এ পর্য্যন্ত কেহ দোষারোপ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু লোকে যেন তাহাকে কেমন একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিত।

কন্যার সম্বন্ধে কেহ কোন সন্দেহের আভাস প্রকাশ করিলে সরকার মহাশয় জোরে মাথা নাড়িয়া বলিতেন, "না না, আমার নেত্য তেমন মেয়ে নয়। সে হরিনাম না ক'রে জলগ্রহণ করে না।" নৃত্যকালী পিতার নিকট হরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

"সরকার মশায় বাড়ীতে আছেন? সরকার মশায়!"

সরকার মহাশয় তখন বাড়ীতে ছিলেন না। নৃত্যকালী ঘরের দাবায় দাঁড়াইয়া পাখীটাকে আদর করিতেছিল। সে বাঁ হাতে দাঁড় ধরিয়া ডান হাতটা আস্তে আস্তে পাখীর মাথায় বুলাইতেছিল। পাখীটা ঘাড়টি ঈষৎ হেলাইয়া, তাহার রাঙ্গা ঠোঁটের উপর নিজের রক্তিম ঠোঁটটি রাখিয়া কি এক অপূর্ব্ব সুখের আবেশে চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিয়াছিল। এমন সময় বাহির হইতে অমূল্য চরণ ডাকিল, "সরকার মশায় বাড়ীতে আছেন? সরকার মশায়!"

চমকিত হইয়া নৃত্যকালী উত্তর দিল, "কে গা?"

পাখীটা ডাকিয়া উঠিল, ক্যা ক্যা।

উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই অমূল্যচরণ বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াছিল। নৃত্যকালীর অঙ্গবস্ত্র অনেকটা স্থানচ্যুত হইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি তাহা সামলাইয়া লইল। অমূল্য উঠানের মাঝখানে আসিয়াই থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলিল, "সরকার মশায় কি বাড়ীতে নাই?"

নৃত্যকালী পাখীর দাঁড়টা ছাড়িয়া দিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না, তিনি হুগলী গেছেন।"

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরবেন কখন্?"

নৃত্যকালী বলিল, "ফিরতে বোধ হয় সন্ধ্যা হবে। কেন গা?"

"একটু দরকার ছিল" বলিয়া অমূল্য মাথা চুলকাইতে লাগিল। নৃত্যকালী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি গোকুল ঠাকুরের ভাই না?"

অমূল্য নত মস্তকে উত্তর দিল, "হাঁ।"

নৃত্যকালী বলিল, "বসবেন কি? বসুন না।"

নৃত্যকালী সম্মুখের আনলা হইয়া একখানা ক্ষুদ্র কম্বলাসন লইয়া পাতিয়া দিল। অমূল্য বসিবে কি পলাইবে স্থির করিতে না পারিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু নৃত্যকালী পুনরায় যখন মৃদু হাসিয়া "বসুন না" বলিয়া বসিতে অনুরোধ করিল, তখন সে না বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে আসিয়া থপ্ করিয়া আসনের উপর বসিয়া পড়িল। নৃত্যকালী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি না কলকেতায় চাকরি করেন?"

অমূল্য মুখ নীচু করিয়াই উত্তর দিল, "হাঁ।"

নৃত্য। আজ যে তবে বাড়ীতে আছেন?

অমূ। আজ আমাদের মহরমের ছুটী।

নৃত্য। সে তো মুসলমানদের পরব। তাতে আপনাদের ছুটি কেন?

অমূ। ইংরেজের আপিসে ইংরাজ মুসলমান হিন্দু সকলের পরবেই ছুটি পাওয়া যায়।

সহাস্যে নৃত্যকালী বলিল, "বেশ তো আপিস।"

অমূল্য কোন উত্তর করিল না। নৃত্যকালী তখন সে আপিসে কত মাহিনা পায়, তাহার ছেলে মেয়ে কয়টি, স্ত্রীর বয়স কত, বড় ভাই গোকুলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী দেখিতে কেমন, তাহার স্বভাব চরিত্র কিরূপ, গোকুল বোয়ের বাধ্য কি না, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করিয়া অমূল্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অমূল্য প্রথমটা সলজ্জ ভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। ক্রমে লজ্জা ভাঙ্গিয়া আসিল। তখন সে বেশ সোজা হইয়া বসিয়া মুখ তুলিয়া সহজ কণ্ঠে নৃত্যকালীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। নৃত্যকালী তাহাদের সংসারের সব খুঁটিনটি কথা জানিয়া লইয়া বলিল, "তা হ'লে আপনি এখন আসুন, সন্ধ্যার পর এলে বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।"

অমূল্য উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে মনের ভিতর কেমন যেন একটা গোলযোগ লইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে নৃত্যকালী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "ছোকরার মতলবখানা কি? ভায়ের সঙ্গে পৃথক্ হবে; বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ভিতরে নিশ্চয়ই একটা কুমতলব আছে।"

পাখীটা দাঁড় হইতে ঝুলিয়া পড়িয়া দুলিতে দুলিতে কঠোর স্বরে ডাকিল, "ক্যাঁ ক্যাঁ।" নৃত্যকালী পাখীটার দিকে তীব্র ভ্রূকুটী নিক্ষেপ করিল।

সন্ধ্যার পর অমূল্য আসিয়া সরকার মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইল সরকার মহাশয় তখন হুগলী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বস্ত্রা

পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক হরিনামে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিনামে মন থাকিলেও কাজের কথা কহিতে কোন বাধা নাই। জপ মনের জিনিস, আর কথাবার্ত্তা মৌখিক। মন চাঙ্গা থাকিলে সকলই হয়। সুতরাং তাঁহার হাতের মালা যেমন ঘন ঘন ঘুরিতে লাগিল, অমূল্যচরণের সহিত কাজের কথার পরামর্শও তেমনই অবিরাম ভাবে চলিল। নৃত্যকালী আড়ি পাতিয়া এই গুপ্ত পরামর্শের রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পরামর্শ টা এত মৃদুস্বরে হইতেছিল যে, সে দলীল, টাকা, গোকুল, এইরূপ ছাড়া ছাড়া দুই একটা কথা ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইল না।

অমূল্য পরামর্শ শেষ করিয়া চলিয়া গেলে সরকার মহাশয় জপ সমাপন করিয়া উঠিয়া আসিলেন। নৃত্যকালী পিতাকে ভাত দিয়া পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও গোকুলঠাকুরের ভাই নয়?"

সরকার। মহাশয় উত্তর দিলেন, "হাঁ।"

নৃত্য। কেন এসেছিল বাবা?

সরকার। একটু কাজ ছিল।

নৃত্যকালী একটু রাগিয়া বলিল, "কাজ না থাকলে কি কেউ বেকার আসে? কাজটা কি?"

মৃদু হাসিয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "রাগ করিস্ কেন? এমন কিছু ভারী কাজ নয়, গোকুল পৃথক হচ্ছে কি না, তাই বিষয়টা যাতে ন্যায্য মতে ভাগ বখরা হয়, তারি জন্য আমাকে অনুরোধ করতে এসেছিল।"

নৃত্যকালী বলিল, "তা বাবা, তুমি না ভাগ বখরা ক'রে দিলে কি ন্যায্য মতে ভাগ হবে না ?"

সহাস্যে সরকার মহাশয় বলিলেন, "হ'লে কি আমার কাছে আসে ? এখন ঘোর কলিকাল। এখন কি আর লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয় আছে ? ফাঁকি দিতে পারলে কেউ ছাড়ে না। হরি হে, তুমিই সত্য !"

নৃত্যকালী বুঝিল, পিতা কথাটা গোপন করিলেন। সে যেন একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন সন্ধ্যার অল্পপূর্ব্বে নৃত্যকালী যখন সদর দরজার বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তখন গোকুল সেই পথে কাছারী হইতে ফিরিতেছিল। গোকুল তাহার সন্নিহিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে দাঁড়িয়ে যে নেত্য?"

নৃত্যকালী বলিল, "তোমার সঙ্গে দেখা ক'রব ব'লে।"

ঈষৎ হাসিয়া গোকুল বলিল, "হঠাৎ আমার এতটা সৌভাগ্য হ'ল কেন?"

নৃত্যকালী গম্ভীরভাবে বলিল, "তোমায় গোটাকতক দুর্ভাগ্যের কথা শোনাবার জন্য। একবার বাড়ীতে আসবে?"

গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা কোথায়?"

নৃত্য। ভবানীপুর গিয়েছেন।

গোকুল নত মস্তকে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। নৃত্যকালী একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই, আমি তোমাকে যাদু ক'রে ফেলব না। আর নেহাৎ যদি সে ভয় হয় তবে চ'লে যাও।"

"না, চল" বলিয়া গোকুল নৃত্যকালীর পশ্চাতে বাড়ীতে ঢুকিল, নৃত্যকালী তাহাকে বসিতে আসন দিল। গোকুল আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কথাটা কি নেত্য?"

নৃত্যকালী বলিল, "একটু ঠাণ্ডা হও না, বলছি।"

গোকুল বলিল, "আমি ঠাণ্ডাই আছি, তুমি কি বলবে বল।'

নৃত্যকালী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটা সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "বলছিলাম, আমি তোমায় ভালবাসি।"

গোকুল ভ্রূকুটী করিয়া উঠিতে গেল। নৃত্যকালী তখন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "রক্ষা কর গো ঠাকুর, রক্ষা কর, আমি তোমার মত অরসিক লোককে একটুও ভালবাসি না, বরং ঘৃণা করি, চক্ষুশূল মনে করি।"

গোকুল তীব্রকণ্ঠে বলিল, "তুমি পাপিষ্ঠা।"

নৃত্যকালী পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি পাপিষ্ঠা, আমি শয়তানী, আমি পোড়াকপালী, হতভাগী, পোড়ারমুখী। এখন ধর্ম্মঠাকুর, দয়া ক'রে আমার কথা কটা শুনে যাও।"

সহাস্যে গোকুল বলিল, "ছি নেত্য, এখনও তুমি সেই ছেলে মানুষ!"

নৃত্যকালী বলিল, "তাই আশীর্ব্বাদ কর ঠাকুর মশায়, আমি যেন চিরকাল ছেলে মানুষই থাকি, আমার যেন চুল না পাকে, দাঁত না পড়ে (আপনার দেহের দিকে লক্ষ্য করিয়া) এমন গোলগাল দেহখানির মাংস কুঁচকে কোমর ভেঙ্গে যেন ডাইনী বুড়ী না সাজতে হয়।"

গোকুল হাসিয়া বলিল, "ভাল, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরযৌবন, বুড়ী হ'য়ে থাকবে।"

মুখে কাপড় চাপা দিয়া নৃত্যকালী গোকুলের পায়ের কাছে

টিপ্ করিয়া একটা গড় করিল। গোকুল বলিল, "সাবিত্রী সমান [illegible] এখন কথাটা কি বল দেখি?"

নৃত্যকালী তাহার পাশে একটু ব্যবধানে চাপিয়া বসিল। তারপর হাসি চাপিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "তুমি নাকি দ্বিতীয় পক্ষের ভেড়া হ'য়েছ শুনছি?"

গোকুল সহাস্যে বলিল, "তুমি মিথ্যা শোন নি।"

নৃত্য। সেই দ্বিতীয় পক্ষের হুকুমে ভায়ের সঙ্গে পৃথক হবে।

গো। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

নৃত্য। কোন্‌টা? পৃথক হওয়া?

গো। না, দ্বিতীয় পক্ষের হুকুম।

নৃত্য। তবে পৃথক হবে কেন?

গো। আমার নিজের খেয়াল।

নৃত্য। বিশ্বাস হ'লো না ঠাকুর মশায়।

ভ্রূভঙ্গী করিয়া গোকুল বলিল, "তুমি বিশ্বাস না করলে আমার কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার কথায় তুমি অবিশ্বাস করতে শিখলে কত দিন হ'তে?"

নৃত্যকালী রুক্ষ স্বরে বলিল, "যত দিন হ'তে তুমি ভাইকে ফাঁকি দিতে শিখেছ?"

গোকুল কঠোর দৃষ্টিতে নৃত্যকালীর মুখের দিকে চাহিল। নৃত্যকালী মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমাকে রাগে ভস্ম করলে কি হবে, গ্রাম শুদ্ধ লোককে—নিজের ভাইকে পর্যন্ত ভস্ম করতে পারবে কি?"

গোকুল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর নৃত্যকালীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "ব্যাপার কি নিতু?"

তখন নৃত্যকালী অমূল্যর আগমন, তাহার নিকট গোকুলের বিরুদ্ধে কুৎসাকীর্ত্তন, পিতার সহিত গুপ্ত পরামর্শ, একে একে সকল কথাই বলিল। শেষে সে বলিল, "দেখ, অমূল্য নিশ্চয়ই তোমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে, তুমি সাবধান হও।"

গোকুল শুনিয়া হাত দিয়া কপালটা টিপিয়া ধরিল। একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।"

ক্রুদ্ধস্বরে নৃত্যকালী বলিল, "বিশ্বাস না হয়, ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। আমার যা কর্ত্তব্য তাই করলাম। পার, সাবধান হ'য়ো।"

গোকুল বলিল, "সাবধান হ'য়ে কি করবো? অদৃষ্টে বিপদ থাকে ঘটবে। তার জন্য তোমার এত ভাববার কিছুমাত্র দরকার ছিল না নিতু।"

নৃত্যকালী বসিয়াছিল, সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল; রাগে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "অন্যায় হয়েছে, ঝকমারী করেছি, আর কক্ষনো ভাবব না।"

তাহার ক্রোধদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া গোকুল সহাস্যে বলিল, "রাগ করলে?"

নৃত্যকালী দুই হাতে চোখ ঢাকিল। গোকুল বলিল, "ছিঃ, নিতু, আবার ছেলে মানুষি!"

নৃত্যকালী কোন উত্তর দিল না। গোকুল উঠিয়া দাঁড়াইল; শান্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "রাগ ক'রো না নিতু, তোমার কথা আমার মনে থাকবে।"

"সরকার মশায়!"

অমূল্য আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। গোকুল একবার তাহার দিকে চাহিয়াই পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। অমূল্য স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

চোখ হইতে হাত সরাইতেই নৃত্যকালী সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে অমূল্যকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

উত্তর হইল,—আমি অমূল্যচরণ।

ঈষৎ রুদ্ধকণ্ঠে নৃত্যকালী বলিল, "এখানে কেন?"

অমূল্য বলিল, "আসতে কি নাই?"

চড়া গলায় নৃত্যকালী বলিল, "না। এখন বাবা ঘরে নাই।"

মৃদু হাসিয়া অমূল্য বলিল, "এতক্ষণ কি তিনি ঘরে ছিলেন?"

ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে নৃত্যকালী বলিল, "তুমি বেরিয়ে যাবে কি না বল।"

অমূল্য আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না, ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। নৃত্যকালী তখন পা ছড়াইয়া দাবার উপর বসিয়া পড়িল। ঘরে যে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে হইবে সে কথাটাও তাহার মনে রহিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বামুনের ছেলে আর সদ্‌গোপের মেয়ে। বয়সে চার পাঁচ বৎসরের মাত্র তফাৎ। এক পাড়ায় বাড়ী ; ছু'জনে প্রায় এক সঙ্গেই থাকিত, এক সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইত, জাতিভেদের কথা তখন মনেও আসিত না। গোকুল গাছে উঠিয়া আম পাড়িত, নেত্য তলায় থাকিয়া তাহা কুড়াইত। তার পর দুই জনে ভাগাভাগি করিয়া খাইয়া ফেলিত। গোকুল পুকুরে সাঁতার দিত, নেত্য গলাপর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া স্তব্ধনেত্রে তাহা দেখিতে থাকিত। নেত্য বালির ভাত, খোলার চড়চড়ি, ইটের সুক্ত রাঁধিত, গোকুল তাহা খাইবার ভাণ করিয়া মহানন্দ প্রকাশ করিত। নেত্য কাঁচা আম ছাড়াইয়া লুন লঙ্কা মাখিয়া গোকুলকে আনিয়া দিত, গোকুল স্তব্ধ মধ্যাহ্নে আমগাছের ছায়ায় বসিয়া সেই উপাদেয় খাদ্য উদরসাৎ করিতে করিতে নেত্যর হাতের প্রশংসা করিতে থাকিত। বাপের কাছে গাল বকুনি খাইয়া নেত্য কাঁদিত, গোকুল যত্নে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিত।

চড়া দরে বিকাইবার জন্য সরকার মহাশয় মেয়েকে বড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, নেত্যর বয়স যখন প্রায় পনরো, তখন তিনি সাড়ে ছয় শত টাকা মূল্য পাইয়া মেয়েকে চতুর্থ পক্ষ ষষ্ঠীদাস হাজরার হাতে সমর্পণ করিতে

উদ্যত হইলেন। নেত্য কাঁদিয়া গোকুলকে বলিল, "না গোকুল, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে ক'রব না।"

গোকুল তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "দূর পোড়ারমুখী, তুই যে শূদ্রের মেয়ে, আর আমি বামুন।"

নেত্য রাগিয়া বলিল, "ভারী তো বামুন। তবে আমি মোটেই বিয়ে ক'রব না।"

গোকুল বলিল, "তা হ'লে আমি দেশত্যাগী হব কিন্তু।"

রাগে চোখ মুখ ঘুরাইয়া নেত্য বলিল, "তবে তো আমার ব'য়েই গেল।"

কথা শেষ করিয়াই নেত্য দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গোকুল তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "ছি নিত্য, এ সব কি পাগলামী। তুই বিয়ে করতে চাস না, কিন্তু এই যে আমি বিয়ে করবো।"

নেত্য চমকিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "বিয়ে করবে?"

গোকুল মাথা নাড়িয়া সহাস্যে বলিল, "কেন করবো না?"

নেত্য কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "তুমি আমাকে ভালবাস না, না?"

জোরে ঘাড় নাড়িয়া গোকুল বলিল, "একটুও না।"

নেত্য। সত্যি?

গো। সত্যি।

নেত্য। মা কালীর দিব্যি?

গো। মা কালীর দিব্যি।

নেত্য। আচ্ছা, আমার গা ছুঁয়ে বল।

গোকুল হাসিয়া বলিল, "তুই শুদ্দুর আমি বামুন, তোকে ছুঁয়ে বলতে আমার ভয় কি ?"

নেত্য বলিল, "তবে তোমার পৈতে ছুঁয়ে বল।"

গোকুল দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আপনার উপবীত জড়াইয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি তোকে ভালবাসি না।"

তার পর আঙ্গুলের পৈতা খুলিয়া নেত্যর দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গোকুল বলিল, "এখন বিশ্বাস হ'লো তো ? না হয় বল্, আর কি দিব্যি করতে হবে।"

নেত্য জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কঠোরস্বরে বলিল, "চুলোয় যাও, কিন্তু যদি কখন তুমি আমার সামনে আসবে, বা আমার সঙ্গে কথা কইবে, তবে তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নেত্য চলিয়া গেল। গোকুল একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

ষষ্ঠীদাস হাজরার সহিত নৃত্যকালীর বিবাহ হইয়া গেল। তারপর শ্বশুরবাড়ী গিয়া নৃত্যকালী যখন ষষ্টিবর্ষীয় স্বামীর আদর যত্নের আতিশয্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িল, তখন সে ভগবানের নিকট আপনার বৈধব্য কামনা করিতে লাগিল।

ভগবান্ তাহার প্রার্থনা শুনিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই ষষ্টীদাস যুবতী স্ত্রীকে ফেলিয়া শুধু অপূর্ণ কামনা লইয়া পরলোকে

চলিয়া গেল। নৃত্যকালী হাতের শাঁখা লোহা দূর করিয়া থান কাপড় পরিয়া বাপের কাছে আসিল।

এখানে আসিবার পর অনেকবার তাহার সহিত গোকুলের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু সাক্ষাতে কেহ কোন কথা বলে নাই। একবার গোকুল তাহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া শুধু আপনার অলঙ্কারশূন্য হাতটা উঁচু করিয়া দেখাইয়া একটু হাসিয়াছিল। গোকুল একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দ্রুত পলাইয়া গিয়াছিল। নৃত্যকালীর কিন্তু দীর্ঘশ্বাস, হা হুতাশ ছিল না; সে পূর্ব্ববৎ হাসিয়া খেলিয়া, গল্প করিয়া, পাড়া বেড়াইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। বিধবা হওয়ায় যে সে একটুও দুঃখিত বা কাতর হইয়াছে, ইহা তাহাকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া কেহই অনুমান করিতে পারিল না। সুতরাং লোকে তাহার সম্বন্ধে মনে মনে নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল, কিন্তু প্রকাশ্য প্রমাণের অভাবে কেহই মনের কথা বাহিরে প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইল না।

নৃত্যকালীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা গেল না বটে, কিন্তু গোকুলের যেন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। যে দিন নেত্য হাসিতে হাসিতে তাহার অলঙ্কারবিহীন হাতখানা গোকুলের সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিয়াছিল, সেই দিন হইতে গোকুলের জীবনে যেন একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। নৃত্যকালীর সেই শ্লেষপূর্ণ হাসিটুকু তাহার প্রাণে এমন তিক্তস্বাদ ঢালিয়া দিল যে, তাহাতে তাহার জীবনটা সম্পূর্ণ অপদার্থ বলিয়া বোধ

হইল, সংসারের সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ সকলই যেন উপেক্ষণীয় হইয়া আসিল। গোকুল আর এক নূতন মানুষ হইয়া উঠিল। গোকুলের এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের কারণ কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

শুধু নৃত্যকালীই ইহার কারণ বুঝিল; বুঝিয়া সে মনে মনে হাসিল। তাহা প্রতিহিংসার হাসি, কি আনন্দের হাসি, ইহা কিন্তু সে স্থির করিতে পারিল না।

এত কাল পরে আজ যেন সে সকল সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লইতে পারিল। হায় গোকুল! তাই না তুমি নেত্যকে ভালবাস না? ছি ছি, তুমি এত মিথ্যাবাদী!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি আসিল। অন্ধকারে ঘর দ্বার, গাছপালা সব ঢাকিয়া গেল। নৃত্যকালী উঠিল না, প্রদীপ জ্বালিল না; গাঢ় অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে সংজ্ঞাহীনার ন্যায় বসিয়া রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাগের মাথায় গোকুল পৃথক্ হওয়াটাকে যত সহজ কাজ মনে করিয়াছিল, ক্রমে রাগটা কমিয়া আসিলে, উত্তেজনার তীব্রতার হ্রাস হইয়া পড়িলে সে ততই দেখিল, এই কাজটার অপেক্ষা কঠিন কাজ আর জগতে নাই। লোকে যে ভাই ভায়াদের সঙ্গে কেমন করিয়া পৃথক্ হয়, এখন সে তাহাই ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিল। ছি ছি, রাগ না চণ্ডাল! এই রাগের বশে পৃথক্ হইতে উদ্যত হইয়াছিল ভাবিয়া গোকুল আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। অমূল্য ও পিসীমা তাহার ভাব দেখিয়া, আর কোন উচ্চবাচ্য না শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। আর গোকুল সংসার ভাঙ্গিল না দেখিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল। সহসা সংসার ভাঙ্গিবার উত্তেজনাটা কেন যে তাহার মাথায় আসিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া পাইল না।

সংসার ভাঙ্গিল না দেখিয়া গোকুল আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু তাহার এ আনন্দ স্থায়ী হইল না। সহসা এমন একটা ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে পৃথক্ না হইয়া সে আর থাকিতে পারিল না।

একদিন সহসা গোকুল শুনিল, তাহার সদাশয় প্রভু বৃদ্ধ ত্রিলোচন সিংহ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন।

পিতার মৃত্যুতে উপযুক্ত পুত্র দেবেন্দ্রনাথ জমিদারীর সুশৃঙ্খলা বিধানে মনোযোগী হইলেন, এবং পুরাতন ঘুষখোর কর্ম্মচারীদের পরিবর্ত্তে নূতন নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে লাগিলেন। নবনিযুক্ত কর্ম্মচারীরা প্রভুর নিকট আপনাদের কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন মানসে পুরাতন কর্ম্মচারীদের ভ্রম প্রমাদ, চুরী জুয়াচুরী বাহির করিতে লাগিল। ইহার ফলে পুরাতন কর্ম্মচারীদের কেবল চাকরীই গেল না, অনেকে দেনদার হইল, অনেকে স্ত্রী পুত্রের গহনা বিক্রয় করিয়া, জমিজায়গা বন্ধক দিয়া জমিদারের হিসাবের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। পুরাতন কর্ম্মচারী মহলে একটা ভয়ানক গোলযোগ বাধিয়া গেল।

গোকুলেরও হিসাবের তলব আসিল। গোকুল সেজন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল; সে দুর্গা স্মরণ করিয়া হিসাবের খাতাপত্র সদরে দাখিল করিল। কয়েক দিন পরে সে অনুসন্ধানে জানিল, হিসাবে তাহার সাতশত টাকা দেনা দাঁড়াইয়াছে। গোকুল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সে শঙ্কিতচিত্তে ম্লানমুখে বাড়ী ফিরিয়া অমূল্য ও পিসীমাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল। পিসীমা শুনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, “ওরে. কি হ’ল রে! তোর সঙ্গে আমার অমূল্যও যে পথে বসবে রে!”

গোকুল মাথায় হাত দিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিল। অমূল্য পিসীমাকে চীৎকার করিতে নিষেধ করিয়া অতঃপর

উপায় কি তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিল। কিন্তু কোনি পরামর্শই যুক্তিসিদ্ধ হইল না, জমিদারের দেনার দায় হইতে জমিজমাগুলাকে রক্ষা করিবার কোন উপায়ই দেখা গেল না।

অবশেষে অমূল্য বলিল, "এক কাজ কর দাদা, বিষয় আশয় সব ভাগ ক'রে ফেল। তবু তো অর্দ্ধেক বিষয় বাঁচবে।"

গোকুল হতবুদ্ধির ন্যায় অমূল্যর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পিসী ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তাই কর্ গোকুল, দু'টো ভায়েই কেন পথে বসবি ?"

গোকুল কোন উত্তর দিল না, সে দুই হাতে মাথাটা টিপিয়া ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অমূল্য পিসীমার কথা শুনিয়া গর্ব্বস্ফীত কণ্ঠে বলিল, "পথে আবার বসবে কে ? কাউকেই পথে বসতে হবে না। তারও সুন্দর যুক্তি আছে।"

পিসীমা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি যুক্তি রে অমূল্য, কি যুক্তি ?"

অমূল্য তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া গোকুলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এক কাজ কর দাদা, এখনো তুমি প্রকাশ্যে দেনদার হওনি। তুমি নিজের অংশের দু'এক বিঘা জমি রেখে বাকী সব পিসীমার নামে বেনামী ক'রে ফেল। তা হ'লে আর তাতে কেউ দাঁত ফুটাতে পারবে

না। লোকেও জানে, পিসীমার হাতে টাকা আছে, সাফ বিক্রয় কোবালা লিখে দাও।"

পিসীমা হর্ষোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "ধন্যি তোর বুদ্ধি অমূল্য, লেখাপড়া না শিখলে কি এত বুদ্ধি ঘটে আসে?"

গোকুল কিন্তু একটুও আনন্দ প্রকাশ করিল না; সে বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু দেনা শোধ যাবে কিসে?"

অমূল্য বলিল, "কিসের দেনা? দেনা তো মিথ্যা! তুমি তো সত্যই আর চুরি কর নি।"

মুখটা উচু করিয়া গোকুল দীপ্তস্বরে বলিল, "একটা পয়সাও না। ধর্ম্ম জানেন, ঈশ্বর জানেন, মনিবের একটা পাই পয়সা আমার কাছে গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত।"

উৎসাহিত কণ্ঠে অমূল্য বলিল, "তবে আর কি, মিথ্যা দেনার জন্য তোমার এত ভয় কেন?"

গোকুল বলিল, "দেনা মিথ্যা, কিন্তু লোকে তো দেনদার বলবে?"

বিরক্তির সহিত অমূল্য বলিল, "লোকে বলবে তাতে হ'য়েছে কি? কেউ যদি মিথ্যা ক'রে তোমার বিষয়টা কেড়ে নিতে আসে, তুমি ছেড়ে দেবে?"

পিসীমা বলিলেন, "ওতে অমত করিস্ না, গোকুল, অমূল্য যা বলছে তাই শোন্।"

অমূল্য বলিল, "কিন্তু দেরী করলে হবে না, দেনা প্রকাশ পেলে আর বিক্রয় আইনসিদ্ধ হবে না। আজই চল, জমি

জায়গা সব পিসীমার নামে রেজেষ্ট্রী করে দিয়ে আসি, তারপর কাল পৃথক হওয়া যাবে। আমার না হয় দু'দিন আপিস কামাই হবে।"

গোকুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমূল্য ও পিসীমার তাড়নায় গোকুলকে বেনামীতে সম্মতি দিতে হইল। সরকার মহাশয় লেখাপড়ার বয়নামা ঠিক করিয়া দিলেন। পিতৃস্বসা শ্রীমত্যা রাসেশ্বরী দেবীর নিকট সংসার খরচা হিসাবে সাড়ে পাঁচশত টাকা দেনা হওয়ায় এবং সে দেনা শোধের কোন উপায় না থাকায় গোকুল চক্রবর্ত্তী ও তস্য ভ্রাতা অমূল্য চরণ চক্রবর্ত্তী আপনাদের ব্রহ্মোত্তর ও খরিদা একুশ বিঘা সাত কাঠা জমির মধ্যে চৌদ্দ বিঘা আঠার কাঠা জমি, খিড়কী পুষ্করিণী এবং বাগান সাতকাঠা তিন ছটাক রাসেশ্বরী দেবীকে সুস্থচিত্তে সরল অন্তঃকরণে বহাল তবিয়তে বিনানুরোধে বিনা কায়দায় বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিল।

সাবেক দেনা প্রমাণের জন্য সরকার মহাশয় দুইখানা পুরাতন হ্যাণ্ডনোটও ঠিক করিয়া দিলেন। বিক্রয় কোবালা যথারীতি রেজেষ্ট্রী হইয়া গেল।

কাজ শেষ করিয়া দুই ভায়ে অপরাহ্নে বাড়ীতে ফিরিল। বাড়ী ফিরিয়া অমূল্য আহার করিতে গেল, গোকুল ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। সে দিন সে আর উঠিল না, কিছু খাইল না।

পরদিন সকালে অমূল্য পাড়ার পাঁচজনকে ডাকিয়া আনিল। গোকুল সকাতরে বলিল, "জমি জমার তো কিনারা হ'য়েছে, এটা না হয় থাক্ অমূল্য।"

অমূল্য বলিল, "ভাবছ কেন দাদা, গোলযোগ চুকে গেলে আবার এক হ'তে কতক্ষণ ?"

অগত্যা গোকুল আর কোন আপত্তি করিল না। তখন ঘর ভিটা, বাসন-কোসন, এবং বিক্রয়াবশিষ্ট জমি সমান ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। হাঁড়ী পর্য্যন্ত পৃথক্ হইল। ভাগ শেষ করিয়া মধ্যস্থেরা চলিয়া গেলেন। গোকুল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল।

অমূল্য স্নান করিয়া আসিয়া ভাতে বসিলে ছোট বৌ জিজ্ঞাসা করিল, "বড় ঠাকুর আজ কি খাবেন পিসীমা ?"

পিসীমা বলিলেন, "তাই তো, আজ তো আর আলাদা হাঁড়ী হবে না। আজ না হয় এই খানেই থাক।"

অমূল্য মাথা নাড়িয়া বলিল, "উহুঁ, অন্ততঃ আজকের দিনটা দাদার আলাদা রেঁধে খাওয়া দরকার। ভাগটা সাব্যস্ত হওয়া চাই।"

ছোট বৌ স্বামীর দিকে ভ্রূকুটীপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

গোকুল স্নান করিয়া আসিলে ছোট বৌ উনান ধরাইয়া দিল। গোকুল একটা পিতলের হাঁড়ীতে ভাতেভাত রাঁধিয়া নামাইল। তখন সূর্য্য মাথার উপর হইতে অনেকটা পশ্চিমে গড়াইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বদিনের উপবাসে ক্ষুধায় গোকুলের

সর্ব্বশরীর যেন ঝিম ঝিম করিতেছিল। কিন্তু ভাতের কাছে বসিয়া সে এক মুঠা ভাতও খাইতে পারিল না। শুধু চোখের জলে ভাতগুলাকে ভিজাইয়া তাহা পুকুরের জলে ঢালিয়া দিয়া আসিল। তারপর ঘরে চাবি দিয়া কাছারীতে চলিয়া গেল।

কয়েক দিন পরে সদর হইতে গোকুলের ডাক আসিল। সেখানে গিয়া শুনিল, তাহার হিসাবে সাতশত তেত্রিশ টাকার গরমিল হইয়াছে। সাত দিনের মধ্যে তহবিল মিলাইয়া দিতে হইবে। নতুবা আইনসঙ্গত উপায়ে তাহা আদায় করা হইবে। গোকুল কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিল। তাহার স্থলে রাম-জীবন পুরের হরিশ হাজরা গোমস্তা নিযুক্ত হইল।

সাতদিনের মধ্যে গোকুল টাকার কোন কিনারাই করিতে পারিল না। তাহার নামে আদালতে নালিশ রুজু হইল, শমন আসিল। গোকুল মোকদ্দমার কোন জবাব দিল না, মোকদ্দমা একতরফা ডিক্রী হইয়া গেল। জমিদার তাহার সমস্ত জমিজমা মায় ঘর ভিটা পর্য্যন্ত ক্রোক দিলেন। অমূল্যচরণ রাসেশ্বরী দেবীর প্রতিনিধি হইয়া ক্রোকের বিরুদ্ধে ক্লেম দিল। সরকার মহাশয় মোকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। হাকিম দলিল পত্র দেখিয়া ক্লেম মঞ্জুর করিলেন। অগত্যা জমিদারকে গোকু-লের নিজস্ব সাড়ে তিন বিঘা জমি আর ভিটাটুকু নীলামে বেচিয়া লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইল। অমূল্যচরণ ধার করিয়া দুইশত টাকায় বেনামীতে নীলাম ডাকিয়া লইল। জমিদার বাকী টাকার জন্য গোকুলের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন।

পিসীমা যুক্তি দিলেন, বড় বোয়ের গায়ে চার পাঁচ শো টাকার গহনা আছে। তাই বেচে জমিদারের দায় হ'তে মুক্ত হ'।

গোকুল শুনিয়া ভ্রূকুটী করিল। অমূল্য বলিল, "তুমিও যেমন পিসীমা, দাদা জেলে যাবে, তবু বোয়ের গয়নায় হাত দেবে না। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যে!"

পিসীমা বলিলেন, "হোক্ বাপু দ্বিতীয় পক্ষ, আর কেউ কি দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে না? না দায় অদায়ে স্ত্রীর গয়নায় হাত দেয় না? গয়নাগাঁটী কিসের তরে? অসময়ের জন্যই তো। গোকলো যেন অত্যন্ত ক'রেছে।"

ছোট বৌ স্বামীকে বলিল, "দেখ, না হয় তা'বিলে জমি বেচে বড়ঠাকুরকে বাঁচাও। বড় ভাই জেলে যাবে?"

অমূল্য স্ত্রীর প্রতি একটা কটূক্তি প্রয়োগ করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সাতদিনের পর বাড়ী ফিরিয়া যোগেন্দ্রনাথ সকালে যখন চা খাইতে বসিয়াছিলেন, তখন সরকার সাতদিনের জমান চিঠির তাড়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। যোগেন্দ্রনাথ সাত দিন বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি ব্যবসায়ী মহাজন, ব্যবসায় উপলক্ষে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিং প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার নামের চিঠি বাড়ীতেই জমিয়াছিল।

পঁচিশ ত্রিশখানা চিঠি। যোগেন্দ্রনাথ এক হাতে চায়ের পেয়ালা, অপর হাতে এক একখানা চিঠি লইয়া তাহার শিরোনামার উপর চোখ বুলাইতেছিলেন। সহসা একখানা খামের উপরে পরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং ব্যগ্রভাবে ঝুকিয়া পড়িয়া চিঠিখানা পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার হাতের সঙ্গে চিঠিখানা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চিঠিতে লেখা ছিল ;—

"কল্যাণবরেষু,

ভাই যোগী, বোধ হয় বছর সাতেক পরে তোমাকে চিঠি লিখছি। যে বছর তুমি জন্মের মত দেশত্যাগ কর, তার দু'বছর পরেই আমার প্রথমা স্ত্রী মারা যায়। সে আজ পাঁচ বছরের কথা। তা হ'লে ঠিক সাত বছরই বটে। যে দিন তুমি চলে যাও, সেদিন মনে করেছিলাম,

জীবনে তোমার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখব না, তোমার সংবাদ পর্য্যন্ত নেব না। তাই তুমি মাঝে মাঝে চিঠি দিলেও আমি তার উত্তর দিই নাই, তোমার সব চিঠি পড়িও নাই। যে ধর্ম্ম ত্যাগ করলে, সমাজ ত্যাগ করলে, তার সঙ্গে আবার সম্বন্ধ! কিন্তু ভাই, মানুষের অহঙ্কার ভগবান চূর্ণ করেন, অভাবে অহঙ্কার চূর্ণ হয়। যার মুখ দেখব না ব'লে প্রতিজ্ঞা করি, তার শরণাপন্ন হ'তে হয়। আমারও অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। অভাবে পড়ে রাগ, অভিমান, গর্ব্ব, সকলি জলাঞ্জলি দিয়ে আজ সাত বছর পরে তাই তোমায় চিঠি লিখছি।

চিঠিখানা কোথায় বসে লিখছি জান? রামপুরের হাজতে ব'সে। চমকে উঠো না, ভয় নাই, আমি চুরি ডাকাতি করি নাই, লোকের মাথা ফাটিয়ে হাজতে আসি নাই, এসেছি দেনার দায়ে। আমি জমিদারের কাছে দেনদার। কখন এক পয়সা ভাঙ্গি নাই, তবু আমি সাড়ে সাত শো টাকার দেনদার। ভাই পৃথক হয়েছে, বেশীর ভাগ জমিজায়গা পিসীমার নামে বেনামী করে দিয়েছি। নিজের যা দু' এক বিঘা ছিল, তাতে দু'শো টাকা শোধ গেছে। বাকী সাড়ে পাঁচ শো টাকার দায়ে হাজতে এসেছি। পরশু মোকদ্দমার দিন। বোধ হয়—বোধ হয় কেন নিশ্চয় জেলের হুকুম হবে। কত দিনের তা হাকিমই জানেন।"

যোগেন বাবু ব্যগ্রভাবে চিঠির উপরের তারিখ দেখিলেন, আট দিনকার আগের তারিখ। চিঠিখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া যোগেন্দ্রনাথ দুই হাতে কপালটা টিপিয়া ধরিলেন।

একটু পরে আবার সোজা হইয়া বসিয়া চিঠিখানা কুড়াইয়া লইলেন, এবং তাহার অবশিষ্টাংশ পড়িতে লাগিলেন।

"জমি জায়গা যা ছিল, তা বেচলে জেলে যেতে হ'ত না, কিন্তু ভাইটা পথে বসতো। তাই সেগুলো আগেই পিসীমার নামে লিখে দিয়েছি। মন্দ করেছি কি? দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছি। স্ত্রীর গায়ে চার পাঁচ শো টাকার গয়না ছিল, কিন্তু তাকে পথে বসাই কেন? আগে মনে হয়েছিল, জেলে যাব তার আর ভয় কি? সংসারের চেয়ে জেলখানা কি বেশী ভয়ঙ্কর? কিন্তু আজ জেলের দরজায় পৌঁছে জেলটাকে খুব ভয়ানক বলেই মনে হচ্ছে, প্রাণে যেন কেমন আতঙ্ক আসছে। তাই আজ তোমাকে খবরটা না দিয়ে থাকতে পারলাম না। তুমি ছাড়া আর কাকে খবর দেব? এখনো তোমার উপর আমার রাগ যায় নি, এখনো আমি তোমাকে খুব ঘৃণা করি, তবু মনে হয় তুমি ছাড়া সংসারে আমার বলতে আর কেউ নাই। এই ভয়ানক স্থান হ'তে যদি কেউ আমাকে উদ্ধার করতে পারে সে তুমি। আমি তোমার পথ চেয়ে রইলাম। পরশু মোকদ্দমার দিন। এর ভেতর তোমার সাহায্য পাই ভাল, না পাই তাতেও কোন আপত্তি নাই। কেন না তখন জেলখানাটা আর এমন ভয়ানক থাকবে না, আমি হাসতে হাসতে জেলে যেতে পারব। ইতি

তোমার গোকুল দা।

চিঠিখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যোগেন্দ্রনাথ উন্মত্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "গাড়ী! গাড়ী!"

সরকার ব্যস্তভাবে বলিল, "গাড়ী জুততে বলবো ?"

ভ্রূকুটী করিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নাঃ। রামপুর যাবার গাড়ী। ক'টায় ট্রেন আছে দেখ।"

সরকার তাড়াতাড়ি টাইম টেবল খুলিয়া গাড়ীর সময় দেখিতে লাগিল। দেখিয়া বলিল; "তিনটে বিশ মিনিটে একখানা গাড়ী আছে।"

যোগেন্দ্রনাথ দুই হাতে চুল টানিতে টানিতে অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "তিন—টে ? তার এদিকে দেখ।"

কিন্তু তিনটার এদিকে আর ট্রেন ছিল না। অগত্যা যোগেন্দ্র নাথ আদেশ দিলেন, "ছ'শো টাকা নিয়ে তুমি প্রস্তুত হ'য়ে থাকবে। তিনটার গাড়ীতে আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সরকার বলিল, "সাড়ে তিনটার সময় বার্ড কোম্পানীর সাহেব মাল গস্ত করতে আসবে।"

চীৎকার করিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "চুলোয় যাক মাল, চুলোয় যাক সাহেব। টাকা আর তোমার ঠিক থাকা চাই।"

প্রভুর আদেশের উপর আর প্রতিবাদ করিতে সাহসী না হইয়া সরকার ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথ অবনত ভাবে চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া রহিলেন। অতীতের কত কথা কত ঘটনা আসিয়া আজ তাঁহার স্মৃতির দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল।

সেই মাতুলালয়ে পালিত পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক! সেই মাতুলের তাড়না, প্রহার, মাতুলানীর তীব্র বাক্যবাণ! শৈশবে—

যৌবনের বার্দ্ধক্যের মধুর স্বপ্ন যে শৈশব—সেই শৈশবে একটী স্নেহহারা বালক স্নেহলাভের প্রত্যাশায় যখনই আকুল হৃদয়ে চারিদিকে নেত্র-পাত করিয়াছে, তখনই স্নেহের পরিবর্ত্তে কঠোর উৎপীড়ন আসিয়া তাহার কোমল হৃদয় চূর্ণ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে, মমতার পরিবর্ত্তে শুধু তীব্র তাড়না, কঠোর তিরস্কার লাভ করিয়া কতদিন অনাহারে পথে পথে ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। উঃ, সে কি ভয়ানক দিন। সে দিনের কথা মনে পড়িলে এখনও যোগেন্দ্রনাথের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

এত অযত্নে, এত অনাদরে কেহ বাঁচিতে পারে না। কিন্তু সে অনাথ বালক বাঁচিল। শুধু বিধাতার অদৃশ্য করুণার উপর নির্ভর করিতে হইলে বাঁচিত কি না সন্দেহ, কিন্তু সে করুণা মূর্ত্তিমতী হইয়া এই উৎপীড়িত অনাদৃত অনাথ বালককে সযত্নে আপনার সুশীতল অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছিল। সে মূর্ত্তিমতী করুণা গোকুল দার জননী।

তখন গোকুলদের অবস্থাও তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু অর্থে কি আসে যায়? সেই দরিদ্রা রমণীর হৃদয়ে স্নেহের যে অমিয় ভাণ্ডার নিহিত ছিল, তাহা কুবেরের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মূল্যবান, রত্নাকর অপেক্ষাও বিশাল। মাতুল মাতুলানীর দ্বারা উৎপীড়িত অনাথ বালক সে ভাণ্ডারের দ্বারে আসিয়া কোন দিনই রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাইত না, প্রাণ ভরিয়া স্নেহামৃত পান করিয়া মাতৃস্নেহের অভাবজনিত ক্ষোভ দূর করিত। সেই দরিদ্রা রমণীর স্নেহপ্রদত্ত একটি মুঠা মুড়ি, একটু জল, সেই অনাথ বালককে সুধার অপূর্ব্ব আস্বাদ প্রদান করিত।

ইহার উপর গোকুলদার ভালবাসা। নিজের সহোদরের নিকটেও কি এত ভালবাসা পাওয়া যায়? গোকুলদা যখন আদর করিয়া যোগী বলিয়া ডাকিত, কোঁচড়ের এক মুঠা মুড়ির আধ মুঠা জোর করিয়া তাহার মুখে গুঁজিয়া দিত, তখন এই দুঃখকষ্টময় নীরস সংসারটা মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখে সরস প্রফুল্ল হইয়া উঠিত।

মাতুলের কিছুমাত্র আগ্রহ না থাকিলেও যোগেন্দ্রনাথ নিজের চেষ্টায় গ্রাম্যস্কুলে পড়িয়া এণ্ট্রান্স পাশ করিল। শুধু পাশ করিল না, দশ টাকা বৃত্তি পাইল। গোকুলদার পরামর্শে ও উৎসাহে সেই বৃত্তির টাকা সম্বল করিয়া সে কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিল। দশ টাকায় কলিকাতায় থাকিয়া পড়া চলে না। কিন্তু অধ্যবসায় ও উৎসাহের নিকট কিছুই আটকায় না! যোগেন্দ্রনাথ একটী প্রাইভেট মাষ্টারী যোগাড় করিয়া লইল। সে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা অনিলার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইল।

অনাদি বাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া যোগেন্দ্রনাথ শুধু বি এ পাশ করিল না. অনাদি বাবুর জামাতা পদে বৃত হইয়া তাহার বিপুল সম্পত্তি ও ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইল। বিবাহের পূর্ব্বে গোকুলদার সহিত তাহার অনেক কথা কাটাকাটি, তর্ক বিতর্ক হইল। গোকুল তাহাকে ধর্ম্ম ও সমাজ ত্যাগ করিতে অনেক নিষেধ করিল, কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ তাহা শুনিল না; সে গোকুলদার নিষেধ উপেক্ষা করিল, কিন্তু অনিলার গভীর অনুরাগকে উপেক্ষা করিতে পারিল না। গোকুল রাগিয়া তিরস্কার করিল, গালাগালি দিল, যোগেন্দ্রনাথ সে সকলই হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তারপর সে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত

হইয়া অনিলার পাণিগ্রহণ করিল ; গোকুল স্বধর্ম্মত্যাগী সমাজদ্রোহী যোগেন্দ্রনাথের সহিত সকল সংশ্রব পরিত্যাগ করিল।

গোকুল তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেও যোগেন্দ্রনাথ কিন্তু গোকুলদার সংস্রব ত্যাগ করিতে পারিল না। সে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিয়া তাহার সংবাদ লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল. কিন্তু গোকুল তাহার পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দিল না। একবার যোগেন্দ্রনাথ গোকুলের বাড়ীতে আসিল, গোকুল তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না। যোগেন্দ্রনাথ তাহাকে আপনার ব্যবসায়ের সাহায্যকারী করিয়া কথঞ্চিৎ ঋণ পরিশোধের চেষ্টাও করিল, কিন্তু গোকুল তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিল। যোগেন্দ্রনাথ হতাশচিত্তে ফিরিয়া আসিল।

এতকাল পরে সেই গোকুলদা আজ তাহার সাহায্য-প্রত্যাশী হইয়াছে। আজ তাহার কি আনন্দ ! কিন্তু হায় গোকুলদা ! আগে কেন সংবাদ দাও নাই ? তুচ্ছ পাঁচ ছয় শত টাকার জন্য আজ তুমি জেলখানার অতিথি, আর তোমারই অন্নে—তোমাদেরই স্নেহে প্রতিপালিত আমি লক্ষপতির আসনে। অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস !

অতীত স্মৃতির উচ্ছ্বাসে যোগেন্দ্রনাথ স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

দশটা বাজিয়া গেলে বাড়ী হইতে স্নানাহারের তাগাদা আসিতে লাগিল। যোগেন্দ্রনাথ উঠিয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন। অনিলা বলিল, “আজ ক’দিন হ’তে বীরেনের জ্বর হচ্চে। কাল রাত্র থেকে জ্বরটা যেন বেশী। একজন ডাক্তার ডাকাও।”

বিরক্তভাবে যোগেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "ডাক্তার ডাকালেই তো পার।"

অনিলা বলিল, "কে ডাকাবে? আমি?"

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি তো হিঁদুর ঘরের পরদানশীন মেয়ে মানুষ নও।"

স্বামীর মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অনিলা সরিয়া গেল।

তিনটার গাড়ীতে উঠিয়া পাঁচটার সময় শ্যামপুরে পৌঁছিয়া যোগেন্দ্রনাথ অনুসন্ধানে জানিলেন, আজ চারিদিন হইল, গোকুল জেলে গিয়াছে। যোগেন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইল, মুগুর মারিয়া নিজের মাথাটা ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

সেদিন আদালত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পরদিন কাছারী না বসিলে গোকুলকে মুক্ত করা যাইবে না। ছি ছি, গোকুলদা দুইদিন আগে চিঠি লিখিল না কেন? যে দিন লিখিল, সেই দিনই বা তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেন কেন? দুইটা দিন—মাত্র দুইটা দিনের ব্যবধানে গোকুলদাকে জেলে ঢুকিতে হইল! সে কি বলিয়া গোকুলদার সম্মুখে দাঁড়াইবে? কোন্ লজ্জায় তাহাকে মুখ দেখাইবে?

যোগেন্দ্রনাথ একজন উকীল ঠিক করিয়া তাঁহাকে সব বুঝাইয়া দিলেন। তার পর সরকারের কাছে টাকা রাখিয়া, তাহাকে যথাযথ উপদেশ দিয়া সেই রাত্রির ট্রেনেই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। গোকুলকে মুখ দেখাইতেও তাঁহার লজ্জাবোধ হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সরকার কলিকাতায় পৌছিয়া সংবাদ দিল, গোকুল মুক্তি পাইয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ আশা করিয়াছিলেন, সরকারের সঙ্গে গোকুলদা আসিবে। কিন্তু গোকুল আসিল না। সরকার বলিল, "তাঁহাকে আসিবার জন্য অনেক অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি আসিলেন না।" যোগেন্দ্রনাথ শুনিয়া ভ্রূকুটী করিলেন।

তিন চারিদিন পরে যোগেন্দ্রনাথ রেজেষ্ট্রী ডাকে গোকুলের লিখিত একখানা সাড়ে পাঁচশত টাকার হ্যাণ্ডনোট পাইয়া সেখানাকে বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বাপের বাড়ীতে আসিয়া পার্ব্বতী দিন কতক বেশ আমোদে আহ্লাদে কাটাইয়া দিল। কিন্তু দিন কয়েক পরে আমোদ যখন পুরাতন হইয়া আসিল, তখন তাহার মনটা শ্বশুরবাড়ীর জন্য স্বভাবতই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। আর কাহারও জন্য না হইলেও স্বামীর জন্য মনটা যেন কেমন করিয়া উঠিত। পার্ব্বতী ভাবিল, "এ আবার কি? যখন সেখানে ছিলাম, তখন তো তাহার সঙ্গে কথাই কহিতাম না, সাতদিন ঘরে না আসিলেও একটু ভাবনা হইত না। দূরে থাকিলেই বুঝি এমন হয়।" পার্ব্বতী আমোদে আহ্লাদে যোগ দিয়া চঞ্চল মনটাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মন কিন্তু কিছুতেই প্রফুল্ল হইল না, সকল কাজের মধ্যেই মাঝে মাঝে স্বামীর কথাটা এমন অতর্কিতভাবে মনের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইত যে, পার্ব্বতী মনের উপর না রাগিয়া থাকিতে পারিত না। তাস খেলিতে বসিয়া বিন্তী ডাকিতে ভুলিয়া যাইত, গল্প করিতে করিতে গল্পের খেই হারাইয়া ফেলিত, হাসিতে গিয়া ঠোঁট দিয়া হাসি বাহির করিতে পারিত না। পার্ব্বতী বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। যে স্বামীকে একটুও ভালবাসিতে পারে নাই, কথায় বার্ত্তায়, আকারে ইঙ্গিতে একটুও ভালবাসার চিহ্ন দেখায় নাই, তাহার জন্য কেন যে এতটা অশান্তি, পার্ব্বতী তাহার কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রথম মাস কাটিয়া

গেল, দ্বিতীয় মাসও যায় যায়। কিন্তু কেহই তাহাকে লইতে আসিল না, তাহার একটা সংবাদ পর্য্যন্ত লইল না। পার্ব্বতীর অস্বস্তির সঙ্গে কেমন যেন একটু ভাবনাও হইল।

একদিন ভ্রাতৃবধূ জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ঠাকুরঝি, ঠাকুরজামাই কি তোকে ভালবাসে না?"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া পার্ব্বতী উত্তর দিল, "বল কি বৌ, আমি দ্বিতীয় পক্ষের ঘরণী, আমাকে ভালবাসবে না?"

ভ্রাতৃবধূ বলিল, "তা হ'লে ভাই, তুই তো প্রায় দু'মাস এসেছিস, কৈ ঠাকুরজামাই তো একবারও এলেন না।"

মাথাটা নীচু করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "কাজের লোক; কাজ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে বোধ হয় আসতে পারে নি।"

ভ্রাতৃবধূ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আসতেই না হয় না পারলে, কিন্তু একখানা চিঠি লিখলেও তো পারে।"

পা। ওদের ওখানে স্ত্রীকে চিঠি লেখার রেওয়াজ নাই।

ভ্রাতৃ। তোকেই না হয় চিঠি লিখবার রেওয়াজ নাই, তোর ভাইকে একখানা চিঠী লিখেও তো খবরটা নিতে পারতো?

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে পার্ব্বতী উত্তর করিল, "কি জানি।"

লজ্জায় পার্ব্বতীর মাথাটা যেন কাটা গেল। সত্যই তো, তাহার এত কি কাজ যে সে একখানা চিঠি লিখিতেও সময় পায় না। সময় যথেষ্ট থাকিলেও বোধ হয় চিঠি লেখাটা সে আদৌ আবশ্যক বোধ করে নাই। তাহার আবশ্যক না থাক, অন্ততঃ পার্ব্বতীকে লোকলজ্জার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যও তো একখানা চিঠি লেখা উচিত ছিল।

তাহার লজ্জা, ঘৃণা, মান মর্য্যাদার ভয় কিছুই নাই, কিন্তু পার্ব্বতীর তো আছে ! ছি ছি, কি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য অদ্ভুত মানুষ ! আবার এই মানুষটার জন্যই পার্ব্বতীর মনের ভিতর অশান্তি আসে ? পার্ব্বতীর ইচ্ছা হইল, সে এই অবাধ্য মনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে।

পিত্রালয়ে আসা অবধি যতীনের সঙ্গে পার্ব্বতীর মাঝে মাঝে দেখা হইত। যতীন হাসিতে হাসিতে তাহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। পার্ব্বতী সংক্ষেপে উত্তর দিত, "ভাল।"

দ্বিতীয় মাসও যখন যায় যায়, তখন পার্ব্বতী সহসা একদিন শুনিল, তাহার স্বামী পাঁচ শত টাকা দেনার দায়ে জেলে গিয়াছে। কথাটা শুনিয়া পার্ব্বতী যেন আকাশ হইতে পড়িল। জেলে গেল ! পাঁচ শো টাকার দায়ে জেল। জমি জায়গা আছে, পিসীমার হাতে টাকা আছে। আর কিছু না থাক, তাহার গায়েই তো পাঁচ ছয় শো টাকার গহনা আছে। এগুলা বেচিলেও তো অনায়াসে দেনা শোধ হইতে পারিত। কিন্তু কৈ, কেহই তো গহনা চাহিতে আসিল না ? চাহিলে পাইবে না এই আশঙ্কাতেই কি চাহিতে আসিল না ? কেন পাইবে না ? ভাল না বাসিলেও স্বামী তো বটে। স্বামীকে জেল হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্ত্রীর গহনা দেওয়া উচিত কি না, এ কর্ত্তব্য-বোধটুকুও কি পার্ব্বতীর নাই ? চোর ডাকাতের মত জেলে গেল, তথাপি স্ত্রীর গহনা লইল না। তবে কি আমি তার কেউ নয় ?

পার্ব্বতী আর ভাবিতে পারিল না, সে দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল। তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল।

সংবাদটা আনিয়াছিল যতীন। যতীন কোর্টে কাজ করিত। সে পার্ব্বতীকে শুনাইয়া শুনাইয়া পার্ব্বতীর ভ্রাতাকে বলিতে লাগিল, "বুঝলে নিমাই দা, লোকটা নেহাৎ নির্ব্বোধ। আমাদের উকিল বললে, যদি মোকদ্দমার একটু তদ্বির করতো, একটা উকিল দিত, তা হ'লে সব ফাঁক হ'য়ে যেতো। কিন্তু সে কিছুই করলে না, সুবোধ বালকটীর মত চুপ ক'রে জেলে গেল।"

পার্ব্বতীর চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল, "ওগো, সে নির্ব্বোধ নয়, মানুষ। সে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে জানে, তার প্রতিবাদ করতে জানে না। সে কেন জেলে গিয়েছে তা তোমরা জান না, আমি জানি। বড় দুঃখে, বড় অভিমানে আত্মহত্যা না ক'রে সে জেলে গিয়েছে।"

পার্ব্বতী ছুটিয়া আপনার ঘরে ঢুকিল, এবং দরজা বন্ধ করিয়া বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল।

পাড়ার মেয়ে মহলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাহারা সংবাদটা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল, এবং পার্ব্বতীর এই গভীর দুঃখে সহানুভূতি জানাইবার জন্য একে একে বাড়ীতে আসিতে লাগিল। পার্ব্বতী কিন্তু তাহাদের সম্মুখে আসিল না। ভ্রাতৃবধূ সকলকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় দিতে লাগিল।

কয়েক দিন পরে যতীন পুনরায় আসিয়া সংবাদ দিল, গোকুল কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াছে। কে এক কলিকাতার বাবু—বোধ হয় বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় হইবে, আসিয়া দাবীর সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিয়াছে।

পার্ব্বতী মনে মনে সেই অজ্ঞাতনামা বাবুর উদ্দেশে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

ইহার পর আরও মাসাধিক কাল চলিয়া গেল, কিন্তু গোকুলের আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। পার্ব্বতী মনে মনে বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িতে লাগিল। ভ্রাতৃবধূ ননন্দার এই ব্যাকুলতা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া, স্বামীকে বলিয়া পার্ব্বতীর শ্বশুরবাড়ীতে একজন লোক পাঠাইয়া দিল। লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, জামাইবাবু বাড়ীতেই আছেন, কিন্তু যেন কেমন এক রকম হয়ে গেছেন। ভাই পৃথক হ'য়েছে। জামাই বাবু নিজেই রাঁধে বাড়ে, খায় দায়। শুনলাম, বড় কষ্টে পড়েছে, দিন চলা ভার। সে চেহারা নাই, কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা নাই, খায় আর ঘরের ভিতর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে থাকে। সব দিন নাকি আবার খাওয়া দাওয়াও হয় না।

সংবাদ শুনিয়া পার্ব্বতীর বুকের ভিতর ঢেঁকির পাড় পাড়িতে লাগিল। নিজে হাত পুড়িয়ে রাঁধে খায়, তবু তো তাহাকে লইয়া যায় না? সে কি এতই পর? কষ্টে পড়েছে—হোক না কষ্ট, সে কি কেবল সুখের ভাগী, কষ্টের কেউ নয়? এই কি তাহার স্ত্রীর উপর বিশ্বাস—ভালবাসা?

স্বামীর উপর পার্ব্বতীর বড়ই রাগ হইল।

দিন কয়েক পরে অন্নদার একখানা পত্র আসিল। সে লিখিয়াছে;

"হাঁ বৌ, তুই নাকি এখনো বাপের বাড়ীতে? বাপের বাড়ীর ভাত কি এতই মিষ্টি? শুনলাম অমূল্য পৃথক্ হ'য়েছে, দাদার কষ্টের সীমা নাই। এ খবর কি তুই পাস্ না? তুই মেয়ে মানুষ, না রাক্ষসী?

তোর অহঙ্কারটাই কি বড় হ'লো? কিন্তু ভগবান্ আছেন, তোর অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়েছে। তুই তা বুঝতে পারছিস্ কি না জানি না, কিন্তু আমি বেশ বুঝেছি।

দাদার নাকি শ' পাঁচেক টাকা দেনার দায়ে জেল হয়েছিল? তোর গায়ে এক-গা গয়না থাকতে দাদা জেলে গেল, অথচ দাদা তোর কাছে হাত পাতলে না, একটা খবর পর্য্যন্ত দিলে না। তবু তুই কিছুই বুঝতে পারিস না। তুই এতই কচি খুকিটি নাকি? আমার তো মাথামুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হচ্চে।

এখনো যদি ভাল চাস, বাপের বাড়ীর মিষ্টি ভাতের মায়া ত্যাগ ক'রে তেঁত ভাত খেতে ছুটে যাবি। নয় তো তোর বরাতে অনেক কষ্ট আছে। এ যদি না হয়, তবে আমার নাম অন্নদা বামনীই নয়। আমার উপর রাগ করবার আগে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়াটা ক'রে নিবি। ইতি তোর ঠাকুরঝি।"

চিঠি শুনিয়া ভ্রাতৃবধূ বলিল, "রাগ করিস না ঠাকুর ঝি, তোর কিন্তু ভাই, এ সময়ে না যাওয়াটা ভাল দেখায় না।"

রাগে চিঠিখানা তাহার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিয়া পার্ব্বতী বলিল, "যেতে হয় তুমি যাও, আমি সেধে যেতে পারব না।"

অন্নদার তিরস্কারে, ভ্রাতৃবধূর মৃদু ভৎসনায় পার্ব্বতী স্বামীর উপর আরও রাগিয়া উঠিল। ছি ছি, সে এমন কি দোষ করিয়াছে যে, তাহাকে ঘরে পরে লাঞ্ছনা দেয়? সে কি যাইতে চাহে না? তাহার নিকট কি কেহ গহনা চাহিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল? একজন ইচ্ছা করিয়া কষ্ট ভোগ করিবে, আর সে জন্য পার্ব্বতীকে লোকের

গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে ? ছি ছি, সে এমন স্বামীর হাতেও পড়িয়াছিল ?

কিন্তু স্বামী যেমনই হউক, সে স্বামী। একথা পার্ব্বতী এক দিনে বুঝিল না, দুই তিন দিন অনেক রাগিয়া, অনেক কাঁদিয়া অনেক ভাবিয়া এই সার সত্যটুকু যেন কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিল। তখন সে ভ্রাতৃবধূকে ধরিয়া বসিল, "আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দাও।"

পার্ব্বতী যে স্বামীর দুঃসময়ে তাহাকে সেবা করিবার জন্য যাইতে চাহিল, তাহা নয়, স্বামীকে বেশ দুইটা কড়া কথা শুনাইয়া দিবার জন্য, একজনের দোষে অপরে কেন শাস্তি পায় ইহাই বোঝাপড়া করিয়া লইবার জন্য সে যাইতে উৎসুক হইল; কিন্তু ইহার ভিতর আর একটা প্রবৃত্তি যে অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে প্রেরণা করিতেছিল, তাহা সে জানিতে পারিল না; নিজে জানিলেও অপরকে জানিতে দিল না।

যে জন্যই হউক, পার্ব্বতী একদিন ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর পায়ে নমস্কার করিয়া, পাল্কীতে উঠিয়া স্বামিগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রায় তিন মাস পরে স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ। সে সাক্ষাতে গোকুল একটুও ব্যস্ততা প্রকাশ করিল না। তাহার মুখে যেমন উল্লাসের কোন চিহ্ন দেখা গেল না, তেমনই ক্রোধেরও কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। এই তিন মাসে কত ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যেন কিছুই হয় নাই, বারো মাস যেমন চলে তেমনই সাধারণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে, গোকুলের এমনই ভাব দেখা গেল।

পার্ব্বতীর কিন্তু এ ভাবটা ভাল লাগিল না। সে স্বামীর সহিত বোঝাপড়া করিয়া লইতে আসিয়াছে। সাধারণ ভাব অপেক্ষা একটু অসাধারণ ভাব দেখিতে পাইলেই ভাল হয়। স্বামী তাহার উপর রাগ দেখাইল, সেও রাগিয়া স্বামীকে পাঁচ কথা শুনাইয়া দিল; তারপর রাগারাগি, কথা কাটাকাটি হইয়া একটা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। মেঘ না কাটিয়া আরও বেশী জমে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রকৃতির এমন নীরব থমথমে ভাব, তাহা সম্পূর্ণ অসহ্য।

তিন চারিদিন কোন কথাই হইল না। গোকুল যে কথা কহিল না এমন নয়, কিন্তু সে নুন তেলের কথা, চাল ডাউলের কথা, সাংসারিক কথা। আসল কথা যা, পার্ব্বতী যাহা চায়, সে কথার কোন উল্লেখ হইল না। পার্ব্বতী আর সহ্য করিতে পারিল না। স্বামী যখন কথা পাড়িল না, তখন সে নিজেই একদিন উপযাচক

হইয়া কথা পাড়িল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি জেলে গিয়েছিলে ?"

গোকুল সহাস্যে উত্তর দিল, "হাঁ।"

পা। কেন ?

গো। দেনার দায়ে।

পা। দেনা শোধের কি কোন উপায় ছিল না ?

ঈষৎ হাসিয়া গোকুল বলিল, "উপায় থাকতে কে জেলে যায় পারু ?

পার্ব্বতী কর্কশকণ্ঠে বলিল, "যার নেহাৎ পোড়াকপাল, যার লজ্জা ঘৃণা নাই, মান মর্য্যাদার ভয় নাই, সেই যায়।"

গোকুল শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। পার্ব্বতী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "যার স্ত্রীর গায়ে পাঁচ ছ শো টাকার গয়না, সে যদি পাঁচ শো টাকার দায়ে জেলে যায়, তবে তার নেহাৎ পোড়া কপাল নয় কি ?"

গোকুল সহজ প্রশান্ত স্বরে বলিল, "তোমার গয়নার কথা বলছো ?"

পার্ব্বতী বলিল, "তা নয় তো কি রানীর মার গয়নার কথা বলছি ?"

গোকুল বাঁ হাতটা মাথায় বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "গয়না—ও সব গয়না যে তোমার পারু ?"

পা। তুমিই তো দিয়েছ ?

গো। তোমাকে যখন দিয়েছি, তখন ও সব তোমার।

পা। আমার জিনিস কি তোমার নয়? আমি কি তোমার এতই পর?

মৃদু হাসিয়া গোকুল বলিল, "পর হ'তে যাবে কেন, তুমি আমার স্ত্রী।"

পার্ব্বতী রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিল, "ঠিক তা মনে করলে আমার গয়না নিতে পারতে।"

গোকুল একটু ব্যস্তভাবে বলিল, "কাছে থাকলে কি হ'তো বলা যায় না। তুমি কাছেও ছিলে না, তা ছাড়া—"

পা। তা ছাড়া আর কি?

গো। তা ছাড়া স্ত্রীর গয়না বেচে দেনা শোধ, সেটা কি ভাল হ'তো?

পা। তার চেয়ে জেলে যাওয়া খুব ভাল। তোমার মাথাটা খুব উঁচু হ'য়েছে, না?

গোকুল চুপ করিয়া রহিল। পার্ব্বতী বলিল, "কিন্তু লোকের কাছে আমার মাথা কাটা গেছে তা জান?"

গোকুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "ও সব কথা যেতে দাও পারু।"

পার্ব্বতী রুক্ষদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর জেল হ'তে খালাস পেলে কিসে?"

গো। দাবীর টাকা জমা দিতেই খালাস পেলাম।

পা। কে জমা দিলে?

গো। যোগী।

পা। যোগী কে ?

গো। সে বাড়ুজ্যেদের যোগী।

পা। টাকাটা খয়রাৎ করেছে, না ধার দিয়েছে ?

গো। সে খয়রাৎ ক'রেছে, আমি ধার ব'লেই নিয়েছি।

পা। তাকে খবর দিলে কে ?

গো। আমিই চিঠি লিখেছিলাম।

পার্ব্বতীর গর্ব্বপ্রদীপ্ত মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য যেন কালি হইয়া গেল ; বুকের ভিতর একটা জোর নিশ্বাস ঠেলিয়া উঠিল। কষ্টে তাহা চাপিয়া তীব্রকণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "কোথাকার কে যোগী, তাকে চিঠী লিখতে পারলে, অথচ আমাকে কাকের মুখেও একটা খবর দিতে পারলে না ?"

গোকুল বলিল, "তুমি মেয়ে মানুষ, খবর দিলে শুধু ভাবতে।"

ভ্রুকুটী করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "মেয়ে মানুষ শুধু ভাবতেই জানে, আর কিছুই জানে না। তোমরা এমনই অকৃতজ্ঞ জাত বটে।"

স্ত্রীর রোষকঠিন মুখের উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যে গোকুল বলিল, "তুমি কি এবার ঝগড়া করবার জন্যই কোমর বেঁধে এসেছ পারু ?"

কঠোরস্বরে পার্ব্বতী উত্তর করিল, "না, শুধু জানতে এসেছি, আমি তোমার কে ?"

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গোকুল বলিল, "এইটুকু জানবার জন্য এতটা কষ্ট ক'রে না এলেই পারতে।"

পার্ব্বতী বলিল, "না এলেই পারতাম? তা হ'লে আমার আসাটা কি অন্যায় হ'য়েছে?"

গো। ন্যায় কি অন্যায় তা তুমিই জান।

পা। কিন্তু তুমি কি বল?

গো। আমি বলি, এসময়ে না এলেই ভাল হ'তো।

পা। মন্দটাই কি হ'য়েছে?

গো। সময়টা বড় খারাপ, তোমার কষ্ট হ'তে পারে।

পা। কষ্টটা আমার না তোমার?

গো। আমার আর কষ্ট কি?

পা। স্ত্রীর খাওয়া পরা যোগান।

মুখ নীচু করিয়া গোকুল বলিল, "তা বটে।"

পার্ব্বতী চোখ কপালে তুলিয়া উদ্ধতস্বরে বলিল, "তা হ'লে এখন কি আমায় তাড়িয়ে দেবে?"

গোকুল বিস্মিত দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। পার্ব্বতী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "তুমি আনতে যাও নাই, আসবার কথাও বল নাই, তবু আমি সেধে এসেছি। এখন আমায় তাড়িয়ে দেবে কি না তাই বল।"

পার্ব্বতীর স্বরটা শুধু ক্রোধে ভরা ছিল না, তাহা অন্তর্নিরুদ্ধ-বাষ্পেও যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। গোকুল উঠিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া ধীর কোমল কণ্ঠে বলিল, "তুমি কি পাগল হ'লে পারু? তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি তোমার স্বামী, তুমি আমার স্ত্রী।"

হাতখানা ছিনাইয়া লইয়া পার্ব্বতী আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,

"মিথ্যা কথা! সত্য করে বল, আমি তোমার কে, তুমি আমায় তাড়িয়ে দেবে কি না।"

পার্ব্বতী আর থাকিতে পারিল না, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গোকুল প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অমূল্যচরণ আহার করিতে করিতে পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "নতুন গিন্নী নতুন সংসার কেমন চালাচ্চে পিসী মা ?"

পিসীমা কাছে বসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে খাওয়াইতে ছিলেন। তিনি সহাস্যে উত্তর করিলেন, "বেশ চালাচ্চে ! দিনরাত ঝগড়া, খিটি মিটি ; বাড়ীতে কাক চিল বসবার যো নাই।"

ঈষৎ হাসিয়া অমূল্যচরণ বলিল, "ঝগড়া করে কে ? দাদা নাকি ?"

পিসীমা বলিলেন, "হাঁ, দাদা ঝগড়া করবে ? কপাল আর কি ! গিন্নী যা মুখে আসে তাই বলে, আর হতভাগা মুখ বুজে সব সহ্য করে। যেন হাবা বোবা। ধন্যি বেটাছেলে যা হোক্।"

অমূল্যচরণ একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বল কি পিসিমা।"

পিসিমা বলিলেন, "আমি কি মিথ্যে বলছি রে ! হয় নয় ছোট বৌকে জিজ্ঞাসা কর্। কেমন লা ছোট বৌ ?"

ছোট বৌ উনানের সম্মুখে বসিয়া ছেলের দুধ গরম করিতেছিল। সে ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদুস্বরে উত্তর করিল "কে জানে বাবু, আমি অত পরের ঝগড়ায় কাণ দিই না।"

মুখ ভার করিয়া পিসিমা বলিলেন, "কাণ আর কে দেয় বল বাছা, তবে কাণে তো আর তুলো গুঁজে থাকা যায় না। এক ঘর এক দোর,

হাই তুললে শোনা যায়। তা নইলে আমার অমন পরের কথা শোনা, পরের চর্চ্চা করা স্বভাব নয়।"

অমূল্য বলিল, "কিন্তু আজ কৈ কিছু সাড়াশব্দ পাই না যে?"

পিসি। গোকলো কি বাড়ী আছে যে সাড়াশব্দ পাবি?

অমূ। কোথায় গেছে?

পিসি। বোধ হয় কোথায় চাকরীর চেষ্টায় গিয়েছে।

ঈষৎ হাসিয়া অমূল্য বলিল, "চাকরী তো প'ড়ে আছে। যেমন বিদ্যের জাহাজ, তেমনি বুদ্ধির বৃহস্পতি। চাকরী হ'লেই হ'লো আর কি।"

পিসিমা বলিলেন, "তা বাছা যেমন বিদ্যে, তেমনি চাকরী হবে। তাই ব'লে কি তোর মত সায়েবের আপিসে চাকরী পাবে?"

অমূল্য একটু গর্ব্বের হাসি হাসিল। পিসিমা বলিতে লাগিলেন, "তা বাবু আজ দু তিন মাস তো ঘুরে বেড়াচ্ছে, এর ভেতর কি আর একটা চাকরী জোটে না। এ দিকে ঘরে তো আজ চাল নাই, কাল নুন নাই, পরশু তেল নাই; দিন রাত কেবল নাই নাই চলেছে।"

বাটীর ঝোলটা পাতে ঢালিয়া ভাত মাখিতে মাখিতে অমূল্য বলিল, "এখন নাই নাই কেন গো? উনিই রোজগার করতেন, ওঁর রোজগারেই সংসার চলতো, তবে দু'দিন না যেতে যেতেই আবার নাই নাই কেন?"

পিসীমা মুখটা ঘুরাইয়া বলিলেন, "কেন? যে লক্ষী ঘরে এসেছেন, তাতে আরো কি হয় দেখ। সংসার জুড়ে দেনা, গাঁয়ে হেন লোক নাই যার কাছে ধার হয় নি। আমার তো গাঁয়ে মুখ দেখান ভার হয়েছে।

এই সেদিন আবার আমাদের কাছে এক সের চাল ধার নিয়ে গিয়েছিল। হাঁ ছোট বৌ, সে চাল সেরটা দিয়ে গিয়েছে ?"

ছোট বৌ বলিল, "কে জানে, মনে নাই।"

পিসী। মনে নাই কি লো ? মনে ক'রে চেয়ে নিবি।

ছোট। আমি চাইতে পারব না।

পিসীমা ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "শুনলি রে অমূল্য, বড় মানুষের মেয়ের কথা। ধার দিয়ে উনি চেয়ে নিতে পারবেন না ? তবু যদি বাপের কিছু থাকতো।"

ছোট বৌ মৃদু অথচ তীব্রকণ্ঠে বলিল, "আমার বাপ বড়লোক নয় বটে, কিন্তু আপনার লোককে ঠকিয়ে বড় লোক হবার চেষ্টাও করে না।"

পিসিমা রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন ; উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "শোন অমূল্য, এক রত্তি মেয়ের কথা শোন্। আমি তোকে বলি না বাছা, কিন্তু না বললেও নয়। উনি একটু মৌটুস্‌কি, আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে চাল ডাল নুন তেল সব দিয়ে আসে।"

ছোট বৌ উগ্রস্বরে বলিল, "মিথ্যে ব'লো না পিসিমা। আর যদিই দিই, তাতেই বা দোষ কি ? আপনার লোক তো ?"

অমূল্য ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে তুলিতে গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনার লোককে দিতে হয়, যে পারে বাপের বাড়ী হ'তে এনে দান খয়রাৎ করবে। আমার কষ্টের পয়সা কারো বাবার ধন নয়, এটা যেন মনে থাকে।"

ছোট বৌ ঘোমটার পাশ দিয়া একটা তীব্র কটাক্ষ স্বামীর মুখের উপর নিক্ষেপ করিল, তার পর দুধের কড়াটা উনান হইতে তুলিয়া লইয়া ক্রোধকম্পিত পদে ঘরে চলিয়া গেল। পিসিমা বলিলেন, "দেখছি, ওর কাছে দিনরাত থেকে থেকে সব শিখেছে।"

অমূল্য ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "যত পারে শিখুক, এক দিনের জুতোয় সব সোজা ক'রে দেব। আমি দাদা নই, অমূল্যচরণ।"

পিসিমা তখন উচ্চকণ্ঠে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ওর দোষ নাই অমূল্য, পরের মন্ত্রণায় ওরকম হ'য়েছে। ছেলে মানুষ বই তো না। কিন্তু লোকেরই বা কি আক্কেল, ঐ একরত্তি মেয়েকে ফুসলে সব ঠকিয়ে নেয়! খেতে না পাস্ ভিক্ষে করবি, পরকে ভুলিয়ে নিবি কেন?"

অমূল্যচরণ আহার শেষ করিয়া উঠিয়া বলিল, "যা হোক, তুমি একটু নজর রেখো পিসি মা।"

পিসিমা বলিলেন, "আমি আর কত দিকে নজর রাখব বল্। দু'টো বই তো চোখ নাই। ঐ তরে নিজের ঘরে ভাঁড়ার ক'রেছি, তা আমি কি দিন রাত ঘর আগলে যকের মত ব'সে থাকব?"

"ঘরে চাবি দিয়ে রেখো" বলিয়া অমূল্য আচমন করিতে গেল।

ঘরের ভিতর ছেলেটা তখন দুধ খাইতে গিয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছিল। ছোট বৌ তাহার পিঠে কয়েক ঘা চড় চাপড় বসাইয়া দিল। মেয়ে মানুষ অপরের উপর রাগিলে আপনার ছেলে ঠেঙ্গাইয়া তাহার

শোধ লইয়া থাকে ইহাই সনাতন রীতি। ছোট বৌও এই সনাতন রীতির অবমাননা করিল না। মার খাইয়া ছেলে আরও কাঁদিতে লাগিল। পিসীমা চীৎকারে বাড়ী ফাটাইয়া ছোট বোয়ের সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বতীরও পিতৃকুলের দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বিষয় আশয়, ঘর দ্বার ভাগ হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাড়ীটা একই ছিল, তখনও মাঝে পাঁচীল উঠে নাই। এক ঘরে একটু জোরে কথা কহিলে অন্য ঘর হইতে তাহা স্পষ্ট শুনা যাইত। সুতরাং অমূল্য চরণের রান্নাঘরের সকল কথাই পার্ব্বতীর কাণে গেল। পার্ব্বতী শুনিয়া অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া আপনার রান্না ঘরে ঢুকিল।

রান্না ঘরে গিয়া পার্ব্বতী চালের হাঁড়ী বাহির করিল। দেখিল তাহাতে সের খানেক মাত্র চাউল আছে। পার্ব্বতী হাঁড়ী উপুড় করিয়া সেগুলা আপনার আঁচলে ঢালিল। আঁচলে চাউল ঢালিয়া সে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এই চাউল গুলিই আজিকার সম্বল। এগুলি দিয়া ধার শোধ করিলে কি খাওয়া হইবে? পার্ব্বতী ভাবিল, "দূর হউক খাওয়া, উপবাস দিব, তথাপি কথা সহ্য করিতে পারিব না।" কিন্তু উপবাস তাহাকে একা দিতে হইবে না, আর একজনকেও উপবাস দিতে হইবে। সে সকালে উঠিয়া বাসিমুখে বাহির হইয়া গিয়াছে। সারাদিন ঘুরিয়া ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত দেহে যখন ফিরিয়া আসিবে, তখন তাহাকে কি খাইতে দিবে? পার্ব্বতীর বুকটা বড় জোরে কাঁপিয়া উঠিল, চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া স্তব্ধভাবে ঘরের মেঝেয় দাঁড়াইয়া রহিল।

তখনও পিসিমার তীব্রকণ্ঠস্বর স্পষ্ট আসিয়া কাণে বাজের মত ঠেকিতেছিল। পার্ব্বতী ভাবিল, "দূর হউক, যা কখন সহ্য করি নাই, আজ তা সহ্য করিতে পারিব না। সামান্য এক সের চাউল, তাহার জন্য এত শক্ত কথা শুনিব ?" পার্ব্বতী ধার শোধ করিতে চলিল।

কিন্তু দরজার কাছে আসিতেই তাহার পা দুইটা যেন বড় জোরে কাঁপিতে লাগিল; ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত স্বামীর মলিন মুখখানা যেন ছবির মত তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। পার্ব্বতী আর অগ্রসর হইতে পারিল না; সে দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সে যে বড় নিরীহ, বড় ভালমানুষ; সে রাগ জানে না, তিরস্কার জানে না, জানে শুধু নীরবে সহ্য করিতে। সেই মানুষ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অধীর হইয়া যখন খাইতে চাহিবে, তখন পার্ব্বতী কি দিয়া তাহার ক্ষুধা দূর করিবে ? তখন কি সে তাহাকে বলিবে, আজ ক্ষুন্নিবারণের কোন উপায় নাই, আমার গর্ব্বে আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়া আমি আজিকার শেষ সম্বল দিয়া আমার অহঙ্কার অভিমান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি, তুমি উপবাস দাও। সে হয় তো তাহাই করিবে; একটুও বিরক্তি দেখাইবে না, একবিন্দু ক্রোধ প্রকাশ করিবে না, সহাস্য মুখে উপবাস দিবে। কিন্তু পার্ব্বতী—পার্ব্বতী তাহা সহ্য করিবে কি রূপে ? ওঃ ভগবান্! তুমি মেয়েমানুষকে যখন স্বাধীনতা দাও নাই, তখন অহঙ্কার দাও কেন ?

পার্ব্বতী আঁচলের চাউল হাঁড়িতে ঢালিয়া রাখিল, এবং দ্রুতপদে ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

কিন্তু আজ তাহাকে কি লাঞ্ছনাই সহ্য করিতে হইয়াছে ? ইহা কি শুধু স্বামীর অক্ষমতার জন্যই নয় ? স্বামীর যদি একটুও ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে সামান্য এক সের চাউলের জন্য সে কি এত লাঞ্ছনা, এমন অপমান সহ্য করে ! ধিক্ এই স্বামীকে ! আর পার্ব্বতী কিনা এই অক্ষমের জন্য এত শক্ত কথা জীবনে এই প্রথম শুনিল, শুনিয়াও সে তাহার খাইবার সম্বল রাখিয়া দিয়া এমন ঘোরতর অপমান মাথা পাতিয়া লইল ? চুলোয় যাক তার খাওয়া, ছাই থাক্ সে, আমি এত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিব না।

পার্ব্বতী ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। দ্বারপ্রান্ত হইতে গোকুল ডাকিল, "পারু !"

পার্ব্বতী আবার শুইয়া পড়িয়া বালিশে মুখটা গুঁজিয়া দিল।

গোকুল জামা কাপড় ছাড়িয়া ঘরে ঢুকিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এমন সময় শুয়ে কেন ?"

পার্ব্বতী কোন উত্তর দিল না। গোকুল তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিতে গেল, পার্ব্বতী হাতটা ছুঁড়িয়া দিল। গোকুল ধীরে ধীরে গিয়া তামাক সাজিতে বসিল। তামাক সাজিতে সাজিতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নৈরাশ্যক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "কোথাও কিছু হ'লো না পারু।"

পার্ব্বতী মুখ না তুলিয়াই রুক্ষস্বরে বলিল, "হ'লো না তার আমি কি করবো ? আমি কি লোককে চাকরী দিতে বারণ ক'রে দিয়েছি ?"

গোকুল ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি বারণ করবে কেন ? আমার অদৃষ্টই বারণ ক'রে দিয়েছে।"

পার্ব্বতী উঠিয়া বসিল; তীব্রকণ্ঠে বলিল, "তবে অদৃষ্টকে ধ'রে দু'ঘা বসিয়ে দাও। তাকে না পাও, আমি তো সামনে আছি, আমাকেই না হয়—"

বাধা দিয়া গোকুল বলিল, "ছিঃ পারু।"

পার্ব্বতী আর কিছু বলিল না: গোকুলও নীরবে তামাক সাজিয়া দরজায় আসিয়া বসিল। সে কলিকায় ফুঁ দিয়া ধরাইয়া তাহা হুঁকার মাথায় বসাইতে বসাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "এমন সময় শুয়ে কেন?"

পার্ব্বতী ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিল, "কি করবো?"

গোকুল বলিল, "খাওয়া দাওয়ার যোগাড় হ'য়েছে?"

পার্ব্বতী তীব্রকণ্ঠে বলিল, "না।"

গোকুল নীরবে তামাক টানিতে লাগিল। পার্ব্বতী বলিল, "যোগাড় হবে কোথা হ'তে? ঘরে কি আছে?"

গো। আজকার চাল ছিল না?

পা। ছিল।

গো। তবে?

পা। সে দিন যে ওদের এক সের চাল ধার ক'রে খেয়েছিলে তা কি মনে নাই?

গো। সেটা আজ শোধ দিয়েছ?

পা। হাঁ।

গোকুল একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় ধূমপানে মনোনিবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া

রাখিয়া ঘরে ঢুকিল, এবং চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাও?"

গোকুল বলিল, "দেখি, কোথাও যদি কিছু যোগাড় করতে পারি।"

পা। আবার কার কাছে ধার করবে?

গো। যার কাছে পাই।

পা। না, আর ধার করতে পাবে না।

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া গোকুল পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ধার ছাড়া আর উপায় কি?"

পার্ব্বতী দৃঢ়স্বরে বলিল, "উপোস।"

গো। আমি তা পারি, কিন্তু তুমি?

পা। তুমি যা পার, আমি কি তা পারি না?

"পাগল!" বলিয়া মৃদু হাসিয়া গোকুল দরজার দিকে অগ্রসর হইল। পার্ব্বতী ছুটিয়া গিয়া দুই হাত দিয়া দরজা আটকাইল। ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "না, আর ধার ক'রতে যেতে পাবে না।"

গোকুল ফিরিয়া হতাশভাবে বিছানার উপর বসিয়া পড়িল। পার্ব্বতী তখন দরজা ছাড়িয়া বাক্সের নিকট গেল, এবং বাক্স খুলিয়া আপনার বালা দুইখানা বাহির করিয়া তাহা গোকুলের গায়ে ছুঁড়িয়া দিল। গোকুল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "গয়না!"

পার্ব্বতী ঘাড় উঁচু করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, ঐ গয়না বেচে যা যোগাড় করতে হয় কর।"

গোকুল কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল ; তারপর বালা দুইগাছা লইয়া বিছানার এক পাশে রাখিয়া দিয়া ধীর সতেজ কণ্ঠে বলিল, "তা আমি পারব না পারু।"

পার্ব্বতী পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর পায়ের কাছে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, "ওগো, খুব পারবে গো খুব পারবে। তা যদি না পার, তবে আমি বিষ খাব, গলায় দড়ি দেব, জলে ডুবে মরব।"

গোকুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বালা দুইখানা তুলিয়া লইল, এবং তাহা চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পার্ব্বতী মেঝের উপর বসিয়া রহিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পল্লীগ্রামে বন্ধকী কারবারের মহাজন দুই একজন মাত্র থাকে। হরিধন সাহার বন্ধকী কারবার ছিল। গোকুল গহনা লইয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু সাহা মহাশয় সেদিন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। সুতরাং গোকুলকে সেখান হইতে ফিরিতে হইল। সরকার মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে বন্ধকী কারবার করিতেন। গোকুল অগত্যা তাঁহার নিকট গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনিও বাড়ীতে ছিলেন না। নেত্য তখন আহারান্তে তাম্বুলরাগে অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া, একখানি ধোপদস্ত কাপড় পরিয়া পাড়ায় বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল। সে গোকুলকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি গো, ঠাকুর মশায় যে? আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম?"

গোকুল দাবার উপর বসিয়া পড়িল, এবং কাঁধের চাদরখানা নাড়িয়া হাওয়া খাইতে খাইতে বলিল, "যার মুখ দেখেই উঠ, তার মুখটা যে মোটেই পয়মন্ত নয় এটা নিশ্চয়।"

নেত্য বলিল, "পয়মন্ত কি অপয়া তা আমি বুঝব। এখন কি মনে ক'রে?"

গো। মনে কিছু না করলে কি আসতে নাই?

নেত্য। অপরের থাকলেও তোমার নাই।

গো। যদি বলি, তোমায় দেখতে এসেছি?

নেত্য। আমি বলবো গোকুল ঠাকুর মিথ্যুক।

গো। যদি বলি বিশেষ দরকারে এসেছি ?

নেত্য। সেইটাই সম্ভব। দরকারটা কি ?

গোকুল বলিল, "গোটাকতক টাকা দিতে পার ?"

সহাস্য দৃষ্টিতে গোকুলের মুখের দিকে চাহিয়া নেত্য বলিল, "পারব না কেন, আমার টাকার অভাব কি ? তবে তোমাকে—"

গো। বিশ্বাস হয় না ?

নেত্য। বামুন জাতটাই অবিশ্বাসী।

ঈষৎ হাসিয়া গোকুল বলিল, "আমাকে বিশ্বাস না হয়, এই জিনিস দু'খানাকে বিশ্বাস ক'রে দিতে পার।"

গোকুল চাদরের খুঁট হইতে বালা দুইখানা বাহির করিয়া নেত্যর সম্মুখে রাখিল। নেত্য বলিল, "যে মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না, তার জিনিষের উপরেও বিশ্বাস নাই।"

গোকুল বলিল, "জিনিষটা আমার নয়।"

নেত্য। কার ?

গো। আমার স্ত্রীর। এই দু'খানা রেখে গোটা কুড়ি টাকা দাও।

নেত্য। কুড়ি টাকা আমার হাতে নাই, গোটা দশেক দিতে পারি।

গো। তাই দাও।

নেত্য দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল। ভাবিয়া বালা দুইখানা তুলিয়া লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "সোণা তো ?"

ক্রুদ্ধ ভাবে গোকুল বলিল, "না পেতল। তোমার রাখতে হবে না, দাও।"

গোকুল হাত বাড়াইল। মৃদু হাসিয়া নেত্য বলিল, "রাগ কর কেন ঠাকুর মশায়, মহাজনের কাছে এর চেয়েও কত কড়া কথা শুনতে হয়।"

গোকুল বলিল, "অপরের কাছে শুনতে হয় শুন্‌বো, তাই ব'লে তোমার কাছে তা শুনতে পারি না।"

নেত্য সহাস্যে বলিল, "তাদের কথা গুড় মাখান, আর আমার কথা বুঝি তেঁতো?"

উগ্রকণ্ঠে গোকুল বলিল, "তোমার কথায় বিষ আছে।"

একটা হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নেত্য বলিল, "তুমি তো বিষ খেয়ে বিশ্বম্ভর হ'য়েছ, তোমার আবার বিষের ভয় কেন?"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া বিরক্তভাবে গোকুল বলিল, "টাকা দেবে তো দাও, নয় তো জিনিষ দাও।"

নেত্য বলিল, "আজ মেজাজটা এত চড়া কেন ঠাকুর মশাই? মুখখানাও শুকনো দেখছি। খাওয়া হ'য়েছে?"

বিষাদগম্ভীর স্বরে গোকুল বলিল, "খাওয়া হ'লে তোমার কাছে গয়না বাঁধা দিতে আসতাম না।"

"এতক্ষণ তা বলতে হয়" বলিয়া নেত্য তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিল, এবং দশটা টাকা আনিয়া গোকুলের হাতে দিল। গোকুল তাহা ট্যাকে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "বড় উপকার কর্‌লে নিতু।"

নেত্য বলিল, "আচ্ছা, পার তো এর শোধ দিও, এখন উঠে যাও।"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া গোকুল বলিল, "তাড়িয়ে দিচ্ছ?"

বিরক্তির সহিত নেত্য বলিল, "তা নয় তো কি আদর ক'রে বসিয়ে রাখব ? এখানে ব'সে থাকলে পেট্ ভরবে ? বেলা কি আর আছে ?"

"বেলা অনেকটা হ'য়েছে বটে" বলিয়া গোকুল উঠিয়া দাঁড়াইল। নেত্য বলিল, "যদি দরকার হয়, কাল পরশু এসো, আর গোটা কতক টাকা নিয়ে যেয়ো।"

"আচ্ছা" বলিয়া গোকুল চলিয়া গেল। নেত্য খুঁটিটা ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে ফরসা কাপড়খানা ছাড়িয়া দাবায় মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল। সেদিন আর তাহার বেড়াইতে যাওয়া হইল না।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় গোকুল কনিষ্ঠকে ডাকিয়া বলিল, "হারে অমূল্য, তোদের আপিসে একটা কাজকর্ম্ম ক'রে দিতে পারিস ?"

আপিসে কাজকর্ম্ম করিয়া দিবার ক্ষমতা অমূল্যচরণের ছিল না। কিন্তু সে আপনার অক্ষমতাটুকু গোপন করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "পারব না কেন, কিন্তু তুমি করবে কি ? তুমি কি জান ?"

গোকুল বলিল, "যা জানি। আর কিছু না হয়, ঘর ঝাঁট দেওয়া, তামাক সাজা, এগুলাও তো করতে পারব।"

রাগতস্বরে অমূল্য বলিল, "তা তুমি পার দাদা, তোমার ঘৃণা, লজ্জা মান অপমান কিছুই নাই, কিন্তু আমার তা আছে ! আমার মাথা কাটা যাবে।"

গোকুল ভাবিল, কথাটা মিথ্যা নয়। অগত্যা সে চুপ করিল। অমূল্য কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "দেখ দাদা, কথাটা বলাও দোষ, কিন্তু তোমাকে না বল্‌লেও নয়।"

শঙ্কিত ভাবে গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "এমন কি কথা রে অমু ?"

অমূল্য মাথাটা নীচু করিয়া ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তুমি জান কি না বল্‌তে পারি না, তোমার জমি জায়গার সঙ্গে ঘর ভিটেও নীলাম হ'য়ে গিয়েছে।"

সহজকণ্ঠে গোকুল বলিয়া উঠিল, "জানব না কেন, বেশ জানি। তোর পিসতুতো সম্বন্ধী গোঁসাই আকুলি কিনেছে না ?"

অমূল্য চরণ উত্তর দিল, "হঁ।।"

গো। তা সে কি আমায় উঠে যেতে বল্‌ছে ?

অমূ। সে যখন টাকা দিয়ে নিয়েছে তখন—

গো। তা তো বলতেই পারে।

গোকুল নতমস্তকে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। একটু ভাবিয়া বলিল, "তা সে দু' তিনটে মাস সময় দেয় না রে ?"

অমূল্য বলিল, "অনুরোধ উপরোধ করলে তা না হয় দিতে পারে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি দাদা, তোমার কি কোন তালুক মুলুক আছে যে, দু'মাস পরে সেখান হ'তে টাকা এসে পড়বে ?"

গোকুল একটু হাসিল। সে হাসি যে কি দুঃখের হাসি তাহা অমূল্য বুঝিতে পারিল না। গোকুল বলিল, "কথাটা মিথ্যা নয় রে অমু, তবে কি জানিস্, বাপের ভিটে, বড্ড মায়া হয় রে! ছেড়ে যাই বা কোথায় ?"

গোকুল একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল; নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের পাঁজরাগুলা বড় জোরে কাঁপিয়া উঠিল, চোখের পাতাগুলা ভারী হইয়া আসিল।

অমূল্য বলিল, "তা যা হয় একটা ব্যবস্থা কর। সে কুটুম্ব মানুষ, নিজে কিছু বল্‌তে পারে না, আমাকে তাগাদা করে। আর এই নিয়ে যদি কুটুম্বের সঙ্গে একটা কেলেঙ্কারী হয়, সেটাও বড় নিন্দার কথা। আমি ব'লে ক'য়ে এক মাসের সময় নেব, এর মধ্যে যা হয় একটা ক'রে ফেল।"

গোকুল মাথা নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।"

চটী জুতার ফট্ ফট্ শব্দ করিতে করিতে অমূল্য বাহির হইয়া গেল। গোকুল নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল।

পার্ব্বতী আসিয়া ডাকিল, "ভাত হ'য়েছে, উঠে এস।"

গোকুল নীরব, নিশ্চল। পার্ব্বতী তাহার গা ঠেলিয়া বলিল, "শুনতে পাচ্চ?"

গোকুল মাথা তুলিয়া উদাসদৃষ্টিতে পার্ব্বতীরমুখের দিকে চাহিল; কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। পার্ব্বতী বলিল, "ভাত বাড়া হ'য়েছে।"

গোকুল উঠিয়া ধীরে ধীরে গিয়া ভাতের কাছে বসিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আহার শেষ করিয়া পার্ব্বতী ঘরে আসিয়া দেখিল, স্বামী তখনও শয়ন করে নাই, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। পার্ব্বতী বাঁ হাতের প্রদীপটাকে পিলসুজের উপর রাখিয়া, ঘরের দরজা বন্ধ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছো?"

গোকুল মাথা হেঁট করিয়াই ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "ভাবছি, এক মাস পরে বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে।"

পার্ব্বতী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "যাবে কোথায়?"

গোকুল বলিল, "তাই ভাবছি।"

পা। বাড়ীখানা রাখবার কি কোন উপায় নাই?

গো। টাঁকাটা ফেলে দিলে বোধ হয় রাখা যায়।

পা। তাই ফেলে দাও না।

বিষাদের হাসি হাসিয়া গোকুল বলিল, "দু'শো আড়াই শো টাকা, পাব কোথায়? দেবে কে?"

পা। লোকে দু'হাজার দশহাজার ধার পায়, আর তুমি দু'শো আড়াই শো টাকার জোগাড় করতে পার না?

গো। পারলে কি আর বাপের ভিটে ছেড়ে দিই? আমি এখন গরীব, "অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ," আমাকে এখন লোকে বিশ্বাস ক'রে দু'টো টাকা দেবে না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পার্ব্বতী গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে কোন উপায় নাই?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গোকুল বলিল, "কিছুই না।"

পার্ব্বতীর মনে হইয়াছিল, সে নিজের গহনার কথা বলে। কতক গহনা বিক্রয় করিলে তো অনায়াসে এই টাকার যোগাড় হইতে পারে। স্বামী যে তাহা জানে না এমন নয়, কিন্তু জানিয়াও সে যখন এ কথার কোন উল্লেখ করিল না, বাড়ী ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইবে, তথাপি তাহার গহনা লইবে না, ইহাই যখন স্বামীর সংকল্প, তখন পার্ব্বতী আর সে কথা তুলিতে পারিল না, তুলিতে লজ্জা বোধ হইল। শুধু লজ্জা নয়, রাগও যথেষ্ট হইল। সে যে আজই মধ্যাহ্নে স্বামীকে উপবাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য গহনা বেচিতে দিয়া কি অন্যায় কাজ করিয়াছে তাহা ভাবিতেও তাহার কষ্ট বোধ হইল; তাহার বুকের ভিতর যেন ছুঁচ বিঁধিতে লাগিল। সে শুন হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ হুড়মুড় করিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল। গোকুল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে গোকুল ডাকিল, "ঘুমালে পারু?"

পার্ব্বতী উত্তর দিল না, শুধু হাত নাড়িয়া চুড়ির শব্দে জানাইল যে, সে এখনও ঘুমায় নাই। গোকুল বলিল, "ঘর ভিটে যদি যায়; যায় কেন গিয়েছে, তা হ'লে তুমি কোথায় থাকবে পারু?"

পার্ব্বতী পিছন ফিরিয়া শুইয়াছিল: মুখটা একটু ঘুরাইয়া রুক্ষ স্বরে উত্তর করিল, "আমার থাকবার অনেক জায়গা আছে, তোমার নিজের জন্য ভাব।"

মৃদু হাসিয়া গোকুল বলিল, "আমার জন্য ভাবনা নাই, পুরুষ-মানুষ, যেখানে হয় থাকতে পারবো। ভাবনা শুধু তোমার জন্য।"

পার্ব্বতী ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিল; রাগে চোখ মুখ লাল করিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে যোড়হাত করে বলছি, আমার জন্য তোমায় একটুও ভাবতে হবে না। তোমার এই কুঁড়েটুকু ছাড়াও আমার থাকবার জায়গা আছে।"

গো। কোথায়? বাপের বাড়ী?

পা। হাঁ।

গোকুল মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল; পার্ব্বতী আবার শুইয়া পড়িল। তৈলহীন প্রদীপটা মিট মিট করিয়া শেষে নিবিয়া গেল। তথাপি গোকুল শুইল না, সে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আপনার গভীর চিন্তারাশি লইয়া বসিয়া রহিল। পার্ব্বতী যতক্ষণ জাগিয়াছিল, ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে শুধু এক একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইল না। তাহা শুনিতে শুনিতে পার্ব্বতী ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন পার্ব্বতী অন্নদাকে একখানা পত্র লিখিল,—

"ঠাকুর ঝি! বাপের বাড়ীতে ছিলাম ব'লে তুমি আমায় গালাগাল দিয়ে চিঠি লিখেছিলে। আজ আমার তোমাকে পাল্টে গালাগাল দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু আমি তা দিলাম না।

এবার আমাকে দায়ে প'ড়ে বাপের বাড়ী যেতে হচ্ছে। কেন জান? তোমার বুদ্ধিমান্ ভাই ভিটেটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রে ব'সে আছেন। এক মাসের মধ্যে বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। তিনি

নিজের জন্য একটুও ভাবেন না, যেখানে হয় থাকতে পারবেন, শুধু আমার জন্য ভেবেই পাগল। কাজেই বাপের বাড়ী গিয়ে তাঁকে এ ভাবনার হাত হ'তে অব্যাহতি দেব ভেবেছি।

তুমি হয় তো বলবে, আমার গয়নাগুলো দিলে তো বাড়ীখানা থাকে। কিন্তু কাকে দেব? যে বাড়ী ছেড়ে পথে দাঁড়াতে লজ্জা বোধ করে না, কিন্তু আমার গয়না বেচে বাড়ী রাখতে লজ্জা পায়, তাঁকে? প্রাণ থাকতে তা আমি পারব না। স্বামী পরম গুরু, তিনি মাথায় থাকুন, কিন্তু যে আমাকে পর ভাবে, তার কাছে এতটা হীনতা স্বীকার করতে পারব না। তাতে তুমি আমাকে নরকেই যেতে বল, আর যেখানেই পাঠাও, আমার দ্বারা কিন্তু এতটা বেহায়াপণা হবে না।

তুমি কেমন আছ? তোমার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। ইতি তোমার বৌ।"

কয়েকদিন পরে পার্ব্বতী পত্রের উত্তর পাইল। অন্নদা তাহাকে লিখিয়াছে—

"পোড়ারমুখ,

অবস্থার ফেরে দাদার না হয় মাথা খারাপ হ'য়েছে, কিন্তু তোরও কি এই বয়সে ভীমরতি ধরেছে? বাপের বাড়ী গিয়ে ভাই ভাজের কাছে মাথা নীচু ক'রে থাকবি, তবু স্বামীর কাছে মাথা হেঁট করতে পারবি না? ধন্যি মেয়ে তুই!

তুই দাদার কাছে মাথা নীচু করতে পারবি না, কিন্তু দাদা তোর কাছে মাথা নীচু ক'রে তোর কৃপা ভিক্ষা করবে এইটাই তোর ইচ্ছা।

কেমন না ? কিন্তু আমার সে দাদা নয়। তুই চুলোয় যা, কিন্তু দাদা যেন ঠিক আমার এই দাদাই থাকে। সে রাজসিংহাসনেই থাক, বা গাছতলাতেই থাক্, সে আমার দাদাই থাকবে। আমার গেরো, তাই তাকে জ্বালার উপর জ্বালা দিতে তোর মত সিমুলফুলের মালা তার গলায় তুলে দিয়েছিলাম।

আমি কেমন আছি জান্তে চেয়েছিস্ ? আমি খুব ভালই আছি, লোকে বলে কষ্টে আছি, কিন্তু আমি বলি খুব ভাল। শাশুড়ী দু বেলা মুখ না পুড়িয়ে জল খান না, ছোট জা কেনা বাঁদীর চেয়ে একটুও সদ্ব্যবহার দেখায় না। তবু আমি খুব সুখে আছি। কেন জানিস্ ? এ যে স্বামীর ঘর। স্বামী নাই, কিন্তু তার অসংখ্য স্মৃতি আছে। সেই ঘর, সেই বিছানা, সেই জিনিষ পত্র, সকলের সঙ্গেই যেন তার স্মৃতি মাখান। ঘরে ঢুকলেই যেন তার গায়ের গন্ধ পাই, বিছানাটা ছুঁলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে, চোখ বুজলেই যেন সে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। তাই হাজার গাল বকুনি খেলেও এখানে বেশ মনের সুখে আছি।

আমার মনে হয়, এটা আমার তীর্থ স্থান। লোকে কি তীর্থে শুধু সুখ ভোগ করতে যায় ? হাজার কষ্ট পেলেও এ তীর্থ ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না। পোড়ারমুখী আমি, এমন তীর্থ ছেড়ে এতদিন কেন যে বাপের বাড়ীতে প'ড়েছিলাম, এখন তাই ভাবি, আর কাঁদি।

আবার বলি, আমি খুব ভাল আছি। দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই, তোর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছাও নাই। ইতি

তোর ঠাকুরঝি।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

পত্র পড়িয়া পার্ব্বতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তার পর একটু ভাবিয়া পত্রখানাকে কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

গোকুল আসিয়া বলিল, "পাল্কী বেহারা ঠিক ক'রে এলাম পারু।"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া পার্ব্বতী গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "কাল না অমাবস্যা?"

গোকুল মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তাই তো, অমোবস্যা! তবে—তবে কি কাল যাবে না?"

পার্ব্বতী বলিল, "কাল থাক্।"

গোকুল আর কিছু বলিল না, শুধু মনে মনে ঈষৎ হাসিল।

সেইদিন সন্ধ্যার পর পার্ব্বতী যখন ভাত চাপাইয়া উনানের কাছে বসিয়াছিল, তখন পিসীমা অমূল্যকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন, "বড় গিন্নী যে আবার বাপের বাড়ী চললো রে।"

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

পিসীমা বলিলেন, "গোকলো পাঠিয়ে দিচ্চে, আর কেন!"

ঈষৎ হাসিয়া অমূল্য বলিল, "তা দেবে বৈ কি, না হ'লে যে রাস লীলা চলে না।"

পিসীমা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কি রে অমূল্য?"

অমূল্য বলিল, "কিছু না। সে সব কথা তোমাদের শুনে কাজ নাই।"

পিসীমার কৌতূহল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "এমন কি কথা রে অমু; তা বল্ না, আমায় বলতে দোষ কি!"

অমূল্য একটু ভাবিয়া বলিল, "দোষ আর এমন কি, আর সে কথা কেই বা জানে না ?"

পিসীমা আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে অমূল্যর মুখের দিকে চাহিল। পার্ব্বতী ধীরে ধীরে গিয়া রান্নাঘরের জানালার কাছে দাঁড়াইল। অমূল্য বলিল, "গুপি সরকারের মেয়ে নেত্যকে জান ?"

পিসিমা বলিলেন, "ওমা, তাকে আবার জানি না ; সে যে গোক-লোর ছেলে বেলার খেলুড়ী ছিল।"

অমূল্য বলিল, "হাঁ হা, সেই এখন বুড়ো বয়সের খেলুড়ী হ'য়েছে।"

পিসীমা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন ; অতিমাত্র বিস্ময়ে তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, তিনি শুধু বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অমূল্যর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অমূল্য বলিল, "চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গিয়েছে,আমার তো গাঁয়ে বের হবার জো নাই। ভাগ্যে আলাদা হ'য়েছিলাম, তা নৈলে এতদিন আমার পর্য্যন্ত ধোপা নাপিত বন্ধ হ'তো।"

পিসীমা ডানহাতটা গালের উপর রাখিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, "বলিস্ কিরে অমূল্য, তুই যে আমাকে অবাক করলি ! গোকলোর পেটে পেটে এত বিদ্যে। ঘরে অমন সোমত্ত বৌ, বৌও তো নেহাৎ কালো কুচ্ছিত নয়।"

অমূল্য গম্ভীর ভাবে বলিল, "হ'লে কি হয়, স্বভাব। দেখছ না, বোয়ের সঙ্গে বনিবনাও আছে।"

পিসীমা বলিলেন, "ঠিক কথা, তাই কথায় কথায় বৌটাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। ছি ছি, গলায় দড়ি !"

পার্ব্বতী দুই হাতে জানালার গরাদে চাপিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল ; তারপর উনানে জল ঢালিয়া দিয়া, ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

কতকরাত্রে গোকুল আসিয়া ডাকিলে পার্ব্বতী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াই আবার শুইয়া পড়িল। গোকুল ভাত চাহিল ; পার্ব্বতী বলিল, "ভাত আজ রান্না হয় নি।"

গোকুল একটু আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "রান্না হয় নি ?"

পার্ব্বতী চড়া গলায় উত্তর দিল, "নাঃ।"

গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কোন অসুখ হ'য়েছে ?"

বিরক্তির সহিত পার্ব্বতী বলিল, "নাঃ, নাঃ।"

গোকুল আর কিছু বলিল না ; সে তামাক সাজিয়া ঘরের দাবায় বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

তামাক খাওয়া শেষ হইলে গোকুল ঘরে আসিয়া দেখিল, পার্ব্বতী তখনও ঘুমায় নাই। সে ধীরে ধীরে গিয়া পার্ব্বতীর কপালে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি কোন অসুখ হয়নি পারু !"

পার্ব্বতী তাহার হাতটাকে সরাইয়া দিয়া উগ্রস্বরে বলিল, "পাল্কী বেহারা ঠিক আছে ?"

গোকুল বলিল, "তাদের বারণ ক'রে এসেছি। তুমি তো কাল যাবে না বললে।"

পার্ব্বতী বলিল, "না, কালই আমায় যেতে হবে।"

গোকুল পাশে বসিয়া শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল কেন যাবে পারু ?"

পার্ব্বতী মুখ ফিরাইয়া স্বামীর মুখের উপর ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আমার খুসী।"

গোকুল মৃদু হাসিয়া পার্ব্বতীর মাথার উপর হাত রাখিল। পার্ব্বতী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, এবং বেগে বিছানা ছাড়িয়া আসিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। কঠোর স্বরে বলিল, "দেখ, ফের যদি আমাকে জ্বালাতন করবে, তা হ'লে ভাল হবে না, তা ব'লে রাখছি।"

গোকুল বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; তার পর ধীরে ধীরে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

পার্ব্বতী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিয়া মুখ না তুলিয়াই, বলিল, "দেখ, আমি এখানে থাকলে তোমারও নানা দিকে অসুবিধা, আমারও স্বস্তি নাই। তার চেয়ে আমাদের আলাদা থাকাই ভাল নয় কি?"

উত্তরের প্রত্যাশায় পার্ব্বতী বক্রদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। গোকুল কিন্তু কোন উত্তর দিল না, একটু নড়িলও না। পার্ব্বতী দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

"নেত্য !"

"কেন গা অমূল্যবাবু !"

অমূল্যচরণ ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি—আমি—"

মৃদু হাসিয়া নৃত্যকালী বলিল, "তুমি, তুমি কি ? মানুষ না জানোয়ার ?"

একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া অমূল্যচরণ বলিল, "না, আমি—আমি তোমায় ভালবাসি।"

নৃত্যকালী যেন অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিবুকে অঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া বলিল, "ওমা, বল কিগো ? তা আমি এতদিন জানতাম না ? আমার পোড়া কপাল !"

অমূল্যচরণ ঘাড় নীচু করিয়া পা নাচাইতে নাচাইতে জড়িতস্বরে বলিল, "সত্যি নেত্য, আমি তোমায় খুব ভালবাসি।"

নৃত্যকালী বলিল, "তা আর বাসবে না ? তোমার দাদা ভালবাসে, ওপাড়ার গণেশ ঘোষ ভালবাসে, হীরু ডাক্তার—"

বাধা দিয়া অমূল্য বলিল, "তাদের কথা ছেড়ে দাও, আমি তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।"

সহাস্যে নৃত্যকালী বলিল, "চুলোয় যাক্ তারা। আমার অনেক ভাগ্যি যে, তুমি আমায় ভালবাস। তাও আবার প্রাণ দিয়ে। হাঁগা অমূল্যবাবু, সত্যি কি তুমি আমায় প্রাণ দিয়েছ ?"

গদগদ কণ্ঠে অমূল্যচরণ বলিল, "সত্যই বলছি, আমি তোমাকে প্রাণ দিয়েছি নেত্য।"

একটু চিন্তিতভাবে নৃত্যকালী বলিল, "তা বটে, কিন্তু তোমার প্রাণ নিয়ে আমি কি করবো বল। শেষে কি ব্রহ্মহত্যা-পাপের ভাগী হ'ব?"

আগ্রহপূর্ণ স্বরে অমূল্য বলিল, "তবে তুমি কি চাও নেত্য?"

একটু ভাবিয়া নৃত্যকালী বলিল, "শ'খানেক টাকা দিতে পার?"

বিস্মিতভাবে অমূল্য বলিল, "একশো টাকা?"

নৃত্যকালী বলিল, "হাঁ, একশো টাকা। বড় একটা দায়ে ঠেকেছি। তা তোমাকে শুধু হাতে দিতে বলছি না, একজোড়া সোণার বালা রেখে দিতে বলছি। এই দেখনা বালা।"

নৃত্যকালী ঘরে ঢুকিয়া দুই গাছা বালা বাহির করিয়া আনিল। অমূল্য বালা দুইগাছা নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, "আজই টাকা চাই?"

নৃত্যকালী বলিল, "আজ বিকালেই চাই। এই আমি ভাবছিলাম হীরু ডাক্তারের কাছে যাব কিনা।"

বালা দুইগাছা ফিরাইয়া দিয়া অমূল্য ব্যস্তভাবে বলিল, "না না, আর কোথাও যেতে হবে না, আমিই দেখছি।"

নৃত্যকালী বলিল, "বেশ, আমি বিকাল পর্য্যন্ত তোমার অপেক্ষা করবো।"

অমূল্যচরণ আর দুই একটা মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া চলিয়া গেল। নৃত্যকালী আপন মনে খুব একচোট হাসিয়া লইল।

বিকাল না হইতেই অমূল্য আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং দশ কেতা

নোট নৃত্যকালীর হাতে দিল। নৃত্যকালী হাসিমুখে নোটগুলা গণিয়া ঘরে তুলিয়া রাখিল। অমূল্যচরণ একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "বালা দু'গাছা!"

কটাক্ষে বিদ্যুৎ হানিয়া, সহাস্যে নৃত্যকালী বলিল, "আমার কাছেই থাক্ না?"

অমূল্য বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। নৃত্যকালী বলিল, "আমাকে বিশ্বাস ক'রে প্রাণ দিতে পার, আর বালা দু'গাছা আমার কাছে রেখে বিশ্বাস হয় না?"

অমূল্য নিরুত্তর হইল। নৃত্যকালী আপনার গৃহকার্য্যে মন দিল। অমূল্য বক্র কটাক্ষে তাহার রূপসুধা পান করিতে লাগিল।

গৃহকার্য্য শেষে নৃত্যকালী ঘরে চাবী দিল, এবং অমূল্যর দিকে ফিরিয়া বলিল, "তা হ'লে অমূল্যবাবু, এখন এস। আমি গা ধুতে যাব।"

অমূল্যচরণ মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল। নৃত্যকালী গম্ভীর মুখে বলিল, "ভাবছ কি? বিশ্বাস না হয় বল, বালাজোড়া দিই।"

আমতা আমতা করিয়া অমূল্য বলিল, "না না, তোমাকে—তোমাকে অবিশ্বাস নাই নেত্য।"

অমূল্যচরণ উঠিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় চলিয়া গেল। নৃত্যকালীও মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহার পাশ্চাৎ বাটীর বাহির হইল।

নৃত্যকালী কিন্তু গা ধুইতে গেল না। আঁচলে বালা জোড়া ও টাকা বাঁধিয়া সোজা চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। গোকুল একা বৈঠকখানায় বসিয়াছিল। নৃত্যকালী তাহার সম্মুখে আসিয়া

হইয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিল, "পেন্নাম হই গো ঠাকুর-মশায়!"

সহাস্যে গোকুল বলিল, "কৃষ্ণে মতি হোক্।"

মৃদু হাসিয়া নৃত্যকালী বলিল, "কৃষ্ণে আমার খুব মতি আছে, সে জন্য তোমার আশীর্ব্বাদের দরকার নাই। আমি একশো আটবার হরিনাম না ক'রে জল খাই না।"

গো। এখন হ'তে হাজার আট হরিনাম করবে।

নৃত্য। মাপ করুন গুরুজি, অতটা সময়ে কুলাবে না।

গো। তা বটে, ছোঁড়াদের মাথা খেতে অনেকটা সময় যায়।

নৃত্য। সেগুলা নেহাৎ জানোয়ারের মাথা ঠাকুরমশায়। মানুষের মাথা একটাও খেতে পারলাম না।

কথার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যকালী একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। গোকুল বলিল, "মানুষের মাথা এত সস্তা নয় যে ইচ্ছা হ'লেই খাবে।"

নৃত্যকালী বলিল, "ঐ দুঃখটাই তো রয়ে গেল।"

গোকুল বলিল, "ও দুঃখটাকে মনেই চেপে রাখ। তারপর, হঠাৎ কি মনে করে?"

নৃত্য। একবার ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাতের আশায়।

গো। তা হ'লে এ আশাটাকেও আপাতত চেপে রাখতে হবে।

সহাস্যে নৃত্যকালী বলিল, "ভয় নাই ঠাকুর মশায়, ব্রাহ্মণী বোধ হয় ছোঁড়া নয়।"

গোকুলও মৃদু হাসিল; বলিল, "তোমার কাছে সব সমান। কিন্তু আপাতত গৃহশূন্য।"

নৃত্যকালী বলিল, "আবার ব্রাহ্মণীর পরলোক গমন নাকি?

গো। পরলোক নয়, বাপের বাড়ী।

নৃত্য। কবে গেলেন?

গো। আজ সকালে।

"তাই তো" বলিয়া নৃত্যকালী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ ব্রাহ্মণীর কাছে কি দরকার?"

নৃত্য। তোমার গুণের কথা সব বলতাম।

গো। আমার যা গুণ জেনেছেন তাইতেই তিনি বাড়ীছাড়া, আর বেশী বলবার দরকার নাই।

নৃত্য। দরকার ছিল কি না থাকলে বুঝতাম। যখন নাই তখন টাকাগুলা তুমিই রাখ।

নৃত্যকালী অমূল্যচরণের নিকট প্রাপ্ত নোটগুলা আঁচল হইতে খুলিয়া গোকুলের সম্মুখে রাখিল। গোকুল সেগুলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের টাকা?"

নৃত্য। সেই বালার।

গো। আমি তো তার টাকা এনেছি।

নৃত্য। দু'গাছা সোণার বালা রেখে কেউ দশ টাকা নেয় না।

গো। তার দাম জোর একশো টাকা। তাই রেখে কেউ এত টাকা দেয়ও না।

নৃত্য। বালা দু'গাছা আমার খুব পছন্দ হ'য়েছে, আমি কিনে নিচ্ছি।

গো। যখন বিক্রি করতে যাব তখন কিনে নিও। এখন আমি দশ টাকায় বাঁধা দিয়েছি, সুদ আসল দিয়ে ছাড়িয়ে আনব। তোমার টাকা নিয়ে যাও।

নৃত্যকালী ম্লানমুখে বলিল, "তোমার কি টাকার দরকার নাই ?"

দৃপ্তকণ্ঠে গোকুল বলিল, "টাকায় আমার অনেক দরকার আছে। কিন্তু দরকার আছে ব'লে তোমার টাকা নিতে যাব কেন ?"

একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নৃত্যকালী বলিল, "টাকা আমার নয়।"

গো। তবে কার ?

নৃত্য। তোমার ভায়ের।

গোকুল বিস্মিতভাবে নৃত্যকালীর মুখের দিকে চাহিল। তখন নৃত্যকালী কিরূপ কৌশলে অমূল্যচরণের নিকট টাকাটা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা বলিল। শুনিয়া গোকুলের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। সে গম্ভীর দৃষ্টিতে নৃত্যকালীর মুখের দিকে চাহিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "তুমি যে জুয়াচুরি পর্য্যন্ত করতে পার, তা আমি জানতাম না। ছিঃ !"

নৃত্য লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিল ; ধীরে ধীরে বলিল, "জুয়াচোরের সঙ্গে জুয়াচুরি করতে দোষ নাই।"

গোকুল বলিল, "এ নীতিটা জুয়াচোরেরই। আমি জুয়াচোর নই নিত্যু।"

নৃত্যকালী নোটগুলা কুড়াইয়া আবার আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, "আমি মেয়ে মানুষ, বুঝতে পারি নাই।"

গোকুল বলিল, "এখন যদি বুঝে থাক, তবে যার টাকা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এস।"

নৃত্যকালী ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পিসীমা তখন বাড়ীতে ছিলেন না, ছোট বৌ একা ছিল। নৃত্যকালী গিয়া তাহার কাছে বসিল। এ কথা সে কথার পর নৃত্যকালী আঁচল হইতে বালা জোড়া খুলিয়া ছোট বোয়ের হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বালা দু'খানা চিনতে পার বৌঠাক্রুণ?"

ছোট বৌ তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, "যেন দিদির বালা ব'লে বোধ হচ্চে।"

নৃত্যকালী বলিল, "বোধ হচ্চে নয়, তোমার দিদিরই বালা।"

ছোট বৌ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "দিদির বালা তোমার কাছে?"

মৃদু হাসিয়া নৃত্যকালী বলিল, "আমার কাছে বাঁধা ছিল। আমি বিক্রী করেছি।"

"কে কিনেছে?"

"অমূল্য বাবু।"

ছোট বৌ বিস্মিত দৃষ্টিতে নৃত্যকালীর মুখের দিকে চাহিল। নৃত্যকালী বলিল, "একশো টাকায় কিনেছেন। কিনে আমার কাছে রেখে এসেছিলেন।"

ছোট বৌ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "তোমার কাছে?"

মৃদু হাসিয়া নৃত্যকালী বলিল, "হাঁ আমার কাছে। বোধ হয়, কাউকে দেবার মতলব ছিল। কা'কে তা ভগবান্ জানেন সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারো।"

ছোট বোয়ের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। নৃত্যকালী বলিল, "কিন্তু আপাতত বেচা হবে না। যার জিনিষ তাকে জিজ্ঞাসা না করে তো বেচতে পারি না। তিনি তো বাপের বাড়ী চলে গেছেন। ছোট কত্তাকে টাকা গুলো ফেরত দিও।"

নৃত্যকালী আঁচল হইতে নোটগুলা খুলিয়া ছোট বোয়ের সম্মুখে রাখিল, এবং বালা দুইখানা লইয়া চলিয়া গেল। ছোট বৌ স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল।

অমূল্যচরণ ঘরে আসিলে ছোট বৌ তাহাকে বলিল, "হাঁ গা, এক জোড়া বালা কিনেছ না?"

অমূল্য চমকিত ভাবে বলিল, "কে বললে?"

মৃদু হাসিয়া ছোট বৌ বলিল, "যেই বলুক না, তুমি কিনেছ তো। তা কৈ, কোথায় রেখেছ?"

অমূল্য রাগতভাবে বলিল, "চুলোয় রেখেছি। বালা আবার কোথায়?"

ছোটবৌ বলিল, "কোথায় তা আমি জানব কেমন ক'রে? তুমি বলনা কোথায়?"

ভ্রুকুটী করিয়া অমূল্য বলিল, "বল না কোথায়? ও সব ন্যাকামী রেখে দাও। টাকা কোথায় যে বালা কিনব?"

ছোট বৌ বলিল, "তা তোমার টাকা না থাকে আমি দিচ্ছি, তুমি বালা দু'গাছা নিয়ে এস।"

অমূল্য পত্নীর মুখের উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। ছোট বৌ বাক্স খুলিয়া একশত টাকা আনিয়া

তাহার সম্মুখে রাখিল। অমূল্য বলিল, "তুমি এ টাকা কোথায় পেলে ?"

একটু তীব্র হাসি হাসিয়া ছোট বৌ বলিল, "কোথায় আর পাব ? তোমারই টাকা।"

ক্রুদ্ধস্বরে অমূল্য বলিল, "আমার টাকা তুমি নিয়েছ কেন ?"

ছোট। নিতে দোষ আছে ?

অমূ। একশো বার দোষ আছে। তুমি চুরি করেছ।

ছোট বৌ স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "মাইরি বল্‌ছি, চুরি করি নাই। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।"

অমূল্য তীব্রস্বরে বলিল, "তবে কোথায় পেলে ? আমি তো তোমাকে দিই নাই ?"

ছোট বৌ বলিল, "আমাকে দাও নাই বটে, কিন্তু তুমি যাকে দিয়েছিলে সে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।"

পত্নীর হাত হইতে হাতটা ছিনাইয়া লইয়া অমূল্য গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কি, আমি কাউকে টাকা দিয়েছি ! যত বড় মুখ তত বড় কথা !"

ছোট বৌ বলিল, "কিন্তু সত্য কথা। দাওনি কি ?"

রাগে চীৎকার করিয়া অমূল্য বলিল, "দিয়ে থাকি দিয়েছি, বেশ করেছি। আমি তে কারো বাবার টাকা দিতে যাইনি।"

সহাস্যে ছোট বৌ বলিল, "স্বচ্ছন্দে দিতে পার। তবে রাসলীলাটা দাদা একা করে কি না তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি।"

অমূল্য জোরে মাটীতে পা ঠুকিয়া ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,

"আমি রাসলীলাই করি আর দোললীলাই করি, কারো বাবার ঘরে গিয়ে করি না।"

পিসীমা আপনার ঘর হইতে ডাকিয়া বলিলে, "কি হ'য়েছে রে, রেতের বেলা এত চেঁচামেচি কেন?"

অমূল্য আরও জোরে চীৎকার করিয়া বলিল, "কেন? আমি সব খুন করবো, ঘরে আগুন ধরিয়ে দেব, আমার যা মনে আসে তাই করবো।"

পিসীমা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন; দরজার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি হ'য়েছে?"

ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে অমূল্য বলিল, "কি হয়েছে? আমার নামে দুর্নাম রটায়? শোন না একবার ওর ন্যাকামো, বলে, আমি কাকে টাকা দিয়েছি, এক শো টাকা দিয়ে বালা কিনে দিয়েছি।"

পিসীমা গালে হাত দিয়া যেন অতিমাত্র বিস্মিতভাবে বলিলেন, "ছি ছি, এসব কি কথা বৌমা?"

ছোট বৌ মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "সত্য কি মিথ্যা জিজ্ঞাসা কর না।"

অমূল্য রাগে মাটীতে পা ঠুকিয়া বলিল, "দু'শো বার সত্য। আমি বেশ করবো, আমি মদ খাব, গাঁজা খাব, মেয়ে মানুষ রাখব, সর্ব্বস্ব উড়িয়ে পুড়িয়ে দেব, দেখি কে আমায় একটা কথা বলে। আমি তো কারো বাবার পয়সা নিতে যাই না।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে অমূল্য ঘরের বাহিরে আসিয়া দাবার উপর বসিল। পিসীমা ছোট বৌয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা

সত্যই তো বাছা, বেটা ছেলে অমন কত রকমে পয়সা ওড়ায়। আমার ওতো সোণার চাঁদ, কোন বদ্‌খেয়াল নাই। তা যদিই খেয়ালের মাথায় কিছু ক'রে থাকে, তাই নিয়ে কি ঝগড়াঝাটী কত্তে হয়?"

ছোট বৌ কোন উত্তর করিল না। পিসীমা তখন অমূল্যর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যা বাছা ঘরে যা।"

অমূল্য মাথা নাড়িয়া জোর গলায় বলিল, "ঘরে আর আমি যাচ্চি না, আমি বাড়ীছাড়া হব, দেশত্যাগ করবো।"

পিসীমা হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "পাগলা ছেলে! ওরে, ঘর কত্তে গেলে হাঁড়ী কলসীতেও অমন ঠোকাঠুকি হয়। যা ঘরে যা, হিমে আর থাকিস্ না, ঠাণ্ডা লাগবে।"

পিসীমা গিয়া আপনার ঘরের দরজা বন্ধ করিলেন। অমূল্য চরণ বসিয়া বসিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, "লাগুক ঠাণ্ডা, হোক্ না অসুখ, আমি মরবো। আমি আজ এই ফাঁকেই প'ড়ে থাকবো।"

ছোট বৌ ঘর হইতে বাহিরে আসিল; স্বামীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "উঠে এস।"

হাতটা জোরে ছিনাইয়া লইয়া অমূল্য অভিমানের স্বরে বলিল, "কখনই যাব না।"

ছোটবৌ বলিল, "আমি অবুঝ মেয়ে মানুষ, আমার কথায় রাগ করে?"

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া অমূল্য বলিল, "রাগ করে! তুমি আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলবে, আর আমি রাগ করবো না।"

ছোট বৌ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অমূল্য বলিল, "দেখ, তুমি আমাকে দাদা পাওনি যে, স্ত্রীকে ইষ্টিগুরু মনে করবো। তুমি যে আমার কথার উপর কথা কইবে সেটী হবে না।"

ছোট বৌ বলিল, "আমার অন্যায় হ'য়েছে, আর কখন কথা কইবো না।"

অমূল্য বলিল, "আমাকে ছুঁয়ে দিব্য কর।"

ছোট বৌ স্বামীর পায়ে হাত দিয়া বলিল, "এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, তুমি যা ইচ্ছা–"

ছোট বৌ আর বলিতে পারিল না, অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল। অমূল্য উঠিয়া দাড়াইল, এবং সশব্দ পদক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই তিনমাস গোকুলদার কোন সংবাদ না পাইয়া যোগেনবাবু যখন পত্র লিখিয়া তাহার সংবাদ লইবে কি না ভাবিতেছিল, তখন সহসা একদিন গোকুল স্বয়ং তাহার বাটীতে উপস্থিত হইল। যোগেনবাবু তখন বাড়ীতে ছিলেন না। ভৃত্যেরা তাহার বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে ভিক্ষাপ্রার্থী ব্যতীত অন্য কিছু স্থির করিতে পারিল না। তাহারা স্পষ্ট কথায় বুঝাইয়া দিল যে, বাবু বাড়ীতে উপস্থিত নাই, থাকিলেও এখানে ভিক্ষা শিক্ষা কিছু মিলিবে না। গোকুল বলিল, "ওহে বাপু, আমি ভিখারী নই, তোমাদের বাবুর বন্ধু। বাবুর সঙ্গে আমার একবার দেখা করা দরকার। আমাকে বসবার একটু জায়গা দাও।"

ভৃত্যেরা কিন্তু গোকুলকে বাবুর বন্ধু বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। সুতরাং তাহাকে বসিবার স্থান দেওয়াও যুক্তি-সঙ্গত বোধ করিল না। গোকুল বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িল। ছি ছি, এমন স্থানেও মানুষ আসে, যেখানে চাকরেরা পর্য্যন্ত বসিবার জায়গা দিতে চায় না? এমন কদর্য্য স্থানে এমন ইতরপ্রকৃতির লোকজন লইয়া যোগীর বাস! ঘোর বিরক্তির সহিত প্রস্থানের উপক্রম করিয়া গোকুল বলিল, "আচ্ছা বাপু, আমি এখন চললাম। তোমাদের বাবু এলে বলবে যে, আমি এসেছিলাম। আমার নাম গোকুল চক্রবর্ত্তী। বুঝলে—গোকুল চক্রবর্ত্তী।"

গোকুল প্রস্থানোদ্যত হইল, কিন্তু তাহার যাওয়া হইল না, সহসা সম্মুখে অনিলাকে দেখিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। অনিলা বেড়াইয়া আসিয়া সবে মাত্র বাড়ী ঢুকিতেছিল, এমন সময় ভৃত্যদের সহিত একজন অপরিচিত আগন্তুককে জোরে জোরে কথা কহিতে দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর আগন্তুকের মুখে তাহার নাম শুনিয়া বুঝিতে পারিল লোকটা কে। সে স্বামীর মুখে গোকুলের নাম অনেকবারই শুনিয়াছিল, এবং তাহার সহিত স্বামীর সম্পর্ক কিরূপ তাহাও জানিত। সুতরাং সে একটু ত্রস্তভাবে অগ্রসর হইয়া গোকুলকে সহাস্যে নমস্কার করিয়া বলিল, "কিছু মনে করবেন না, ওরা তো আপনাকে চেনে না।"

তারপর ভৃত্যদের দিকে ফিরিয়া বসিবার ঘরে বাবুকে বসাইতে আদেশ দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গোকুল বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাহার পাদুকামণ্ডিত পদদ্বয়ের চঞ্চল গতির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার আদেশ প্রদানের ভঙ্গী এবং ভৃত্যদের সন্ত্রস্ত ভাব দেখিয়া গোকুলের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ইনিই বাটীর কর্ত্রী। ভৃত্যেরা সম্মানের সহিত গোকুলকে বসিবার ঘরে লইয়া গেল। সে ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া গোকুল যোগীর সহিত আপনার অবস্থার পার্থক্য বেশ বুঝিতে পারিল।

একটু পরে অনিলা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সেই ঘরে ঢুকিল, এবং গোকুলের সম্মুখে আসিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "আপনাকে বোধ হয় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে ?"

এরূপ স্বাধীনা শিক্ষিতা মহিলার সহিত সাক্ষাৎ কথোপকথনে

গোকুল বড় একটা অভ্যস্ত ছিল না। সে মাথা নীচু করিয়া একটু সম্ভ্রমের সহিত বলিল, "হাঁ, না বড় বেশীক্ষণ নয়। তবে আপনি না এসে পড়লে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হ'তো আর কি। আপনাদের চাকর বাকরেরা দেখছি খুব নেমকহালাল।"

অনিলা বলিল, "ওদেরও দোষ নাই। ওরা তো আপনাকে চিনে না।"

গোকুল বলিল, "তা হ'লে দেখছি আপনাদের আগে ওদের সঙ্গে পরিচয় ক'রে রাখা দরকার।"

গোকুল হাসিতে লাগিল। অনিলাও একটু লজ্জার হাসি হাসিল। গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "যোগী ফিরবে কখন্?"

দেওয়ালে ঝুলান ঘড়িটার দিকে চাহিয়া অনিলা বলিল, "আর ঘণ্টা খানেক পরেই ফিরবেন।"

একটু অস্বস্তির ভাব দেখাইয়া গোকুল বলিল, "তাই তো, এক ঘণ্টা, সে তো প্রায় সন্ধ্যা। আমাকে আবার খিদিরপুর যেতে হবে।"

তাহার শুষ্ক মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া অনিলা বলিল, "আপনার বোধ হয় এখনো খাওয়া হয় নি?"

গোকুল বলিল, "না, ট্রেন থেকে নেমে বরাবর এইখানে আসছি।"

অনিলা আর কিছু না বলিয়াই বাহির হইয়া গেল, এবং একটু পরেই চাকরের হাতে এক থালা জলখাবার সাজাইয়া আনিয়া ঘরে ঢুকিল। জলখাবার দেখিয়াই অনিলা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গোকুল ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "ও সব কি? না না, জল খাওয়া, ও সব থাক্।"

সহাস্যে অনিলা বলিল, "তাও কি হয়, বেলা চারটে বাজে, এখনও আপনার কিছু খাওয়া হয় নি।"

জোরে মাথা নাড়িয়া গোকুল বলিল, "তা হোক্, ও রকম আমাদের অভ্যাস আছে। না না, ও সব আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।"

একটু কুণ্ঠিতভাবে অনিলা জিজ্ঞাসা করিল, "খেতে কিছু দোষ আছে কি?"

ব্যগ্রস্বরে গোকুল বলিল, "দোষ? দোষ আছে বৈ কি। আমি হ'লাম হিন্দু, আপনারা হ'লেন ব্রাহ্ম। দোষ একটু আছে বৈ কি। না না, এখানে আমি কিছু খেতে পারবো না।"

অনিলার মুখখানা লজ্জায়—অপমানে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে চাকরকে ইঙ্গিত করিল। চাকর খাবার লইয়া চলিয়া গেল। অনিলা মুখ নীচু করিয়া অন্যমনে চেয়ারখানা নাড়িতে লাগিল।

চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু আসিয়াছেন। অনিলা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গোকুলদা যে এবাড়ীতে আসিবে ইহা যোগেন্দ্রনাথ কখনও ভাবেন নাই। কিন্তু সহসা তাহার আগমন সংবাদ শ্রবণে তিনি শুধু বিস্মিত হইলেন না, গোকুলদার একটা অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা করিয়া ভয়ও পাইলেন। গোকুলদা যে সংস্কারের বশে তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব সম্পর্কটাও অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, অদৃষ্টচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে গোকুলদা সেই সুদৃঢ় সংস্কারটাকে মনের ভিতর চাপিয়া রাখিয়া কিরূপে যে আপনার

হীনতা প্রতিপন্ন করিতে আসিল ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল।

ভাবিতে ভাবিতে যোগেন্দ্রনাথ বসিবার ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গোকুল একটা হর্ষসূচক শব্দ করিয়া ব্যস্তভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে গেল। কিন্তু একটু উঠিয়াই সহসা যেন আত্মসংবরণ করিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িল। যোগেন্দ্রনাথ ধীর গম্ভীরভাবে এক-খানা চৌকী টানিয়া লইয়া বসিলেন। টেবিলের উপর একখানা ইংরাজী খবরের কাগজ ছিল; গোকুল সেখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। কতকাল পরে উভয় বন্ধুর মধ্যে সাক্ষাৎ; কিন্তু কাহারও মুখে কথা নাই, যেন পরস্পর সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় বসিয়া শুধু নীরবে স্মৃতির দংশন সহ্য করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে যোগেন্দ্রনাথ কথা কহিলেন। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ গোকুলদা ?"

কাগজখানার উপর দৃষ্টি রাখিয়া গোকুল উত্তর দিল, "মন্দ কি ?"

যো। আমি কিন্তু তোমার অবস্থাটা একটু মন্দ ব'লেই শুনেছিলাম।

গো। অবস্থার কথা ছেড়ে দাও। মানুষের অবস্থা কি চির-দিন সমান থাকে ?

গোকুল বক্রকটাক্ষে যোগেন্দ্রনাথের দিকে চাহিল।

যো। তা থাকে না, কারণ মানুষ অনেক সময় বুদ্ধির দোষে দুরবস্থাকে ডেকে আনে।

হাসিতে হাসিতে গোকুল বলিল, "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ কি মনে ক'রে? মতিভ্রমের বশে নাকি?"

গোকুল বলিল, "না, ভ্রমসংশোধনের জন্য। তোমার টাকাটার একটা বন্দোবস্ত করতে।"

যো। কি রকম বন্দোবস্ত করতে চাও?

গো। সেইটাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

যো। আমাকে?

গো। হাঁ। কিন্তু তার আগে আমার বর্ত্তমান অবস্থাটা তোমার শোনা দরকার।

যো। না শুনলে কি চলে না?

"না" বলিয়া গোকুল আপনার অবস্থা একে একে বর্ণনা করিল। সমস্ত শুনিয়া যোগেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিলেন। গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি উপায়ে তোমার ঋণটা শোধ যেতে পারে, তোমার কাছে তারই পরামর্শ চাই।"

যোগেন্দ্রনাথ মুখ তুলিয়া ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন, "আমার এই টাকা কয়টা শোধ করাই কি তোমার সব চেয়ে দরকারী হ'য়ে পড়েছে?"

গোকুল বলিল, "ঋণমুক্ত হওয়ার চেয়ে আর কোন দরকারী কাজ জগতে আছে কিনা জানি না।"

কঠোরস্বরে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিন্তু তুমি যে সম্পূর্ণরূপে পথে ব'সেছ সেটাও জানা উচিত।"

স্থির গম্ভীরস্বরে গোকুল বলিল, "পথে বসলেও তোমার কাছ ছাড়া আমি কারো এক পয়সা ধারি না, যোগী ?"

যো। স্ত্রী কোথায় ?

গো। বাপের বাড়ীতে।

যো। কতদিন সেখানে থাকবেন ?

গো। যতদিন তাঁর ইচ্ছা।

যো। তিনি কি ইচ্ছা ক'রেই সেখানে গিয়েছেন ?

গো। কতকটা ইচ্ছায়, কতকটা দায়ে পড়ে।

যো। কতকটা নয় গোকুলদা, সম্পূর্ণ দায়ে পড়েই গিয়েছেন।

গোকুল নীরবে খবরের কাগজখানা লইয়া নাড়িতে লাগিল। যোগেন্দ্রনাথ ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তাঁর প্রতিও কি তোমার কোন কর্ত্তব্য নাই ?"

গোকুল মুখ তুলিয়া চাহিল ; স্থির প্রশান্তস্বরে বলিল, "জগতে কর্ত্তব্যের শেষ নাই যোগী। কিন্তু মানুষের শক্তি এত ক্ষুদ্র যে, সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করবার সুযোগ সে পায় না।"

যো। তা হ'লেও নিজের অক্ষমতার দোহাই দিয়ে তোমার মত কেউ বিবাহিতা স্ত্রীকে পথে বসায় না।

ঈষৎ হাসিয়া গোকুল বলিল, "তুমি রাগ ক'রো না যোগী, আমি সত্যই অক্ষম।"

ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এত অক্ষম যে, বন্ধুর উপর নির্ভর করার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছ।"

গোকুল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন,

"ভয় নাই গোকুলদা, আমার এই টাকা কয়টার জন্য তোমার আপাতত জেলে যাবার সুযোগ হবে না।"

গোকুল উঠিয়া দাঁড়াইল; শান্তস্বরে বলিল, "তুমি এখন রেগেছ যোগী, আমি আর এক সময় আসব।"

যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কোথায় যাবে?"

গো। খিদিরপুরে।

যো। সেখানে কে আছে?

গো। সেখানে আমাদের গাঁয়ের জগন্নাথ পালের দোকান আছে। আজ সেখানে গিয়েই খাওয়া দাওয়া করবো।

যো। তার পর?

গো। তারপর একটা কাজ কর্ম্ম যোগাড় ক'রে নিতে হবে।'

"যাও" বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

গোকুল প্রস্থানোদ্যত হইল। দরজার কাছে গিয়া সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল; ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "একটা কথা ব'লে যাই যোগী, তুমি আমাকে যতটা অকৃতজ্ঞ মনে ক'রেছ, বাস্তবিক আমি ততটা অকৃতজ্ঞ নই। জগতে যদি আমি কারো উপর নির্ভর দিতে পারি, সে তুমি। কেন না তুমি ছাড়া আমার ব'লে পরিচয় দেবার আর আমার কেউ নাই।"

গোকুলের স্বরটা রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

গোকুল চলিয়া গেলে যোগেন্দ্রনাথ কতক্ষণ যে সংজ্ঞাহীনভাবে বসিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে চাকরে আলো দিয়া গিয়াছিল, অনিলা আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু কোন দিকেই তাহার হুঁস ছিল না। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভাবে যেন অতীতের কোন এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। সহসা অনিলার কণ্ঠস্বরে তাঁহার চৈতন্য হইল। অনিলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বন্ধু চলে গেছেন?"

যোগেন্দ্রনাথ চমকিত ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অনিলা একটু তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এ রকম বন্ধু আর কতগুলি আছেন?"

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দুর্ভাগ্যের বিষয় অনিলা, আর একটীও নাই।"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া অনিলা বলিল, "আমি কিন্তু এই নাইটাকেই সব চেয়ে সৌভাগ্য বিবেচনা করি।"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার বিবেচনায় আমার বোধ হয় কিছু আসে যায় না।"

অনিলা তীব্র ভ্রূকুটী করিল। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "গোকুলদা কেন এসেছিল জান?"

অনিলা বলিল, "সেটা জানা আমি তত প্রয়োজন বোধ করি নাই।"

যোগে। প্রয়োজন আছে। মাস কতক আগে ছ'শো টাকা দিয়ে আমি তাকে ঋণমুক্ত ক'রেছিলাম।

অনি। বন্ধুর উপযুক্ত কাজ ক'রেছিলে।

যোগে। গোকুলদা কিন্তু সেটাকে বন্ধুত্বের দান ব'লে স্বীকার করে নাই, ঋণ স্বরূপেই গ্রহণ করেছিল।

অনি। আজ কি সেই ঋণ শোধ করতে এসেছিল?

যোগে। পরিশোধ করবার সামর্থ্য আপাততঃ নাই; কি উপায়ে পরিশোধ হ'তে পারে তারই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল।

অনি। তোমাকে?

গর্ব্বস্ফীত কণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি ছাড়া আর কেউ যে তার বন্ধু আছে এ কথা সে স্বীকার করে না।"

ঈষৎ শ্লেষের হাসি হাসিয়া অনিলা বলিল, "অথচ বন্ধুর কৃতজ্ঞতার দানটুকুও গ্রহণ করতে পারে না?"

এই শ্লেষটুকু যোগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন; বুঝিয়া একটু রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "আমাদের সাধারণ ধারণার অতীত এমনও লোক আছে অনিলা, যারা শুধু দান করতে চায়, প্রতিগ্রহ করতে কুণ্ঠা বোধ করে।"

অনিলাও স্বরে একটু জোর দিয়া বলিল, "কিন্তু তোমার ঐ সঙ্কীর্ণচিত্ত হিন্দু বন্ধুটীর ভিতর যে এতটা উদারতা আছে, এই কথাটাই কি আমাকে বোঝাতে চাও?"

বিরক্তিপূর্ণস্বরে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি বোঝাতে চাইলেও তুমি বুঝবে না। কারণ তোমার বিশ্বাস, জগতের উদারতা নামক পদার্থটী তোমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মেরই একচেটিয়া ব্যবসায়।"

ক্রুদ্ধভাবে অনিলা বলিল, "তুমি আমাকে নিন্দা করতে পার, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মকে নিন্দা করতে পার না। কারণ, স্বেচ্ছায় না হউক, অনিচ্ছাতেও তুমি এখন সেই ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হ'য়েছ।"

উত্তেজিত কণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এটাকে আমি আমার দুর্ভাগ্য ব'লেই মনে করি অনিলা।"

শ্লেষপূর্ণস্বরে অনিলা বলিল, "কিন্তু এই দুর্ভাগ্যটুকু স্বীকার না করলে আজ বোধ হয় বন্ধুকে জেল হ'তে মুক্ত করবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারতে না।"

যোগেন্দ্রনাথ কঠোরদৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। অনিলা সমান তীব্রকণ্ঠে বলিল, "এজন্যও অন্ততঃ তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত।"

হতাশভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে জন্য ধর্ম্মের কাছে না হউক, তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ উচিত বটে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া অনিলা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার জন্যই কি তুমি এতটা ত্যাগ স্বীকার ক'রেছিলে?"

যোগেন্দ্রনাথ দুই হাতে মাথা টিপিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, "এতদিন পরে সে কথাটা তোমাকে বোঝাতে চাই না অনিলা?

অনিলা বলিল, "বোঝাবার চেষ্টা করতে, যদি সেটা একটা খুব বড় মিথ্যা না হ'তো।"

যোগেন্দ্রনাথ তীব্রদৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত-

ভাবে বলিলেন, "হাঁ অনিলা, তার চেয়ে মিথ্যা, তার চেয়ে ভুল আমার জীবনে আর হয় নাই।"

মুহূর্ত্তে অনিলার মুখখানা যেন বরফের মত সাদা হইয়া গেল। সামান্য তর্কের মুখে যোগেন্দ্রনাথের মুখ দিয়া যে এমন একটা কঠোর সত্য বাহির হইয়া পড়িবে, ইহা সে প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু আজি তাহারই নির্ব্বুদ্ধিতায় এই অপ্রত্যাশিত কঠোর সত্যটা যখন যোগেন্দ্রনাথের মুখ দিয়া বেশ সহজ ভাবেই বাহির হইয়া পড়িল, তখন তাহার ক্ষুব্ধ অন্তর হইতে এমনই একটা তীব্র তিরস্কারের বেদনা উত্থিত হইল যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার মাথাটা নীচু না হইয়া থাকিতে পারিল না। অথচ তাহার সব চেয়ে লজ্জাজনক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, যোগেন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ কঠোর দৃষ্টিতে তাহার এই অপমানক্ষুব্ধ ব্যথিত ভাবটাকে লক্ষ্য করিতেছেন; তাহার অন্তরের সমস্ত লজ্জা, সকল ক্ষোভ যেন মুদ্রিত পুস্তকের উদ্ঘাটিত পৃষ্ঠার ন্যায় যোগেন্দ্রনাথের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অনিলা মুখ ফিরাইতে পারিল না: সে জোর করিয়া মুখে একটা অস্বাভাবিক কাঠিন্য আনিয়া স্বামীর গর্ব্বোজ্জ্বল দৃষ্টির সমক্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময়ে গোকুল ব্যস্তভাবে "যোগী, যোগী" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। যোগেন্দ্রনাথ ও অনিলা উভয়েই চমকিত ভাবে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নদী যখন প্লাবনপুষ্ট হইয়া পূর্ণবেগে বহিয়া যায়, তখন সে আপনার পরিপূর্ণতার উচ্ছ্বাসে এতই অধীর হইয়া পড়ে যে, সে আপনাকেও স্থির রাখিতে সমর্থ হয় না; আপনার দুর্দ্দম বেগ আপনিই রোধ করিতে না পারিয়া উভয় কূল প্লাবিত করিতে থাকে। শেষে প্লাবনবেগ যখন হ্রাস পাইয়া আইসে, তখন সে আপনার কর্দ্দমাক্ত আবর্জ্জনাপূর্ণ সৈকত, বিদীর্ণদেহ তীরভূমি দেখিয়া আপনি শঙ্কিত হয়, লজ্জায় আপনার সঙ্কীর্ণ খাত মধ্যে আত্মগোপন করিবার জন্য যেন ব্যস্ত হইয়া উঠে।

ভ্রাতৃগৃহে আসিবার পর পার্ব্বতীর অবস্থাও অনেকটা এইরূপ হইল। অভিমানে আত্মহারা হইয়া সে সকলকে ঠেলিয়া দিয়া শুধু আপনি সংসারে মাথা উচু করিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে চেষ্টার পরিণাম কি শোচনীয় হইয়াছে। আজি সে কত নিম্নে! অমূল্যচরণের কথা যদি সত্যই হয়, তাহা হইলেও সেটা তাহারই শোচনীয় পরাভয়ের বীভৎস কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নহে। সে আপনার যে সৌন্দর্য্যকে বিশ্ববিজয়ী জ্ঞান করিত, এবং গোকুলের মত স্বামীকে যাহার পাশে দাঁড়াইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত মনে করিত, তাহার সেই অসামান্য রূপগর্ব্বের কি নিদারুণ পরাভব। গোকুলের মত লোক তাহার এই অসীম সৌন্দর্য্যরাশিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যাইবে, ইহা অপেক্ষা তাহার রূপগর্ব্বের লজ্জাজনক ব্যর্থতা

আর কি হইতে পারে ?' স্বামী তাহার সকল গর্ব্ব, সকল অভিমান চূর্ণ করিয়া দিয়া আর এক্ জনের উপাসনায় রত হইল, আর সে সেই উপেক্ষিত ব্যর্থ সৌন্দর্য্য লইয়া, পরাজয়ের নিদারুণ কালিমা মুখে মাখিয়া পলাইয়া আসিল। ধিক্, আজ সে কত নিম্নে!

পার্ব্বতী দেখিল, তাহার এখানে পলাইয়া আসাই সব চেয়ে ভুল, সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যদি সেখানে দাঁড়াইয়াই এই পরাজয়ের ক্ষোভটাকে সহিষ্ণুভাবে মাথা পাতিয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে হয় তো অপমানের এত তীব্রকশা তাহাকে সহ্য করিতে হইত না। পার্ব্বতীর সব চেয়ে ভয় হইল, এখানকার কেহ যদি এমন অস্বাভাবিক পরাজয়ের কথাটা শুনিতে পায়, তাহা হইলে গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া তাহার আর উপায়ান্তর থাকিবে না। পার্ব্বতী বড় সঙ্কোচে, বড় ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতে লাগিল।

সোণার মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁলা নাতনি, এই সেদিন গেলি, আবার এরি মধ্যে যে পাঠিয়ে দিলে ?"

পার্ব্বতী বলিল, "পাঠাবে আবার কে ? আমার ইচ্ছা হ'লো, চলে এলাম।"

সোণার মা বলিল, "চলে তো এলি, কিন্তু নাতি ছেড়ে দিলে ?"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া পার্ব্বতী বলিল, "ছাড়বে না তো ধ'রে রাখবে ?"

সোণার মা সহাস্যে বলিল, "ধ'রে নয় লো বেঁধে রাখবে। এমন সোমত্ত বয়েস, তায় ফাগুন মাসের দখিন হাওয়া, আর নাতি তোকে বুক ধ'রে ছেড়ে দিলে ? কে জানে ভাই, মিনসের কি রকম আক্কেল।"

পার্ব্বতী বলিল, "আক্কেল তার খুব ভাল ঠানদি, কিন্তু তাই ব'লে আমি তোমাদের দেখতে আসব না ?"

সোণার মা বলিল, "আসবি না কেন ভাই, জন্ম জন্ম আসবি। কিন্তু সে ছেড়ে দিলে তবে তো আসবি।"

পা। বললাম তো, আমি নিজে এসেছি।

মুখ মচকাইয়া সোণার মা বলিল, "কে জানে ভাই, তোদের আজকালকার ভালবাসা কেমনতর। আমাদের কালে—হায় রে, অমন বয়সে চক্ষের আড় করতে চাইতো না।"

পার্ব্বতী বলিল, "গলায় কবচ ক'রে ঝুলিয়ে রাখতো নাকি ?"

সোণা মা। তার চেয়েও কিছু বেশী। চোখের কাজল ক'রে রাখতো। তবে শোন্ একদিনের কথা বলি, তখন সোণা কোলে। তিন বচ্ছর বাপের বাড়ী যাইনি, মনটা বড় খারাপ হ'লো ; মিনসেকে বললাম। মিনসে বললে, তা এক কাজ কর ছোট বৌ, আমার তো বেশী দিন থাকলে চলবে না, চল দিন তিনেকের মত তোমায় ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। আমি অবাক্ হ'য়ে বললাম 'ওমা, তুমি যাবে কেন গো !' মিনসে বললে, 'আমি না গেলে তোমায় হেপাজাত ক'রে নিয়ে যাবে নিয়ে আসবে কে ?' আমার ভাই বড্ড রাগ হ'লো, কতকগুলো তিরস্কার করলুম, যা মুখে এলো তাই বললুম। মিনসে গুম হয়ে রইল। আমিও জেদ ধরলুম যাব। যাবার দিন ঠিক হলো। মিনসে করলে কি জান, আমাদের বাড়ীর কাছে একটা এঁদো ডোবা ছিল, মাছ ধরার অছিলে ক'রে মিনসে তাতে সাতগণ্ডা ডুব দিয়ে এল। সকালে যাবার জন্যে পোঁটলা পুটলী বেঁধে দেখি মিনসে কাঁথা মুড়ি দিয়ে-

হুঁ হুঁ কচ্চে। আমাকে দেখে ধুঁকতে ধুঁকতে বললে, 'আমার বিকার হয়েছে ছোট বৌ, সন্নিপাতে ঘিরেছে, আমি মরবো।' আমার তো শুনেই চিত্তির। কবরেজ ডাকতে পাঠালাম, মিনসের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বললাম, 'ওগো, তুমি ম'রো না, আমি আর কখন কোথাও যাবার নাম করবো না।' মিনসে সে যাত্রা বেঁচে গেল বটে, কিন্তু যমে মানুষে টানাটানি কত্তে হ'লো।

পার্ব্বতী স্তব্ধভাবে বসিয়া সোণার মার এই ভালবাসার উপাখ্যান শুনিল; শুনিতে শুনিতে তাহার চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিল। সোণার মা উপাখ্যান শেস করিয়া দুঃখের সহিত বলিল, "কে জানে ভাই, তোদের আজকাল কেমনতর ভাব। আমাদের সে এক কালই গেছে।"

অতীতের সহিত বর্ত্তমানের পার্থক্য বিচার করিতে করিতে সোণার মা প্রস্থান করিল; পার্ব্বতী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সোণার মার কথাগুলা মনে মনে ভাবিতে লাগিল।

পার্ব্বতী ভাবিল, দূর হউক, সেখানে ফিরিয়া যাই। কিন্তু কোথায় যাইবে? মাথা রাখিয়া দাঁড়াইবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত যে নাই। তা ছাড়া কাহার নিকট যাইবে? যে তাহাকে চায় না, তাহার এমন রূপ যৌবন সকল পদদলিত করিয়া অন্যের দ্বারস্থ হইতে লজ্জা বোধ করে না, তাহার নিকট গিয়া কোন মুখে বলিবে, "ওগো আমাকে তোমার পায়ে একটু স্থান দাও।" হউক সে স্বামী, কিন্তু তাহার নিকট এতটা দৈন্য স্বীকার করিতে পার্ব্বতীর সমগ্র অন্তঃকরণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

সোণার মার বর্ণিত উপাখ্যানটা সত্য, না গল্পমাত্র? স্বামী কি স্ত্রীর জন্য এতটা করিতে পারে? কৈ তাহার পিত্রালয়ে আসিবার প্রস্তাবে স্বামী তো একটুকুও আপত্তি প্রকাশ করিল না, বরং যেন খুব সহজভাবেই তাহাতে সম্মতি দিয়াছিল। সে যে তাহার কোন প্রয়োজনের মধ্যেই নহে, তাহার দানটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে স্বামী নিতান্ত কুণ্ঠিত, স্বামীর প্রতি কথায়, প্রত্যেক আকার ইঙ্গিতে এমনই ভাবের প্রকাশ। পার্ব্বতী সেই স্বামীর নিকট ফিরিয়া যাইবে?

স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে দুর্ভাগ্য বলিয়া জানিলেও পার্ব্বতী কিন্তু জোর করিয়া সেটাকে স্বীকার করিয়া লইতে চাহিল না। অপরের ভালবাসার উপর নির্ভর করাকে সে হৃদয়ের একটা দুর্ব্বল বৃত্তি বলিয়াই স্থির করিয়া লইল। তথাপি সে লোকের নিকট ইহা প্রকাশ করা নিতান্ত দৈন্য স্বীকার করা বলিয়াই বুঝিয়াছিল। সুতরাং সে সযত্নে আপনার দৈন্যটুকু গোপন করিয়া চলিতে লাগিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

পার্ব্বতী শুধু একজনের কাছে ধরা পড়িয়াছিল। যতীন রায় আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে পার্ব্বতীর এই আত্মদৈন্য গোপনের চেষ্টাটা সহজেই ধরিয়া ফেলিয়াছিল। ধরিতে পারিলেও সে কিন্তু কোন দিনই আপনার এই বুদ্ধির গৌরব প্রকাশ করে নাই, বরং সে যেন কিছুই বুঝে নাই এমনই সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিত। যতীন প্রায় প্রত্যহই বেড়াইতে আসিত, পার্ব্বতীর সহিত গল্প করিত, কিন্তু ভ্রমক্রমেও তাহার স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত না।

যতীনের বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীর সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। বিবাহের পর দেনা পাওনার তর্ক বিতর্ক ক্রমে বিবাদে পরিণত হইলে যতীন পিতার আজ্ঞায় স্ত্রীকে ত্যাগ করিল। স্ত্রী পিত্রালয়ে আশ্রয় লইল, যতীন স্বচ্ছন্দবিহারী প্রজাপতির ন্যায় আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিল। স্ত্রীকে ত্যাগ করার জন্য কেহ কিছু বলিলে যতীন গর্ব্বস্ফীত কণ্ঠে বলিত, "পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতার মস্তক ছেদন ক'রেছিলেন, আর আমি স্ত্রী ত্যাগ করবো একি বেশী কথা। আমরা আর্য্যসন্তান, আমাদের পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ ইত্যাদি।"

তাহার ধর্ম্মজ্ঞান দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত হইত। পিতাও তখন স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গারূঢ়। যতীন পিতার পিণ্ডদানের সঙ্গেই চাকুরীরও

পিণ্ডদান কার্য্য শেষ করিয়াছিল। পিতা নাজিরী করিয়া যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইবার পক্ষে আপাতত কোন অন্তরায় ছিল না। সুতরাং যতীনের দিনগুলা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিতেছিল।

একদিন পার্ব্বতী যতীনকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ যতীনদা, বিয়ে করলে, কিন্তু বৌ নিয়ে ঘর করবে না?"

যতীন বিজ্ঞভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "বিবাহ একটা প্রধান সংস্কার, সেই সংস্কারের জন্যই বিবাহের প্রয়োজন; স্ত্রী নিয়ে ঘর করার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই।"

পার্ব্বতী বলিল, "কিন্তু সংসারের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আছে।"

উদাসস্বরে যতীন বলিল, "সংসার! যেখানে ভালবাসার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানে কিসের সংসার পারু?"

পা। ভালবাসাটাও আকাশ কুসুম নয়, ভালবাসলেই ভালবাসা জন্মে।

য। তা হয় না পারু, মনের সঙ্গে জোর চলে না। তোমার হাতের ঐ বইখানা দেখ, ওর সাদা কাগজের উপর একবার যে ছাপ পড়েছে, তা আর কিছুতেই মুছবে না। এখন ওর উপর আর একটা ছাপ দিতে গেলে দুইটাই গোলমাল হ'য়ে যাবে।

বিস্মিতভাবে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মনের উপর কি আগেই ছাপ পড়েছে?"

করুণ দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া যতীন ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "আমকে কি পরীক্ষা কচ্চো পারু?"

পার্ব্বতী শিহরিয়া দৃষ্টি নত করিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ওসব ছেলে মানুষীর কথা ভুলে যাও যতীন দা।"

বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া যতীন বলিল, "জগতে ভালবাসার চেয়ে আমি কোন বিজ্ঞতাকেই উচ্চ আসন দিতে পারি না।"

পা। কিন্তু যাকে বিয়ে করেছ, তার প্রতিও তো তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে?

য। সে কর্ত্তব্য আমি ভুলি নাই, তার খোরপোষের বন্দোবস্ত করে দেব।

পার্ব্বতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সত্যই কি যতীন এখনও তাহাকে ভালবাসে? তাহাকে ভালবাসিয়াই কি সে সংসারে সন্ন্যাসী সাজিয়া থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছে? পার্ব্বতীর বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। কিন্তু কথাটা ভাবিতে তাহার মনটা যতীনের উপর করুণায় আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারিল না। সে মুখ তুলিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "আমার কথা শুনবে যতীন দা?"

যতীন বলিল, "বল।"

পা। বৌকে নিয়ে ঘর ঘরকন্না কর।

য। তারপর?

পা। এক সঙ্গে থাকতে থাকতেই ক্রমে ভালবাসা জন্মাবে। তুমি একটা স্বপ্ন নিয়ে মুগ্ধ হ'য়ে আছ। কিন্তু দেখবে, বাস্তবের কাছে এই স্বপ্নের ঘোর দু'দিনে কেটে যাবে।

মৃদু হাসিয়া যতীন বলিল, "তাই যায় নাকি?"

পার্ব্বতী বলিল, "নিশ্চয়। পরীক্ষা ক'রেই দেখ না।"

যতীনের হাস্যপ্রফুল্ল মুখখানা মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া আসিল। সে স্থির দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া করুণ অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি তা পারব না পারু; স্বপ্ন হয় হোক, এই স্বপ্ন নিয়ে আমি জীবনযাত্রা আরম্ভ করেছি, স্বপ্ন নিয়েই যাত্রা শেষ করবো। তবু বাস্তবের আঘাতে আমি আমার এমন আকাঙ্ক্ষিত সুখ স্বপ্ন; ভাঙ্গতে পারব না। আমি তোমার অনুরোধ রাখতে পারলাম না পারু।"

যতীন একটা ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং আর একবার পার্ব্বতীর মুখের উপর করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। পার্ব্বতী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় বসিয়া রহিল। এখনও যতীন তাহাকে ভালবাসে; তাহারই জন্য সে নিজের জীবনটাকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করিয়া ফেলিয়াছে। যতীনের এই গভীর ভালবাসার নিকট পার্ব্বতী শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মস্তক নত করিল। অনুতপ্ত হৃদয়ে ভাবিল, হায়, একদিন সে এই যতীনের সমক্ষে গর্ব্বোন্নত বক্ষে দাঁড়াইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞার স্বরে বলিয়াছিল, তাহাকে বিবাহ করিতে হইলে পার্ব্বতী গলায় দড়ি দিবে, বিষ খাইবে। পার্ব্বতীর বিষ খাওয়াই উচিত। 'যতীন কত উচ্চে, আর সে কত নিম্নে!

ভাবিতে ভাবিতে পার্ব্বতীর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

যতীন তখন রাস্তায় আসিয়া হাসিতে হাসিতে আঙ্গুলের তুড়ীতে তাল দিয়া গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

"যারো প্রাণ তারো হাতে লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হোলে জিজ্ঞাসিব সে নিলে কি আমায় দিলে;
যারো প্রাণ"—হাঃ হাঃ!

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

এমন এক আধ দিন নয়, যতীন প্রায়ই আসিয়া পার্ব্বতীর কাণে ভালবাসার মন্ত্র ঢালিয়া দিত, এবং পার্ব্বতীকে ভালবাসিয়া সে যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিত। সে পার্ব্বতীকে বুঝাইত, তাহার এ ভালবাসা আকাঙ্ক্ষাশূন্য, সুখদুঃখ বোধবিহীন, নিষ্কাম ভালবাসা ; ইহা কঠোর আত্মদানব্রত, আত্মবিসর্জ্জনেই ইহার উদ্‌যাপন। যতীন মদ খায় শুনিয়া পার্ব্বতী তাহাকে তিরস্কার করিল। যতীন উত্তর দিল, "যাহার জীবনে সুখ নাই, স্পৃহা নাই, সে মদ কোন্ ছার, বিষ পাইলে খাইতে পারে।"

যতীনের কথা শুনিতে শুনিতে পার্ব্বতীর মনের ভিতর এমন একটা তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল, যাহাতে পার্ব্বতী একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সময়ে সময়ে পার্ব্বতী দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিত, সে যতীনকে বিষধর বোধে দূরে পরিহার করিবে। সংকল্প কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইত না। একজাতীয় সর্প নিশ্বাসে আপনার ভক্ষ্য জীবকে কাছে টানিয়া আনে। যতীনও যেন নিশ্বাসে পার্ব্বতীকে কাছে টানিয়া আনিত। পার্ব্বতীর কোন দৃঢ়তাই সেখানে স্থায়ী হইত না।

পার্ব্বতী প্রথম প্রথম আপনার হৃদয়বলের উপর নির্ভর করিয়াছিল। কিন্তু শেষে যখন দেখিল, সে একান্ত দুর্ব্বল, নিতান্ত অসহায়, যতীন আপনার কুহকপূর্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে সমস্ত বাধা বিঘ্ন নির্ম্মূল করিয়া তাহার সকল প্রবৃত্তির উপর আসন পাতিয়া বসিয়াছে, তখন সে মাথা কুটিয়া, কপালে হাত চাপড়াইয়া অনুতাপ করিতে লাগিল, হায় কেন আসিলাম! যতীনের পায়ে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেওয়া অপেক্ষা স্বামীর চরণে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া তাহারই পা জড়াইয়া কেন

না পড়িয়া রহিলাম ! কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল কণ্ঠে পার্ব্বতী ডাকিল, "হে ভগবান ! হে দর্পহারী মধুসূদন ! আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে ; আমাকে বাঁচাও ; আমার নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা কর।"

কিন্তু দেবতা বুঝি তাহার সকাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। যতীন চারিদিক হইতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে উপক্রম করিল। পার্ব্বতী হতাশ হইয়া পড়িল।

এমনই সময়ে পার্ব্বতীর নামে একখানা পত্র আসিল। গোকুল লিখিয়াছে,—

"পারু, আমি কলিকাতায় আসিয়াছি, কিন্তু কঠিন রোগে শয্যা-গত হইয়া পলে পলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। মুখে জল দিবার লোক নাই। উপরে ঠিকানা দিলাম, যদি পার একবার আসিও। অন্ততঃ মৃত্যুকালে তোমাকে দেখিয়া মরিতে পারিব। ইতি

তোমার হতভাগা স্বামী

শ্রীগোকুল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

পত্র পড়িয়া পার্ব্বতী স্তম্ভিত হইল। সে তখনই কলিকাতায় যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু কাহার সঙ্গে যাইবে? ভাই কলিকাতায় ; সে শনিবারে বাড়ী আসিবে, আজ সবে মাত্র বুধবার। এ চারিদিন তো পার্ব্বতী অপেক্ষা করিতে পারে না। যতীন সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু পার্ব্বতী একা যতীনের সঙ্গে যাইতে রাজি হইল না। অবশেষে ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে যুক্তি করিয়া স্থির করিল, রঘু মাইতির মাতাকে লইয়া যতীনের সঙ্গে যাওয়া হউক।

সেই দিন বৈকালের ট্রেণে পার্ব্বতী কলিকাতা যাত্রা করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পার্ব্বতী সমস্ত পথটা বড়ই উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত করিল। প্রত্যেক ষ্টেশনে গাড়ীতে কত নূতন লোক উঠিল, কত লোক গাড়ী হইতে নামিয়া গেল। কত স্ত্রীলোক আসিয়া পার্ব্বতীর সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা করিল; পার্ব্বতী কিন্তু তাহাদের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিল না, আপনার চিন্তারাশি লইয়া সে চুপ করিয়া এক পাশে বসিয়া রহিল।

গাড়ী হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইলে যতীন একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া পার্ব্বতী ও রমুর মাকে লইয়া পত্রনির্দ্দিষ্ট ঠিকানার উদ্দেশে চলিল।

একখানা ছোট একতালা বাড়ীর দরজায় আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। যতীন গাড়ী হইতে নামিয়া দরজার কড়া নাড়িলে বাড়ীর ঝি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। যতীন বাড়ী ঢুকিবার আগেই পার্ব্বতী নামিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। ঝি তাহাকে লইয়া গিয়া একটা ঘরে বসাইল।

ঘরে ঢুকিয়া পার্ব্বতী ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু যাহা খুঁজিতেছিল তাহা পাইল না। ঝি তাহাকে বসাইয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। পার্ব্বতী উৎকণ্ঠাপূর্ণ চিত্তে বসিয়া যতীনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে যতীন আসিল। আসিয়া বলিল, "মুখ হাত ধুয়েছ পারু? ঝি কোথায় গেল?"

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কোথায় আনলে যতীন দা?"

যতীন বলিল, "এটা আমার মেসোর বাড়ী। তাঁরা দেশে গিয়েছেন, তাই বাড়ীটা খালি পড়ে আছে।"

বিরক্তভাবে পার্ব্বতী বলিল, "কিন্তু এখানে আমাকে আনবার কি দরকার ছিল?"

যতীন বলিল, "আজ রাত্রে তো গোকুল বাবুর ঠিকানা খুঁজে বার করতে পারব না, কাজেই এখানে আসতে হলো।"

অতঃপর যতীন ঝিকে ডাকিয়া তাহার হাতে টাকা দিয়া খাবার আনিবার জন্য আদেশ দিল। ঝি চলিয়া গেলে সে পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রেঁধে খাওয়ার তো কোন জোগাড় নাই, কাজেই খাবার খেয়েই রাতটা কাটাতে হবে।"

পার্ব্বতী কোন উত্তর করিল না। সে দেখিল, রাঁধিয়া খাওয়ার যোগাড় ছাড়া আর সকল যোগাড়ই ঠিক হইয়া আছে। বিছানা পত্র, থালা ঘটী, আলো, নায় নূতন মাটীর কলসীতে জল পর্য্যন্ত তোলা আছে। পার্ব্বতী ভাবিল, যখন এ বাড়ীতে কেহ বাস করে না, তখন এ সকল যোগাড় কে করিয়া রাখিল? কেন করিল? তবে কি আগে হইতেই যতীন এ সকল ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল? কিন্তু মাত্র আজ সকালে তো সে স্বামীর পত্র পাইয়াছে; ইহার আগে তাহার কলিকাতায় আসিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। পার্ব্বতীর মনে একটা ঘোর সন্দেহের উদ্রেক হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ঝি খাবার লইয়া আসিল। যতীনের অনেক অনুরোধে পার্ব্বতী সামান্য মাত্র জল খাইয়া রঘুর মাকে কাছে লইয়া শুইয়া রহিল। কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যে সে একবারও চক্ষু বুজিতে পারিল না।

যতীন সকালে রঘুর মাকে বলিল, "গঙ্গাস্নান করবি না রঘুর মা ?"

রঘুর মা পরের পয়সায় পুণ্যলাভের লোভ সংবরণ করিতে পারিল না, সে যতীনের সহিত গঙ্গাস্নান করিতে বাহির হইল।

অনেক বেলা হইলে মুটের মাথায় বাজার লইয়া যতীন ফিরিয়া আসিল, কিন্তু রঘুর মা ফিরিল না। পার্ব্বতী তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে যতীন আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বলিল, "সে কি, রঘুর মা এখনো ফেরে নি ? আমি যে মোড় থেকে তাকে গলি দেখিয়ে দিয়ে বাজারে গিয়েছিলাম।"

বাজার রাখিয়া যতীন তাড়াতাড়ি রঘুর মাকে খুঁজিতে বাহির হইল। কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে, মাগী নিশ্চয় রাস্তা ভুল করে কোথায় গিয়ে পড়েছে। আমি থানায় খবর দিয়ে এসেছি, কোথাও না কোথাও পুলিশের চোখে পড়লেই তারা এখানে দিয়ে যাবে।"

পার্ব্বতী রঘুর মার জন্য বড়ই চিন্তিত হইল। সে কোন রকমে ভাতে ভাত রাঁধিয়া দিলে যতীন খাইয়া গোকুলের বাসা খুঁজিতে বাহির হইল। পার্ব্বতী ভাতের কাছে বসিল মাত্র।

আহারাদির পর ঝি কাছে বসিয়া পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বাছা, তোমার বাড়ী কোথায় ?"

পার্ব্বতী বাসগ্রামের নাম বলিল। ঝি বলিল, "তোমার সোয়ামী আছে ?"

পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ, আছে।"

ঝি। তিনি বুঝি তোমায় ভালবাসেন না, যন্ত্রণা দেয় ?

পার্ব্বতী ভ্রূকুটি করিল। ঝি কিন্তু সে ভ্রূকুটির দিকে লক্ষ্য না করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, "তা কত মেয়ে সোয়ামী না থাকলে আসে, আবার কত মেয়ে সোয়ামীর কাছে, শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে যন্ত্রণা পেয়েও আসে। তা মা, বাবুর কি দেশে তালুক মুলুক আছে ?"

পার্ব্বতী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন বাবুর ?"

ঝি বলিল, "যে বাবু তোমাকে এনেছেন গো। তা তালুক মুলুক বিষয় আশয় না থাকলে কি কেউ পরের মেয়েকে ঘরের বাইরে আনে ? একটা মেয়ে মানুষ পোষা নয় তো, হাতি পোষা।"

পার্ব্বতী শিহরিয়া উঠিল ; তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল, গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। ঝি বলিল, "তা বাছা, একটু সাবধান হ'য়ে চলবে। এখন যেন রূপ আছে, যৌবন আছে, কিন্তু রূপ যৌবন তো চিরস্থায়ী নয়। এর পর—"

বাধা দিয়া পার্ব্বতী সগর্জ্জনে বলিল, "তুমি কি বলছো ? আমার সোয়ামীর অসুখ শুনে আমি তাঁকে দেখতে এসেছি।"

ঝি মুখ মচকাইয়া একটু হাসিল। পার্ব্বতীর কথাটা যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ইহাই যেন তাহার হাসি টুকুর ভাব। বিশ্বাস না

করিলেও সে পার্ব্বতীর কথাতেই সায় দিয়া যেন অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "বটে, তা বেশ করেছ বাছা। আহা সোয়ামী জিনিস, তার অসুখ করেছে, দেখতে আসবে বৈ কি।"

ঝি পান দোক্তা গালে দিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। পার্ব্বতী বজ্রাহতার ন্যায় স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

এ বলে কি? যতীন দা কি এই উদ্দেশ্যেই তাহাকে আনিয়াছে? ঝি কি তাহার সেই গুপ্ত উদ্দেশ্য কোনরূপে জানিতে পারিয়াছে? যতীনদা এতই বিশ্বাসঘাতক? অসম্ভবই বা কি। যে মদ খাইয়া কুৎসিত আমোদ প্রমোদ লইয়া দিন কাটায়, তাহাকে বিশ্বাস কি? ঝি নিশ্চয় উহার অভিসন্ধি অবগত আছে। নতুবা সে এমন কথা বলিতে সাহস করিবে কেন, এমন মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিবে কেন? পার্ব্বতীর ইচ্ছা হইল, ঝিকে ডাকিয়া সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু ঝি তখন চলিয়া গিয়াছে। পার্ব্বতী একা বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

কিন্তু ক্ষণপরেই স্বামীর পত্রের কথা মনে পড়িল। সত্যই তো, স্বামীর পত্র পাইয়া সে আসিয়াছে, যতীন তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছে মাত্র। সুতরাং ইহাতে তাহার কি অভিসন্ধি থাকিতে পারে? না না, যতীনদা কখনও এতটা অবিশ্বাসী হইতে পারে না। শুনা যায়, কলিকাতার ঝি মাগীরা প্রায়ই নষ্টচরিত্রের স্ত্রীলোক। এ আপনার নষ্ট চরিত্রের প্রভাবেই এতটা কুৎসিত কল্পনা করিয়া লইয়াছে। কোন স্পষ্ট প্রমাণ না পাইয়া শুধু ইহার কথায় যতীনদাকে অবিশ্বাসী স্থির করিলে তাহার উপর নিতান্ত অবিচার করা হইবে। কিন্তু

রঘুর মা ? যতীনদা তাহাকে গঙ্গাস্নান করাইতে লইয়া গেল, তারপর সে আর ফিরিল না কেন ? সত্যই কি সে রাস্তা ভুলিয়াছে ? পার্ব্বতী একা বসিয়া মনের ভিতর নানা কথা তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

পাশেই একখানা দোতলা বাড়ী। সহসা তাহার উপরকার ঘরের জানালাটা খুলিয়া গেল, এবং তাহার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল হাস্যধ্বনির সহিত গানের আওয়াজ পার্ব্বতীর কাণে আসিল। পার্ব্বতী রোয়াকে দাঁড়াইয়া খোলা জানালার দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল, এক অসংযত-বেশ্যা সুন্দরী যুবতী জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া বেশ গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়াছে। পার্ব্বতী অবাক্ হইল। দেখিতে দেখিতে এক পুরুষ আসিয়া যুবতীর পাশে দাঁড়াইল। পার্ব্বতী সরিয়া আসিল। তখন পুরুষ ও রমণী হো হো শব্দে অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল। পার্ব্বতী ছুটিয়া ঘরের ভিতর পলাইয়া আসিল। তাহার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে যতীন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জীবন মল্লিকের গলি তো পেলাম না, জীবন চাটুজ্যের গলি আছে, কিন্তু তার দশ নম্বর বাড়ীতে তো গোকুল বাবু নাই। জীবন মল্লিকের গলি একটা আছে, সে ভবানীপুরে।"

পার্ব্বতী বলিল, "তা হ'লে ঐ ভবানীপুরেই হবে। হয় তে লিখতে ভুল হয়েছে। অসুখ অবস্থায় লেখা তো।"

যতীন বলিল, "হ'তেও পারে। ভাল ভবানীপুরটাও একবার খুঁজে আসি। এক গ্লাস জল আর একটা পান দাও।"

পার্ব্বতী তাহাকে পান জল দিয়া বলিল, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

যতীন বলিল, "তাও কি হয়। তোমার তো হেঁটে যাওয়া হবে না, গাড়ী ক'রে তোমায় নিয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াব?"

পার্ব্বতী বলিল, "যেখানেই ঘুরে বেড়াও, আমি কিন্তু যাব।"

তাহার জেদ দেখিয়া যতীন একটু ভীত হইল, এবং তাহাকে ইহার অন্যাযাতা বুঝাইতে চেষ্টা করিল। পার্ব্বতী কিন্তু বুঝিল না; সে জোর করিয়া বলিল, "দেখ যতীনদা, মিছে ওজর ক'রে আমার কাছে নিজেকে অবিশ্বাসী দাঁড় করিও না।"

যতীন আর আপত্তি করিতে পারিল না। সে গাড়ী ডাকিয়া পার্ব্বতীকে লইয়া বাহির হইল।

গাড়ী সহর ছাড়াইয়া ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিয়া পড়িল। যতীন কি উপায়ে পার্ব্বতীকে অন্যমনস্ক করাইয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইবে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল। এখন সে গাড়ীর জানালার পাখী তুলিয়া দিয়া পার্ব্বতীকে সাহেবদের দোকান, পথচারিণী ইংরাজমহিলা, মোটরকার, গড়ের মাঠ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিল। পার্ব্বতীর কিন্তু কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, "ভবানীপুর আর কত দূর?"

যতীন বলিল, "এই মাঠটা পার হ'লেই—"

তাহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই একখানা ট্রাম সবেগে আসিয়া গাড়ীর পশ্চাতে ধাক্কা লাগিল। ধাক্কা খাইয়া গাড়ীখানা উল্টাইয়া পড়িল। যতীন পশ্চাতের আসনে বসিয়াছিল; সে ট্রামের ধাক্কায়

ছিটকাইয়া গাড়ীর নীচে পড়িয়া গেল। পার্ব্বতী দরজাটা জড়াইয়া কাত হইয়া পড়িল।

চারিদিক হইতে বিস্তর লোক ছুটিয়া আসিল। তাহারা গাড়ী খানাকে সোজা করিয়া পার্ব্বতীকে বাহির করিল। পার্ব্বতী সামান্য মাত্র আঘাত পাইয়াছিল। সে একপাশে দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গাড়ীখানা সরাইয়া যতীনকে উদ্ধার করা হইলে দেখা গেল, যতীন রীতিমত আঘাত পাইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, ক্ষতস্থান দিয়া রক্ত ছুটিতেছে। সমবেত লোকেরা তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

পার্ব্বতী একটা গ্যাস পোষ্টের পাশে দাঁড়াইয়া কোথায় যাইবে, তাহার ঠিকানা কি, ইত্যাদি প্রশ্নে যখন সন্ত্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, তখন সহসা এক ব্যক্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "একি, তুমি ?"

জিজ্ঞাসাকর্ত্তা গোকুল। যোগেন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া সে শ্রীদির পুর যাইতেছিল। শ্যামবাজারের ট্রাম হইতে নামিয়া জনতা দেখিয়া সে তথায় উপস্থিত হইল। ভয়ে, বিস্ময়ে পার্ব্বতীর মুখের ঘোমটা অনেকখানি সরিয়া গিয়াছিল। গ্যাসালোকের প্রখর রশ্মি আসিয়া তাহার মুখে পড়িয়াছিল। সুতরাং তাহাকে চিনিতে গোকুলের বিলম্ব হইল না।

স্বামীকে দেখিয়া পার্ব্বতীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। গোকুল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে ?"

মৃদুস্বরে পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ ; শীগগীর একখানা গাড়ী ডাক।"

গোকুল গাড়ী ডাকিয়া পার্ব্বতীকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল। পুলিশ একখানা স্বতন্ত্র গাড়ী আনিয়া যতীনকে হাসপাতালে লইয়া গেল। গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িবার সময় গোকুলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হবে ?"

গোকুল মুখ বাড়াইয়া বলিল, "শ্যামবাজার, যোগেন বাবুর বাড়ী।"

গাড়ী চলিল। পার্ব্বতী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার না কঠিন ব্যারাম ?"

ঈষৎ হাসিয়া গোকুল বলিল, "কে বললে ?"

পার্ব্বতী আঁচল হইতে চিঠিখানা খুলিয়া গোকুলের হাতে দিল। গোকুল চিঠিখানা পকেটে রাখিল। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "প'ড়ে দেখলে না ?"

গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া গোকুল উদাস স্বরে উত্তর করিল, "এখন থাক।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পার্ব্বতী বলিল, "আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হয় ?"

অন্যমনস্কভাবে গোকুল বলিল, "হাঁ।"

পার্ব্বতী বলিল, "চিঠিখানা তা হ'লে কে লিখলে ?"

গোকুল বলিল, "কি জানি।"

পার্ব্বতী আর কিছু বলিল না। গাড়ী যোগেন বাবুর বাড়ীর দরজায় আসিয়া থামিলে গোকুল গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। পার্ব্বতী গাড়ীতে বসিয়া রহিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

যোগেন্দ্রনাথ ও অনিলার বিস্ময়-দৃষ্টির মধ্য দিয়া গোকুল একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল, এবং ব্যস্তভাবে বলিল, "বড় বিভ্রাট যোগী, আমার স্ত্রী হঠাৎ এসে পড়েছে।"

বিস্মিতভাবে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার স্ত্রী!"

গোকুল বলিল, "হাঁ; আমার কঠিন ব্যারাম ব'লে কে চিঠি দিয়েছিল, সেই চিঠি পেয়ে ছুটে এসেছে। দেখ তো চিঠিখানায় কি লিখেছে।"

গোকুল পকেট হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া যোগেন্দ্রনাথের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। যোগেন্দ্রনাথ চিঠি পড়িতে লাগিলেন। গোকুল তখন কোথায় কি অবস্থায় স্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, তাহা বিবৃত করিল। শুনিয়া অনিলা শিহরিয়া উঠিল। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "১০নং জীবন চাটুয্যের লেন, সে আবার কোথায়? তুমি এখানে ছিলে নাকি?"

গোকুল বলিল, "আমার কোন পুরুষে ও রাস্তার নামও জানে না।"

যোগে। নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট লোকের অসদভিপ্রায়ে লেখা। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন।

অনিলার দিকে চাহিয়া গোকুল সহাস্যে বলিল, "ভাগ্যে আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা না ক'রে খিদিরপুর যাচ্ছিলাম।"

অনিলা মৃদু হাসিল; বলিল, "আপনার স্ত্রী কোথায় ?"

গোকুল উত্তর করিল, "বাইরে গাড়ীতে বসে আছে।" তারপর যোগেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "এখন উপায় ? কোথায় রাখা যায় ?"

যোগেন্দ্রনাথ কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন। অনিলা বলিল, "আমাদের বাড়ীতে থাকলে আপনার জাতি ধর্ম্ম নষ্ট হবে, কিন্তু আপনার স্ত্রীর জাতি ধর্ম্মটা বোধ হয় এত ভঙ্গুর নয় ?"

গোকুল জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে যোগেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই অনিলা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্ত্রী একা এসেছিলেন ?"

গোকুল বলিল, "না, সঙ্গে ওদের গাঁয়ের যতীন ব'লে একটা ছোঁড়া ছিল। সে আহত হ'য়ে হাঁসপাতালে গিয়েছে।"

যোগেন্দ্রনাথ নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। গোকুল বলিল, "চুপ ক'রে থাকলে চলবে না, যা হয় একটা উপায় কর।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার সেই জগন্নাথ পালের দোকানে রাখা চলে না ?"

রাগতভাবে গোকুল বলিল, "তা হ'লে তোমার এখানে আসতাম না।"

যোগে। হিন্দু হ'য়ে ব্রাহ্মের ঘরে আসা উচিত হ'য়েছে কি ?

গোকুল তাহার মুখের উপর তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু বাহিরে আসিয়া গোকুল গাড়ী বা পার্ব্বতী কাহাকেও দেখিতে পাইল না। হতবুদ্ধির ন্যায় সে রাস্তার এদিক সেদিক দেখিয়া ব্যস্ত ভাবে ফিরিয়া আসিল। যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?"

গোকুল হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "গাড়ী নাই।"

যো। স্ত্রী ?

গো। সে তো গাড়ীতেই ছিল।

যোগেন্দ্রনাথ যেন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ! তা হ'লে তো থানায় খবর দেওয়া দরকার।"

গোকুল অবসন্নভাবে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। যোগেন্দ্র নাথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

অনিলা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আমাদের বামুন ঠাকুরের হাতের রান্না খেতে আপনার স্ত্রীর আপত্তি নাই, গোকুল বাবু। কিন্তু আপনার জন্য কি হবিষ্যের যোগাড় করা যাবে ? তা হ'লে গঙ্গাজল আনাতে হয়।"

গোকুল হতাশভাবে যোগেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিল। যোগেন্দ্র নাথ সহাস্যে বলিলেন, "গোকুলদা না হয় একটা রাত উপবাসেই কাটিয়ে দেবে। ও বেচারীর বহুমূল্য ধর্ম্মটীকে নষ্ট ক'রে কাজ নাই অনিলা।"

গোকুল বলিল, "তোমাদের যা মনে আসে তাই কর যোগী, তবে আমি উপবাস দিয়ে তোমাদের গৃহস্থধর্ম্মের উপর আঘাত করতে রাজী নই।"

অনিলা হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

বস্তুতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিদ্বেষী হইলেও অনিলার ব্যবহারে তাহার উপর গোকুলের একটু শ্রদ্ধার ভাব আসিয়াছিল। কিছু পূর্ব্বে জল খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া সে তাহাকে যথেষ্ট অপমানিত করিয়া গিয়াছিল, সে যে আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার জন্য এতটা করিতে পারে, ইহাই গোকুলের বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল। তাহার এই উদারতা, এই অতিথিসৎকার স্পৃহায় বাধা দিয়া গোকুল তাহাকে অধিকতর মনঃক্ষুণ্ণ করিতে পারিল না। ধর্ম্মের ভাণে এতটা সহৃদয়তার বিনিময়ে অপমানের কশাঘাত করা সে নিতান্ত নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলিয়াই স্থির করিল।

কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্ম জিনিষটাও তো এত উপেক্ষার সামগ্রী নহে যে, এই সহৃদয়তা বা উপকারের বিনিময়ে তাহাকে এত সহজে বিসর্জ্জন দেওয়া যাইতে পারে। যে ধর্ম্মগত পার্থক্যের জন্য সে যোগীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছে, আজি সামান্য দুর্ব্বলতার বশে সেই পার্থক্যটুকু বিস্মৃত হইতে উদ্যত হইয়া সে যে একটা ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিতেছে ইহা ভাবিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে মুখ তুলিয়া ডাকিল, "যোগী!"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না গোকুল দা, তোমার এত বড় অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় আমি দিতে পারি না।"

গোকুল বলিল, "আমি তা হ'লে খিদিরপুরেই চললাম।"

গোকুল উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। অনিলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বন্ধু কোথায়?"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তিনি খিদিরপুরে চলে গেছেন।"

অনিলা তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "খুব সম্ভব তুমি তাঁকে থাকবার জন্য অনুরোধ করেছিলে?"

বেশ সহজ কণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, আমি বরং তাকে সেখানে যেতে ব'লেছি।"

ক্রোধে ঘৃণায় অনিলার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে আর কিছু না বলিয়া স্বামীর সম্মুখ হইতে অপসৃত হইল।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

নৃত্যকালী পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "গোকুল ঠাকুর তা হ'লে দেশত্যাগী হ'লো বাবা ?"

ধীর গম্ভীর স্বরে সরকার মহাশয় বলিলেন, "তা হ'লো বই কি নিতু। সকলই শ্রীহরির ইচ্ছা।"

নৃত্যকালী বলিল, "সে নিরীহ বামুন শ্রীহরির কাছে এমন কি দোষ ক'রেছিল বাবা ?"

সহাস্যে সরকার মহাশয় বলিলেন, "অবশ্যই কোন না কোন দোষ ক'রেছিল, এজন্মে না করুক, পূর্ব্ব জন্মে ক'রেছিল। দোষ না করলে এমন শাস্তি পাবে কেন।"

নৃত্যকালী ঈষৎ রাগতস্বরে বলিল, "কিন্তু আমার মনে হয় বাবা, তুমিই এর মূল।"

সবিস্ময়ে সরকার মহাশয় বলিলেন, "আমি ?"

নৃত্যকালী বলিল, "তুমি যদি অমূল্যকে সাহায্য না করতে বাবা—"

সরকার মহাশয় হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। সে হাস্য-ধ্বনিতে নৃত্যকালী চমকিত হইল। খুব খানিকটা হাসিয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "ছি নিতু, আমার মেয়ে তুই, তোর এখনো এ ভ্রমটুকু গেল না! মানুষে কি করতে পারে, সকলই তিনি করান। এ সবই সেই চক্রধারীর চক্র। ঐ যে গানে শুনিস্ না, 'সকলি

তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।' সকলই তাঁর কাজ নিতু, মানুষ শুধু উপলক্ষ মাত্র। হরি হে, মধুসূদন।"

নৃত্যকালী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রোষগম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমার ওসব শাস্তর রেখে দাও বাবা, বামুনকে দেশত্যাগী করার পাপের ফল তোমার ভুগতে হবেই হবে।"

মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে সহাস্যে সরকার মহাশয় বলিলেন, "তোর বাপকে কি তুই এতই নির্ব্বোধ মনে করিস্ নিতু? হরি নামের কাছে আবার পাপ? যেমন পর্ব্বতপ্রমাণ তুলায় এক বিন্দু আগুন ছোঁয়ালে সব পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়, তেমনই ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা ক'রেও যদি একবার হরিনাম উচ্চারণ করা যায়, তবে পাপ তো পাপ, যমরাজা পর্য্যন্ত ভয়ে কেঁপে ওঠে। এই জন্যই বলেছে—হরের্নাম হরের্নাম নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। হরিনাম হচ্চে কলির অশ্বমেধ। সকালে সন্ধ্যায় হরিনাম কর্ নিতু, পাপ তাপ সব ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে।"

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে নৃত্য বলিল, "আমি হরিনাম ছেড়ে দিয়েছি।"

সরকার মহাশয় বিস্ময়ে বদনবিবর বিস্তৃত করিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুখ ভার করিয়া নৃত্য বলিল, "মুখে হরি হরি বলবো, আর মনে মনে পরের সর্ব্বনাশ চিন্তা করবো, তেমন ভণ্ডামী আমার দ্বারা হবে না।"

সরকার মহাশয় মাথা নাড়িয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আঃ পাগলী মেয়ে, ক'রেছিস্ কি, হরিনাম ছেড়েছিস্? হলেই বা

ভণ্ডামী, হেলায় শ্রদ্ধায় যে রকমে হোক হরিনাম করলেই হ'লো। নামের ফল যাবে কোথায়? অজামিলের গল্প শুনিস্ নাই? বেশী না হয়, সকালে সন্ধ্যায় অন্ততঃ একবার মালাটা ফিরিয়ে নিবি।"

নৃত্য। আমি মালা ফেলে দিয়েছি।

সর। তা ফেলেছিস্ ফেলেছিস্, আমি আর এক ছড়া মালা এনে দেব। এ সংসার-সমুদ্র বড় ভীষণ নিতু, বড় ভীষণ। এ সমুদ্রে তরবার একমাত্র সহজ উপায় হরিনাম। হরের্নাম হরের্নাম নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। আর কোন গতি নাই মা, কোন গতি নাই।

নৃত্যকালী আর কোন উত্তর না দিয়া ক্রোধগম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল। সরকার মহাশয় বলিলেন, "তুই গোকুলকে ভালবাসিস্, না নিতু?"

বিরক্তভাবে নৃত্যকালী উত্তর দিল, "যদি বেসেই থাকি।"

মৃদু হাসিতে হাসিতে সরকার মহাশয় বলিলেন, "তা বেসে থাকিস্ বেসেছিস্, কিন্তু হরিনাম ছাড়িস্ না। ভাল কথা, অমূল্য ছোঁড়া নাকি মদ ধরেছে?"

নৃত্যকালী বলিল, "পুরো মাতাল হ'য়েছে। চাকরী বাকরী ছেড়ে গেরস্ত ঘরের বৌ ঝিদের উপর নজর দিয়ে বেড়াচ্চে।"

সহাস্যে সরকার মহাশয় বলিলেন, "এ সকলই সেই শ্রীহরির খেলা নিতু।"

নৃত্যকালী বলিল, "শুধু কি তাই, সেদিন বাড়ী ঢুকে আমাকে পর্য্যন্ত অপমান ক'রে গেল?"

চমকিতভাবে সরকার মহাশয় বলিলেন, "তোকে অপমান ?"

অনুযোগের স্বরে নৃত্যকালী বলিল, "তুমিই তো তার আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছ বাবা।"

সরকার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম অপমান ?"

মুখ নীচু করিয়া যেন অতিমাত্র ব্যথিতকণ্ঠে নৃত্যকালী বলিল, "সে সব কথা তোমার কাছে বলবার নয় বাবা। আমার সেদিন এমনি ইচ্ছা হ'লো যে, গলায় দড়ি দিই, কি জলে ডুবে মরি।"

সরকার মহাশয়ের মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি নীরবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমার মালা ছড়াটা দে।"

নৃত্য জানিত, কোন গভীর বিষয়ের চিন্তা করিতে হইলে পিতার মালাছড়ার বিশেষ প্রয়োজন হয়। সে উঠিয়া মালা আনিয়া দিল। মালা হাতে লইয়া সরকার মহাশয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বামুনটাকে দেশত্যাগী করা বড় অন্যায় হ'য়েছে, না নিতু ?"

নৃত্যকালী বলিল, "সে কথা দু'বার বলতে।"

"হুঁ" বলিয়া সরকার মহাশয় জপে গভীর মনঃসংযোগ করিলেন।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

সরকার মহাশয় অমূল্যচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "হাঁগো অমূল্যবাবু, দাদার জমি দু'বিঘে হাত ক'রেই বুঝি নিশ্চিন্ত হ'লে ?"

অমূল্য বলিল, "দাদার আর আছে কি ?"

বিজ্ঞভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "নেহাৎ ছেলেমানুষ কি না, দাদার যা আছে তার এক পাই যদি তোমার থাকতো, তা হ'লে তুমি পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খেতে পারতে।"

অমূল্য বিস্ময়পূর্ণদৃষ্টিতে সরকার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল। সরকার মহাশয় বলিলেন, "গোকুল যে এখন যোগীন মুখুজ্যের কারবারের ম্যানেজার হয়েছে তা শুনেছ কি ?"

বিস্মিতভাবে অমূল্য বলিল, "কোন্ যোগীন ? শ্রীনাথ বাড়ুজ্যের ভাগনে ?"

সর। হাঁ, যে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে শ্বশুরের পয়সায় লাখপতি হ'য়েছে।

অমূল্যচরণ বিমর্ষমুখে বলিল, "সকলই বরাত।"

সরকার মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, "বরাত কি গাছ থেকে ফলে গা অমূল্য বাবু, হাত পা আছে, জ্ঞানবুদ্ধি আছে, চেষ্টা ক'রে নিতে হয়।"

অমূ। আর কি নেব ?

সর। কিছু নগদ টাকা।

অমূ। দাদা দেবে কেন ?

সর। দিতে মত্তে কি সহজে কেউ চায় ? কৌশল—কৌশল ক'রে মাথা খেলিয়ে নিতে হবে।

একটু ভাবিয়া অমূল্য বলিল, "আমার মাথায় তো তেমন কোন কৌশল আস্‌ছে না।"

সরকার মহাশয় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হাস্যের সহিত বলিলেন, "তোমাদের মাথায় যদি সে সকল কৌশল আসে বাবাজী, তা হ'লে আমাদের মাথার গৌরব আর কি থাকে ?"

অমূল্যচরণ বর্দ্ধিত বিস্ময়ে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। সরকার মহাশয় বলিলেন, "বুদ্ধি আমার, সাহস তোমার। যদি এক কথায় পাঁচশো টাকা আদায় ক'রে দিতে পারি, তবে আমার তাতে কত বখরা থাকবে ?"

অমূল্যচরণ বলিল, "আগে কি রকমে আদায় হবে তাই শুনি।"

সরকার মহাশয় তখন টাকা আদায়ের একটা সহজ পন্থা বলিয়া দিলেন। যে সময়ে দেনার দায়ে গোকুল জেলে গিয়াছিল, সেই সময়ে সে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া অমূল্যচরণের নিকট হইতে পাঁচশত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল, এবং সেই টাকা জমা দিয়া জেল হইতে খালাস পাইয়াছিল। এক্ষণে সেই হ্যাণ্ডনোট বাবদে নালিশ করিয়া গোকুলকে ধরিতে পারিলেই যোগেন্দ্রনাথ

টাকাটা ফেলিয়া দিয়া বন্ধুকে যে রক্ষা করিবেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অমূল্য বলিল, "কিন্তু দাদা তো আমাকে হ্যাণ্ডনোট লিখে দেন নাই? হ্যাণ্ডনোট আসবে কোথা হ'তে?"

সরকার মহাশয় গর্ব্বস্ফীত কণ্ঠে বলিলেন, "গোপীনাথ সরকারের মাথা হ'তে। এখন বখরাটার কথা আগে বল দেখি। আমার অর্দ্ধেক চাই। খরচ খরচা তোমার, তারও কতক আদায় হবে।"

অমূল্য কিন্তু অর্দ্ধেক দিতে রাজি হইল না। অনেক দর কষাকষির পর সরকার মহাশয়ের ভাগে দুই শত টাকা পড়িল। সরকার মহাশয় তখন এক সপ্তাহের মধ্যে হ্যাণ্ডনোট প্রস্তুত করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

ঘরে গিয়া সরকার মহাশয় কন্যাকে বলিলেন, "তাই তো নিতু, তোর জন্য শেষে আমাকে জুয়াচুরীটাও কর্ত্তে হ'লো।"

অমূল্যচরণ তখন অভাবের তাড়নায় অস্থির। কারণ সে রীতিমত মদ্যপায়ী হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামীকে মদ খাইতে দেখিয়া ছোট বৌ প্রথম প্রথম বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। বাধা দিতে গিয়া সে শুধু স্বামীর নিকট নয়, পিসীমার নিকট হইতেও তিরস্কার গালাগালি খাইতে লাগিল। অমূল্য পিসীমাকে বুঝাইয়া দিল যে, মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হিতকর, সাহেবরা মদ খায় বলিয়াই এত বলবান্। ভ্রাতুষ্পুত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতির আশায় পিসীমা নিজের তহবিল হইতে মদের খরচ যোগাইতে লাগিলেন।

এদিকে অনুপস্থিতি, কাজে ভুল, মাতলামি ইত্যাদি নানা কারণে চাকরীটী গেল। অমূল্যচরণ একটু ভয় পাইল। কিন্তু পিসীমা অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় কি, এতদিন খেটে এসেছিস্, দিন কতক ব'সে শরীরটা তাজা ক'রে আবার তখন চাকরীর চেষ্টা দেখবি।"

কিন্তু সেইদিন পিসীমার ভুল ভাঙ্গিল, যে দিন ছোট বোয়ের গহনাগুলি একে একে পোদ্দারের বাক্সে তুলিয়া দিয়া অমূল্যচরণ পিসীমার বাক্সে হাত দিল, এবং সহজে না পাইলে বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা লইবার ভয় দেখাইল। পিসীমা তাহার মতি গতি পরিবর্ত্তনের জন্য শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিলেন, ঠাকুর দেবতাকে মানত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঠাকুর দেবতারা পিসীমার মানতে লুব্ধ হইয়া অমূল্যচরণের মতি পরিবর্ত্তনের কোনই ব্যবস্থা করিলেন না।

অমূল্যচরণের অভাব ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, দেনাও অনেক হইল। পিসীমা কায়ক্লেশে সংসার চালাইতে লাগিলেন। আর অমূল্যচরণ বাজারের পয়সায় মদ খাইয়া, ছোট বৌকে প্রহার করিয়া, পিসিমাকে গালাগালি দিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

এমন সময় সহসা দাদার নিকট পাঁচশত টাকা পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া অমূল্যচরণ ভাবিল, এবার টাকাগুলা হাতে এলে দেনা শোধ ক'রে মদ ছেড়ে দেব। সে আপনার সাধু সঙ্কল্পের কথা পিসীমাকে জানাইল। পিসীমাও তাহাতে সাগ্রহে সম্মতি দিলেন, এবং অমূল্যর মতি কতকটা ফিরিয়াছে দেখিয়া এক পয়সার বাতাসা কিনিয়া তুলসীতলায় হরির লুট প্রদান করিলেন।

যথাসময়ে হ্যাণ্ডনোট প্রস্তুত হইলে অমূল্যচরণ মোকদ্দমা রুজু করিবার জন্য পিসীমার নিকট পঁচিশ টাকা লইল। পিসীমা ধার করিয়া টাকাটা আনিয়া দিলেন। অমূল্য কুড়ি টাকা সরকার মহাশয়কে দিল ও পাঁচ টাকার মদ খাইল। সরকার মহাশয় মোকদ্দমা রুজু করিয়া আসিলেন।

গোকুলের নামে শমন বাহির হইল। অমূল্যচরণ, সরকার মহাশয়কে বলিলেন, "আপনিই কলকাতায় গিয়ে শমনটা জারি ক'রে আসুন।"

সরকার মহাশয় আটগণ্ডা পয়সা দিয়া পেয়াদার নিকট হইতে শমনের কাগজটা লইলেন, এবং তাহা ছিঁড়িয়া কাণা নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। তারপর তিনদিন কুটুম্ব বাড়ীতে বসবাস করিয়া ঘরে ফিরিয়া কলিকাতা যাতায়াত ও খাওয়া খরচ ইত্যাদি বাবদে অমূল্যর নিকট হইতে চারি টাকা আদায় করিয়া লইলেন।

যে দিন মোকদ্দমার দিন পড়িয়াছিল, তাহার পূর্ব্বদিবস রাত্রে কার মহাশয়কে মোকদ্দমার খরচ দিতে গেল। সরকার মহাশয় কিন্তু মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "না অমূল্য বাবু, এ মোকদ্দমার তদ্বির আমার দ্বারা হবে না, তুমি অন্য তদ্বিরকারের চেষ্টা দেখ।"

অমূল্যচরণ কারণ জানিতে চাহিলে সরকার মহাশয় বলিলেন, "কি জান বাবাজি, মোকদ্দমায় গোল উঠেছে। শুনতে পাচ্ছি, হাকিমের ধারণা হয়েছে, হ্যাণ্ডনোট জাল'।"

অমূল্যচরণের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শুষ্ককণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বলেন কি?"

সরকার মহাশয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আর বলি কি! যোগীন বাবুই নাকি যত গোল বাধিয়েছে। সে আপনার খাতা দাখিল ক'রে প্রমাণ করবে যে, সে-ই গোকুলকে টাকাটা দিয়েছিল, এ হ্যাণ্ডনোট জাল। তার মস্ত কারবার, সে কারবারের খাতাই হাকিম বিশ্বাস করবে।"

অমূল্যচরণ হতবুদ্ধির ন্যায় কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ভীতিকম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে উপায়?"

সরকার মহাশয় মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "উপায় তো কিছু দেখতে পাচ্চি না। যে রকম কড়া হাকিম, তাতে সে দায়রা সোপরদ্দ না ক'রে যে ছাড়বে এমন তো বোধ হয় না। আর দায়রায় গেলেই—জালের মোকদ্দমা—সাতটি বচ্ছর জেল।"

অমূল্য কাঁপিয়া উঠিল। তাহার কপাল দিয়া দর দর ঘাম ঝরিতে লাগিল। সরকার মহাশয় বলিলেন, "কিছু মনে ক'রো না বাবাজি, দু'শো টাকার লোভে বুড়ো বয়সে কি জেলে যাব? হরি হে দীনবন্ধু, পার কর দয়াময়।"

অমূল্যচরণ একটু রাগিয়া বলিল, "কিন্তু আমাকে বিপদে ফেলে আপনি সরে দাঁড়ালেন, এই কি আপনার ধর্ম্ম হ'লো সরকার মশায়? আপনিই তো বুক্তি দিয়ে আমাকে নামালেন।"

মৃদু গম্ভীর হাস্যের সহিত সরকার মহাশয় বলিলেন, "আমি বুক্তি

দিয়েছি বটে, কিন্তু তুমি কি শুধু আমার যুক্তিতেই নেমেছ? টাকার লোভেই এ কাজে হাত দিয়েছ।"

অমূল্য বলিল, "কিন্তু জেলে আমি একা যাব না, আপনাকেও যেতে হবে। আপনিই জাল করেছেন।"

সরকার মহাশয় হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি নেহাৎ ছেলে মানুষ বাবাজি, 'এই কর্ম্ম ক'রে আমি পাকাইলাম দাড়ি।' আমি কি নিজের পথ খোলসা না ক'রে কাজ ক'রেছি। আমি দেখিয়ে দেব, হ্যাণ্ডনোটের একটা অক্ষরও আমার লেখা নয়।"

"আচ্ছা, দেখা যাবে" বলিয়া অমূল্য ক্ষুব্ধভাবে উঠিয়া গেল। নৃত্যকালী বাপের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার রকম কি বাবা?"

সরকার মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, "কিছু নয় মা, শুধু একটু মজা।"

অমূল্য বাড়ী আসিয়া পিসীমাকে সকল কথা বলিল। পিসীমা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে বাবারে, গোকলোর কি এই ধর্ম্ম হ'লো রে, আমার দুধের বাছাকে শেষে জেলে দেবে রে। ওরে, অতি বড় শত্রুও যে এত শত্রুতা সাধে না রে!"

অতঃপর তিনি ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে ভগবান্, হে দিন রাত্তির কর্ত্তা, এর বিচার তুমি ক'রো। যে আমার বাছাকে জেলে দিতে চায়, তার যেন তেরাত্তির না পেরোয় ঠাকুর! দেখবো তোমার কেমন বিচার!"

পিসীমা আঙ্গুল মটকাইয়া ঠাকুরের উদ্দেশে মাথা কুটিতে লাগিলেন।

অমূল্যচরণ কিন্তু ভগবানের বিচারের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিল না, হাকিমের বিচারটাই তাহার মনের ভিতর জাগিতে লাগিল। তাহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। ছোট বৌ স্বামীকে বুঝাইয়া বলিল, "দেখ, অত ভেবোনা, ভাবলে কিছু হবে না। তার চেয়ে বড়ঠাকুরের কাছে গিয়ে পড়, তিনি নিশ্চয় তোমাকে মাপ করবেন।"

অনেক দিন আগেকার—যে দিন দাদার সহিত পৃথক্ হইতে চাহিয়াছিল সেই রাত্রির স্বপ্নবৃত্তান্তটা অমূল্যচরণের মনে পড়িল। সুতরাং ছোট বোয়ের উপদেশ যুক্তিযুক্ত হইলেও সে বড় বোয়ের কাছে আপনার দৈন্য প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইল না। সে উপায়ের জন্য পুনরায় সরকার মহাশয়ের কাছে চলিল। সরকার মহাশয় তাহাকে দেখিয়াই ভীতিপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "করেছ কি বাবাজি, তোমার নামে যে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। এ সময়ে ঘরের বা'র হয়? ঘরে যাও, ঘরে যাও।"

অমূল্যচরণ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে সরকার মহাশয়ের হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া ভীতি-কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমাকে রক্ষা করুন সরকার মশায়, আমি আপনার সামনে ব্রহ্মহত্যা হব।"

সরকার মহাশয় তাহাকে বসাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার হাত থাকলে কি এতটা হয় বাবাজি, এখন রাখাই বল আর

মারাই বল, সব গোকুলের হাত। সে যদি মিটিয়ে ফেলে তা হ'লেই গোল চুকে যায়। তুমি না হয় একবার দাদার কাছে যাও না।"

অমূল্য বলিল, "তা আমি পারব না, আমার যাবার মুখ নাই। আপনাকেই মাঝে পড়ে যা হয় করতে হবে।"

একটু ভাবিয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা দেখি, শ্রীহরি কি করেন। তা হ'লে আমার কলকাতা যাওয়ার খরচটা দিয়ে যেও। আর তুমি খুব সাবধানে থাকবে, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত ঘরের বা'র হবে না।"

কলিকাতা যাতায়াতের খরচ লইয়া সরকার মহাশয় দুই তিন দিন গা ঢাকা হইয়া রহিলেন। তারপর ফিরিয়া অমূল্যর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হতাশভাবে বলিলেন, "কিছু হ'লো না অমূল্য বাবু।"

অমূল্য নৈরাশ্যক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "কিছু হ'লো না!"

সর। না হওয়ার মধ্যেই। কারণ মিটমাট করতে হ'লে সে যা চায় তা দেওয়া সম্ভব নয়।

অমূ। কি চায়?

সর। তার যে সব জমি জায়গা ঘর ভিটে তুমি নিয়েছ, সমস্ত ফিরিয়ে দিতে হবে।

একটু ভাবিয়া অমূল্য বলিল, "তাই দেব।"

যেন একটু বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "তাই দেবে?"

অমূল্য দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ, সমস্ত ফিরিয়ে দেব, শুধু তার কেন, যদি আমারও জমি, জায়গা চায় তা পর্য্যন্ত দিতে পারি।

আমি সব দিয়ে ভিক্ষে ক'রে খাব, তবু জেলে যেতে পারব না। জেলে গেলে আমি বাঁচবো না।"

মৃদু হাসিয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "বেশ, তা হ'লে বেনামীতে স্বনামীতে যা নিয়েছ, খোস কোবালায় সব লিখে রেজেষ্টারী ক'রে দাও। আমি পাঁচ দিনের সময় নিয়ে এসেছি।"

অমূল্য ভীতভাবে বলিল, "কিন্তু রেজেষ্টারী করতে গেলে যদি ওয়ারেণ্ট ধরে?"

সহাস্যে সরকার মহাশয় বলিলেন, "সে ভয় নাই, তার ব্যবস্থা আমি ক'রে এসেছি।"

অতঃপর পিসিমা ও অমূল্য উভয়েই বেনামীতে লওয়া সম্পত্তি সাফ কোবালায় রেজেষ্টারী করিয়া দিল, এবং অমূল্য সে কোবালা সরকার মহাশয়কে দিয়া আসিল। সরকার মহাশয় বলিলেন, "আর কোন ভয় নাই, তবে আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত একটু সাবধানে থাকবে।"

সরকার মহাশয় কোবালা লইয়া নৃত্যকালীর হাতে দিলেন, এবং দুঃখের সহিত বলিলেন, "তোর জন্যে নিতু, এই বয়সে বিশ্বাস-ঘাতক পর্য্যন্ত হ'তে হ'লো।"

নৃত্যকালী বলিল, "বিশ্বাসঘাতকতা নয় বাবা, পাপের প্রায়শ্চিত্ত।"

নৃত্যকালী কৌশলে পিতার নিকট যোগেন্দ্রনাথের ঠিকানা জানিয়া লইল, এবং কয়েক দিন পরে পাড়ার সঙ্গী ও সঙ্গিনীদিগের সহিত দশহরা যোগে গঙ্গাস্নানে গমন করিল।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

নৃত্যকালী কলিকাতায় পৌছিয়া গঙ্গাস্নান করিল, তারপর খুঁজিয়া খুঁজিয়া যোগেন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিল, গোকুল সে বাড়ীতে নাই, স্ত্রীকে লইয়া অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া রহিয়াছে। এক জন চাকর সে বাড়ীর ঠিকানা জানিত। নৃত্যকালী বহুকষ্টে তাহার নিকট হইতে ঠিকানা জানিয়া লইল।

পার্ব্বতীকে দিন কয়েক যোগেন বাবুর বাড়ীতে রাখিয়া গোকুল চাকরীর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। সে ইচ্ছা করিলে যোগেন বাবুর কারবারেই মোটা মাহিনার চাকরী পাইতে পারিত, কিন্তু গোকুল বন্ধুর অধীনে চাকরী স্বীকার করিল না, তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া যোগেন্দ্রনাথও সে প্রস্তাব করিলেন না। গোকুলের হাতের লেখা খুব ভাল, এবং বাঙ্গালা হিসাব নিকাশেও যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল। সুতরাং কয়েক দিন চেষ্টার পর বড়বাজারে এক কাপড়ের দোকানে কুড়ি টাকা বেতনে পাকা খাতা রাখিবার কাজ পাইল। গোকুল তখন তিন টাকায় এক খানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া পার্ব্বতীকে সেখানে আনিল।

সরু গলির ভিতর ছোট বাড়ীখানি। বাড়ীতে দুইটি মাত্র ঘর; একটি রন্ধনশালা, অপরটি শয়নগৃহ। মাঝে দুই তিন হাত প্রশস্ত উঠান। এই নূতন বাড়ীর নূতন ঘরে আসিয়া পার্ব্বতী দিন কতক বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে সহ্য হইয়া গেল।

কুড়ি টাকা মাহিনায় ঝি চাকর রাখা চলে না, সুতরাং পার্ব্বতীকেই গৃহস্থালীর সকল কাজ করিতে হইত। পার্ব্বতীর যে ইহাতে কষ্ট হইত তাহা নহে, বরং সে বেশ একটা স্বচ্ছন্দতাই অনুভব করিত। গোকুল সময়ে সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিত, "তোমার বড় কষ্ট হচ্চে পারু।"

পার্ব্বতী জোর করিয়া উত্তর দিত, "না, আমার কোন কষ্টই হয় নি।"

গোকুল বলিত, "আমি জানি তুমি সেটা স্বীকার করবে না, কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি—"

পার্ব্বতী রাগিয়া ধমক দিয়া বলিত, "দেখ, এ রকম যদি কর, তা হলে ভাল হবেনা বলছি।"

গোকুল আর কিছু বলিত না, শুধু মনে মনে হাসিত। পার্ব্বতী রাঁধিয়া স্বামীকে খাওয়াইত, নিজে খাইত, বাসন মাজিত, ঘর ধোয়া, জল তোলা, বিছানা পরিষ্কার করা, সকল কাজই তাহাকে করিতে হইত, অথচ সে প্রত্যেক কাজটি এমন নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিত যে, গোকুল তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইত। তাহার সেবাযত্ন, ভক্তি ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে ভাবিত, এই কি সেই পার্ব্বতী! গোকুল বুঝিতে পারিল, এতকাল বিদ্রোহের পর পার্ব্বতী এবার সন্ধিস্থাপনের প্রয়াসী হইয়াছে। তাহার এ প্রয়াসে বাধা দেওয়া গোকুল অসঙ্গত জ্ঞান করিত।

একদিন গোকুল দুইখানা পত্র আনিয়া পার্ব্বতীর হাতে দিল। একখানা পূর্ব্বেকার গোকুলের বেনামীতে লিখিত পত্র,

অপর খানা যতীন হাঁসপাতাল হইতে বাড়ীতে আরোগ্য সংবাদ দিতেছে। গোকুল বলিল, "শেষের পত্রখানা যোগী সংগ্রহ করেছে।"

হস্তাক্ষর দেখিয়া দুই খানা পত্রেরই লেখক যে একই ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পার্ব্বতীর বিলম্ব হইল না। সে পত্র দুইখান কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। গোকুল চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। পার্ব্বতী তাহার সম্মুখে আসিয়া ম্লানমুখে বলিল, "যতীনদার চরিত্র খুব ভাল না হ'লেও সে যে এত বড় পাপিষ্ঠ এ আমি বিশ্বাস করি নাই।"

গোকুল বলিল, "মানুষের মনের কথা দেবতারও অগোচর।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "আমাব উপর কি তোমার কিছু অবিশ্বাস হ'য়েছে?"

গোকুল উদাসস্বরে উত্তর করিল, "না।"

পার্ব্বতী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সহসা সে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং গোকুলের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি অবিশ্বাসিনী নই। তোমার অসুখের সংবাদে আমি জ্ঞানহারা হ'য়ে পড়েছিলাম।"

গোকুল তাহাকে তুলিয়া প্রশান্তস্বরে বলিল, "ছি পারু, এ সব তোমার কি পাগলামী!"

পার্ব্বতী চোখে আঁচল চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এত দিন পরে পার্ব্বতী বুঝিতে পারিল, রমণী শুধু রমণী, তাহার গর্ব্ব অভিমান সকলেই রমণীর উপযুক্ত হওয়াই উচিত। মাত্রা অতিক্রম করিলেই সে স্বীয় আসন হইতে সহজেই বিচ্যুত হইয়া পড়িতে পারে। এতকাল পরে তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল, এই সর্ব্বংসহ মানুষটি তাহার স্বামী নামের নিতান্ত অযোগ্য নহে। এই মানুষটিও যদি তাহারই মত ক্রোধ ও অভিমানের আধার হইত, তাহা হইলে সংসারে কি মহাপ্রলয় উপস্থিত হইত। পার্ব্বতী বুঝিল, ক্রোধ ও ক্ষমা উভয়ের মধ্যে কাহার মূল্য অধিক।

আর একদিন গোকুল বাড়ী আসিয়া পার্ব্বতীকে বলিল, "তোমার যতীনদাকে একবার দেখতে যাবে ?"

পার্ব্বতী ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিল। গোকুল বলিল, "সে এখনো সেরে উঠতে পারে নি ; তোমার সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য ছটফট কচ্চে।"

পার্ব্বতী বলিল, "সেখানে হাসপাতালে কোথায় যাব ?"

গোকুল বলিল, "যেতে দোষ কি ? যোগী তাকে স্বতন্ত্র ঘরে রেখেছে। যোগীর স্ত্রীও তোমার সঙ্গে যাবে।"

পার্ব্বতী অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকৃত হইল এবং পরদিন অনিলার সহিত হাঁসপাতালে উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়া যতীন কাঁদিতে লাগিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। পার্ব্বতী বলিল, "তুমি ক্ষমার অযোগ্য হ'লেও আমি তোমাকে ক্ষমা করতে বাধ্য। কেন না মেয়ে মানুষের ক্ষমা করতে না পারাই সব চেয়ে বড় পাপ। আমি

তোমায় অন্তরের সঙ্গে ক্ষমা করলাম। কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি এসব বদ খেয়াল ছেড়ে সংসারী হও।"

যতীন বলিল, "তোমার সামনে প্রতিজ্ঞা কচ্চি পারু, এবার হ'তে আমি মানুষ হবার চেষ্টা করবো।"

পা। স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে এসো।

যতী। আনবো, যদি তার ক্ষমা পাই।

পার্ব্বতী সহাস্যে বলিল, "তার ক্ষমা তোমার তেমন দুষ্প্রাপ্য হবে না যতীন দা। সে মেয়ে মানুষ; তুমি সব চেয়ে পাপী, সব চেয়ে বিশ্বাসঘাতক হ'লেও সে হাসতে হাসতে তোমায় ক্ষমা করতে পারবে।"

অনিলা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

বিদায় গ্রহণ কালে পার্ব্বতী বধুর মার কথা জিজ্ঞাসা করিলে যতীন বলিল, তাহাকে কৌশলে সেই দিনই দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

"হরি বল মন! বাড়ীতে কে আছ গো?"

মধ্যাহ্ন আহারশেষে পার্ব্বতী একখানা বই লইয়া সবে মাত্র তাহার প্রথম পাতাটা উল্‌টাইয়াছে, এমন সময় নৃত্যকালী বাহিরের দরজা ঠেলিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "হরি বল মন! বাড়ীতে কে আছ গো?"

পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল, এবং ভাঙ্গা দরজার ফাঁক দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল। নৃত্যকালী সহাস্যে বলিল, "ওগো, চোর নই, ডাকাত নই, মেয়ে মানুষ। দরজাটা খোল, ভয় নাই।"

পার্ব্বতী দরজা খুলিলে নৃত্যকালী বাড়ীতে ঢুকিল। পার্ব্বতী দরজা ভেজাইয়া দিয়া তাহাকে লইয়া ঘরের দাবায় আসিল। নৃত্য-কালী জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কোথায়?"

পার্ব্বতী বলিল, "বাবু কাজে গিয়েছেন।"

নৃত্যকালী তীব্রবিদ্রূপের স্বরে বলিল, "বাবু আবার কে গো? গোকুলঠাকুর তিন মাস কলকাতায় না আসতেই বাবু হ'য়ে গেল না কি? মা গো মা, অবাক করলে যে।"

নৃত্যকালী হাসিতে লাগিল। পার্ব্বতী বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করিল। নৃত্যকালী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিই বুঝি ঠাকুর মশায়ের ব্রাহ্মণী, দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী?"

পার্ব্বতী মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নৃত্যকালী ইতস্ততঃ

দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া বলিল, "মা গো মা, একি বাড়ী? এই দেড় হাত ঘর, আধ হাত উঠান, জল ছপ ছপ কচ্চে। তোমরা এখানে থাক কি ক'রে?"

গভীর বিরক্তিসূচক স্বরে পার্ব্ব[illegible] কি কার বল, ভাল বাড়ী কোথায় পাব?"

নৃত্য বলিল, "কলকাতা সহরে বাড়ীর অভাব কি, পয়সা ফেললে ইন্দির ভবন পাওয়া যায়।"

পার্ব্বতী কোন উত্তর দিল না। নৃত্য বলিল, "দেশে তোমাদের তেমন বাড়ী ঘর: সে সব ফেলে এমন এঁদো বাড়ীতে বাস কত্তে এসেছ?"

পার্ব্বতী বলিল, "তা বাছা, কপালের ভোগ থাকলে—"

নৃত্য বলিল, "বাছা নয়, বোন বল। তা হাঁগা, এতক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছি, একটা বসবার আসনও তো দিতে হয়।"

পার্ব্বতী লজ্জিত ভাবে একখানা মাদুর আনিয়া পাতিয়া দিল।

একটু সঙ্কোচের ভাব দেখাইয়া নৃত্য বলিল, "তাই তো, বামুনের বিছানায় বসবো? আচ্ছা, পা দু'টো মাদুরের বাইরে রাখি। তা হ'লে বোধ হয় দোষ হবে না, কেমন?"

নৃত্য পার্ব্বতীর মুখের উপর সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে পার্ব্বতী ফিক করিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

নৃত্য মাদুরের উপর বসিয়া নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "উঁ, যেন একটা বিশ্রী গন্ধ আসছে। রাগ ক'রো না ভাই, আমার তো এমন এঁদো বাড়ীতে থাকা অভ্যাস নাই।"

পার্ব্বতী সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হুঁ।"

নৃত্য বলিল, "তোমাদের ঘরে পান নাই? একটা পান দাও না।"

পার্ব্বতী পান সাজিয়া দিল। নৃত্যকালী পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "ঠাকুর মশায় ফিরবেন কখন?"

পার্ব্বতী বলিল, "রাত আটটায়।"

নৃত্য। আটটা? সে কত রাত?

পা। চার ছ'দণ্ড হবে।

নৃত্য একটু চিন্তান্বিত ভাবে বলিল, "তাই তো, এত রাত পর্যান্ত তো আমি থাকতে পারব না। একা মেয়ে মানুষ, রাতে কি রাস্তা চিনে যেতে পারবো?"

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

নৃত্য বলিল, "বাড়ী? বাড়ী অনেক দূর। বাঁকড়োর কাছে। ঠিক বাঁকড়ো নয়, বর্দ্ধমান জেলায়। ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। আমি আবার তাঁকে গুরুজীও বলি। গুরুজী বেশ লোক, না?"

পার্ব্বতী মৃদু হাসিল। নৃত্য বলিল, "চমৎকার লোক। এক গালে চড় মারলে অপর গাল ফিরিয়ে দেয়। এমন না হ'লে মানুষ।"

পার্ব্বতী নীরবে দাঁড়াইয়া এই প্রগল্‌ভা রমণীর বাক্-বৈদগ্ধ্য শুনিতে লাগিল। নৃত্যকালী একটু ভাবিয়া বলিল, "তাই তো দেখাটা হ'লো না!"

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "দেখা করা কি বিশেষ দরকার ?"

নৃত্য। দরকার—না, দরকার এমন কিছু নাই। তবে দেখা হ'লে ভালই হ'তো, দু'টো কথা ব'লে যেতাম। তা নাই হোক, তুমি এই কাগজ দু'খানা—

কাপড়ের ভিতর হইতে দুইখানা দলিল বাহির করিয়া নৃত্যকালী পার্ব্বতীর হাতে দিল; বলিল, "এই কাগজ দু'খানা তাঁকে দিও। ভুলো না, ভারী দরকারী কাগজ। হারিও না যেন !"

—"না" বলিয়া পার্ব্বতী মৃদু হাসিল। নৃত্য বলিল, "আমি তা হ'লে এখন উঠি। বেলাটাও যায়।"

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ?"

নৃত্যকালী বলিল, "নাম ? নামে দরকার কি ?"

পার্ব্বতী বলিল, "যদি জিজ্ঞাসা করেন ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া নৃত্যকালী বলিল, "তা হ'লে ব'লো নেত্য এসেছিল।"

পার্ব্বতী শিহরিয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "নেত্য !"

সহাস্যে নৃত্যকালী বলিল, "হাঁ নেত্য। নৃত্যকালী আমার নাম, নেত্য ব'লেই সকলে ডাকে। ঠাকুর মশায় আবার নিতু বলেন।"

পার্ব্বতী ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নৃত্য বলিল, "তুমিও তা হ'লে আমার নাম শুনেছ ? ঠাকুর মশায়ের মুখে শুনেছ বুঝি ?"

পার্ব্বতী বলিল, "না।"

হাসিতে হাসিতে নৃত্যকালী বলিল, "তা যার মুখেই শুনে থাক, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু কাগজ দু'খানা দিতে ভুলো না।"

নৃত্যকালী উঠিয়া [illegible] দরজার দিকে চলিল। দরজার কাছে গিয়া সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "ভাল কথা, ঠাকুর মশায়কে ব'লবে, তিনি আমায় জুয়াচুরি করতে বারণ ক'রে দিয়ে ছিলেন। কিন্তু পোড়া মেয়ে মানুষ কি না, 'স্বভাব যায় না ম'লে;' থাকতে পারলাম না। তা জুয়াচুরি করলে যদি নরকে যেতে হয়, তাই না হয় যাব, এখন ঠাকুর মশায়কে দেশে ফিরে যেতে ব'লো। দেশের ঘরবাড়ী বোধ হয় এ রকম নরক নয়। বুঝলে?"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই নৃত্যকালী দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। পার্ব্বতী স্তব্ধ নিস্পন্দ ভাবে দরজার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাত্রে গোকুল ফিরিয়া আসিলে পার্ব্বতী তাহাকে দলীল দুইখানা দিল। গোকুল তাহা পড়িয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে দিয়ে গেল?"

পার্ব্বতী বলিল, "নেত্য।"

গোকুল বর্দ্ধিত বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "নেত্য!"

"হাঁ গো হাঁ, নেত্য, তোমার নিতু।"

পার্ব্বতী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। গোকুল আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পার্ব্বতী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "চিনতে পারলে না?"

গম্ভীরস্বরে গোকুল বলিল, "চিনেছি। কি ব'লে গেল?"

পার্ব্বতী বলিল, "ব'লে গেল, তুমি তাকে জুয়াচুরি করতে বারণ করেছিলে। কিন্তু মেয়ে মানুষের স্বভাব কি না, থাকতে পারলে না, আবার একটু জুয়াচুরি করেছে। [illegible] জন্য জুয়াচুরি ক'রে সে নরকে যেতেও রাজী আছে।"

"হুঁ" বলিয়া গোকুল মাথা নীচু করিল। পার্ব্বতী বলিল, "সে তোমাকে বাড়ী ফিরে যেতে অনুরোধ ক'রেছে।"

গোকুল কোন উত্তর দিল না। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "যাবে?"

মুখ না তুলিয়াই গোকুল বলিল, "যাব।"

পা। কাগজ দু'খানা কিসের?

গো। দলীল।

পা। কিসের দলীল?

গো। আমি পিসিমার নামে যে সম্পত্তি বেনামী ক'রে দিয়েছিলাম, পিসিমা সে সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিয়েছেন। আর অমূল্য বেনামীতে আমার যে ঘর ভিটে কিনে নিয়েছিল, তা ফিরিয়ে দিয়েছে।

পা। হঠাৎ এ রকম ফিরিয়ে দেবার কারণ কি?

গো। সেই কারণটাই বুঝতে পাচ্ছি না। এই খানেই নিতুর কৌশল।

পা। কিন্তু সে তোমার জন্য কেন এত কৌশল করতে গেল কেন?

একটু গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া গোকুল বলিল, "তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি, কিন্তু সে আমার জন্য মরতে পারে।"

পার্ব্বতীর মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর হইয়া আসিল। গোকুল তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কিন্তু দুঃখের বিষয় পারু, তার এই দানের একবিন্দু প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই।"

পার্ব্বতী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। গোকুল বলিল, "আমার মুখের কথায় তোমার বিশ্বাস হবে ?"

পার্ব্বতী বলিল, "হবে।"

গোকুল তখন বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নেত্যর ভালবাসার ইতিহাস একে একে বর্ণনা করিল। তাহা শুনিতে শুনিতে পার্ব্বতীর বিস্ময়কঠোর মুখখানা সহানুভূতির বেদনায় কোমল হইয়া আসিল। বর্ণনা শেষ করিয়া গোকুল স্থির দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তোমার কি মনে হয় ?"

পার্ব্বতী আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "হতভাগিনীর জন্য একটু দুঃখ হয়।"

"সত্য পারু, নেত্য বড় হতভাগিনী।"

গোকুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। পার্ব্বতী শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

গোকুল দলিল দুইখানা পার্ব্বতীকে তুলিয়া রাখিতে বলিল। পার্ব্বতী স্বামীর হাত হইতে দলিল লইয়া নাড়িতে নাড়িতে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে যাবে ?"

গোকুল তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "তুমি কি বল ?"

নতমস্তকে পার্ব্বতী বলিল, "আমি বলি যাওয়াই ভাল।"

গোকুল বসিয়া বসিয়া একটু ভাবিল; তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাতর স্বরে বলিল, "ভাল যে তা আমিও জানি পারু, কিন্তু শেষে—"

পার্ব্বতী বলিল, "জুয়াচোর ক... এই কথা না ?"

মাথা হেঁট করিয়া গোকুল উত্তর করিল, "ঠিক।"

পা। কিন্তু এর ভিতর জুয়াচুরীটা কোথায় ? তুমি বিষয় বেনামী ক'রে রেখে ছিলে, বিক্রী তো কর নি।

গো। অমূল্য দু'শো টাকায় ঘর ভিটে কিনে নিয়েছিল।

পা। ঐ টাকা তাকে ফেলে দিলেই হ'লো।

গোকুল সহাস্য দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ এই যে, ঐখানেও যত গোল, সে ক্ষমতা থাকিলে দেশত্যাগী হইব কেন ? পার্ব্বতীও এই অর্থটুকু বুঝিল; বুঝিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমি যদি কোন রকমে টাকাটা দিতে পারি ?"

গোকুল কোন উত্তর করিল না। পার্ব্বতী ব্যস্তভাবে বলিল, "মনে কর, আমি এখন তোমাকে ধার দিচ্ছি।"

গোকুল এবার হাসিল। বলিল, "তোমার কাছে টাকা নওয়াকে আমার ধার নওয়া বলে না পারু।"

পা। তবে কি বলে ?

গো। আমার জিনিস আমি নিলে তাকে কি বলে তা জানি না।

পার্ব্বতীর চোখে মুখে আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে

স্বামীর মুখের উপর গর্ব্বপ্রফুল্ল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আমি জানি, শুনবে ?"

গো। কি ?

পা। ভালবাসা।

গোকুলের মুখের উপর দিয়া বিস্ময় ও আনন্দের বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া গেল। পার্ব্বতী বিদ্যুদ্‌বেগে স্বামীর সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল।

পার্ব্বতী অন্নদাকে পত্র লিখিল, "ঠাকুর ঝি, তোমার অভিশাপই ফলেছে ; শুনে বোধ হয় তোমার আশ্চর্য্য হবে, আমার দর্প চূর্ণ হ'য়েছে। এখন বুঝেছি, মেয়ে মানুষের গর্ব্বই বল, অভিমানই বল, তার একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করতে গেলে মেয়ে মানুষ নিজের গণ্ডীর বাহিরে গিয়ে পড়ে। আমিও পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি। স্বামী ও স্ত্রী এই দু'জনের কার কোথায় স্থান তা চিনে নিয়েছি ! তবে তোমার দাদাটী আমার কাছে দুর্ব্বোধ র'য়েই গেলেন।

একবার আসবে না ? যুদ্ধ দেখে গিয়েছিলে, সন্ধি দেখতে আসা তোমার উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে আমারই জয় হয়েছে ; একথা তুমি স্বীকার না করলেও তোমার দাদা একশো বার স্বীকার করেন। সত্য মিথ্যা তার মুখ থেকেই শুনে যাও।

আমরা এখন কলকাতায় আছি। শীগগীর দেশে ফিরে যাব, গিয়ে যেন দেখা পাই। আমার 'দিব্যি।'"

উত্তরে অন্নদা লিখিল: "ও বৌ, আমি আবার যাব না ? আমি

না গেলে তোর গালে ঠোনা মারবে কে? তোর সেই উঁচু মাথাটা কেমন ক'রে দাদার পায়ে লুটিয়ে প'ড়েছে, তা আমি যদি না দেখলাম, তবে দেখবে কে? তোরা কবে দেশে যাবি লিখে জানাস. তোরা পৌঁছালেই আমিও গিয়ে হাজির।

তোর চিঠি পেয়ে আমার একটুও আশ্চর্য্য বোধ হয় নাই। কেন না আমি জানতাম ঠিক এই রকমটাই হবে। ব'লেও ছিলাম তাই। দাদাকে তুই চিন্‌তে না পারিস্, আমাকে চিনে রাখিস, অনি বামনী যা বলে তাই ঠিক ফলে কি না।"

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

অনেক সময়ে মনে [illegible] যেটুকু সত্য, যাহা স্বাভাবিক, সেই টুকু জানিতে পারার উপরেই বুঝি জীবনের সকল সার্থকতা নির্ভর করে। এইজন্যই মানুষ সন্দেহের আবরণে ঢাকা সত্যটুকুকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সত্যটুকু যখন ভ্রমের আবরণ ভেদ করিয়া রুদ্র মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তখন মনে হয়, হায়, এ সত্য চিরদিন কেন মিথ্যা হইয়াই রহিল না, কেন আজীবন সন্দেহের তিমিরাবরণেই ডুবিয়া রহিলাম না! জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ শান্তি, সব হারাইয়া এ সত্যটুকু লইয়া আমি কি করিব? মানুষ তখন সত্যের সেই প্রকটোজ্জ্বল রশ্মিরেখাকে বিস্মৃতির ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়া মিথ্যার তমোময় গর্ভে আপনাকে ডুবাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হয়।

অনিলা কিন্তু শত চেষ্টাতেও তাহা করিতে পারিল না। যে আলোক একবার জ্বলিয়াছে তাহা নিভিল না। সে তখন সকল আঘাতকে উপেক্ষা করিয়া জোর করিয়া আপনাকে অনাহতের ন্যায় খাড়া রাখিতে চাহিল, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইল না। তাহার প্রত্যেক ব্যর্থ চেষ্টার মধ্যেই অন্তরের আর্ত্তচীৎকার ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে আরও আকুল, আরও বিড়ম্বিত প্রতিপন্ন করিয়া দিতে লাগিল। হায়, অভিমানে অধীর হইয়া সে প্রাণ লইয়া কেন খেলা করিতে গিয়াছিল!

যোগেন্দ্রনাথও স্ত্রীর অন্তরের বেদনা বুঝিতে পারিলেন না এমন নহে। অপমানের ব্যথাটা চাপিয়া গোকুল ও তাহার স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক আদর যত্ন প্রদর্শনের চে[illegible] অনিলাকে সব চেয়ে ভাল রকমেই স্বামীর কাছে ধরাইয়া দিল। [illegible]ড় পাইয়া আঘাত পাইলেও শুষ্ক হাসির দ্বারা যেমন সে আঘাতের বেদনাটা লুকাইবার চেষ্টা করে, অনিলার চেষ্টাও যে তাহা হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে, যোগেন্দ্রনাথ ইহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া একটু ব্যথা অনুভব করিলেন। কিন্তু যে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাকে প্রতিসংহার করিবার উপায় নাই।

পার্ব্বতী যে কয়দিন রহিল, সে কয়দিন অনিলা তাহার প্রতি এত আদর যত্ন দেখাইল যে, পার্ব্বতী তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। এত বড় লোকের মেয়ে, এমন শিক্ষিতা মহিলা যে তাহার ন্যায় দরিদ্রের স্ত্রীকে এত যত্ন এত সহানুভূতি দেখাইতে পারে, ইহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার অভিমান-দৃপ্ত প্রকৃতিটা এইখান হইতেই মস্তক নত করিতে যেন অভ্যস্ত হইল।

গোকুলের একটা চাকরী করিয়া দিবার জন্য অনিলা স্বামীকে অনুরোধ করিল। যোগেন্দ্রনাথ কিন্তু সে চেষ্টা করিলেন না। গোকুল নিজেই চাকরীর যোগাড় করিয়া লইল। কিন্তু তাহার মধ্যে পরোক্ষে যে যোগেন্দ্রনাথের গুপ্ত চেষ্টা ছিল, তাহা কেহ জানিল না।

গোকুল চাকরী পাইয়া পার্ব্বতীকে লইয়া চলিয়া গেল। অনিলা

ও যোগেন্দ্রনাথ উভয়েই অন্তরের বেদনা অন্তরে চাপিয়া সন্ধিস্থাপনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। উভয়ের হৃদয়েই অনুতাপের আগুন জ্বলিয়াছিল, কিন্তু কেহই সে আগুনে জল ঢালিতে পারিতেছিল না, শুধু নীরবে দাহযন্ত্রণ [illegible]ছিল।

এমন সময়ে গোকুল একদিন আসিয়া আপনার সকল কথা যোগেন্দ্রনাথকে জানাইল। শুনিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি জানতাম গোকুল দা, তুমি বিশুদ্ধ অর্থোডক্স অর্থাৎ গোঁড়া ব্রাহ্মণ, দানগ্রহণ করা তোমার স্বভাবের বিরুদ্ধ। কিন্তু দেখছি অভাবে প'ড়ে তোমারও স্বভাবটা নষ্ট হ'য়ে গেল।"

গোকুল বলিল, "স্বভাব নষ্ট হয়নি যোগী, স্বভাবের একটা ভুল সংশোধন হ'য়ে গেল। সংসারকে শুধু দিলেই চলে না, তার কাছ হ'তে কিছু কিছু নিতেও হয়, এইটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। সে নিয়মের অন্যথাচরণ করতে গেলে প্রকৃতি তার এমন ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণ করে, যাতে সমগ্র সংসারটাই পর হ'য়ে যায়।"

ঈষৎ হাসিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "স্ত্রী পর্য্যন্ত।"

গোকুলও হাসিল। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ছিঃ গোকুলদা, এই বয়সে শেষে স্ত্রৈণ হ'য়ে পড়লে?"

গোকুল হাসিয়া বলিল, "সেটা খুব দোষের কথা নয় যোগী, যার সঙ্গে যতটা নিকট সম্বন্ধ, তাকে ততটা কাছে রাখাই ভাল, দূরে রাখতে গেলেই বিপদের সম্ভাবনা।"

যোগেন্দ্রনাথ নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। গোকুল বলিল, "মানুষের মনের ভিতর অহঙ্কার ব'লে যে জিনিষটা আছে যোগী,

সেটা বড়ই ভয়ানক। আমি সকলকে অনুগ্রহ করবো, কিন্তু অপরের একটু দয়া বা অনুগ্রহ নেব না, এই অহঙ্কার টুকুই মানুষের সঙ্গে মানুষকে পৃথক্ করে রাখে। এ অহঙ্কারটুকু ত্যাগ করতে না পারলে মিলনের সুখ অনুভব করা যায় না।"

যোগেন্দ্রনাথ দেরাজ খুলিয়া গোকুলের প্রদত্ত হ্যাণ্ডনোট খানা বাহির করিল, এবং তাহা গোকুলের হাতে দিয়া বলিল, "এটাও বোধ হয় আমাদের মিলনের পথে একটা অন্তরায় হ'য়ে আছে গোকুল দা ?"

গোকুল হ্যাণ্ডনোট খানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। বলিল, "ভুল যখন হয়, তখন এক সঙ্গে অনেকগুলা ভুলই হয় হ'য়ে যায় যোগী ; নতুবা তোমার কাছেও ঋণ স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করবো কেন ?"

যোগেন্দ্রনাথ কোন উত্তর করিলেন না। গোকুল বলিতে লাগিল, "এখন তোমার কাছে আর তোমার স্ত্রীর কাছে আমার ঋণের মাত্রাটা এত বেড়ে গেছে যে, তা শোধ করা আমার ক্ষমতার অতীত। তার উপর যদি এই টাকা কয়টা দিয়েই আমি অঋণী হ'তে যাই, তা'হলে সেটা শুধু আমার মূর্খতা নয়, ভয়ানক অকৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা হয়। কেমন ঠিক কি না ?"

যোগেন্দ্রনাথের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যের রেখা দেখা দিল।

দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অনিলা বলিল, "কিন্তু গোকুল বাবু, আপনার বন্ধু যত সহজে আপনাকে ঋণ হ'তে মুক্তি দিলেন, আমি তত সহজে দিতে পারব না।"

গোকুল চমকিত ভাবে পশ্চাতে ফিরিয়া বলিল, "এই দেখুন, আপনিও একটা মস্ত ভুল ক'রে ব'সে আছেন। আমি ঋণ হ'তে মুক্তি চাই না, ঋণী হ'য়ে থাকতে চাই। কেননা, জগতে ঋণগ্রহণটাই হচ্চে মিলনের পথ, [illegible] আপনাকে মুক্ত ক'রে রাখবার চেষ্টাই মিলনের অন্তরায়।"

মৃদু হাসিয়া অনিলা বলিল, "তা হ'লে প্রতিগ্রহে আপনার আপত্তি নাই ?"

গোকুল বলিল, "আপত্তি যে নাই তাতো প্রত্যক্ষই দেখলেন। তবে—"

গোকুলের মুখে স্বরে যেন একটু সঙ্কোচের ভাব জাগিয়া উঠিল। অনিলা বলিল, "ভয় নাই গোকুল বাবু, ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা পুণ্যসংগ্রহ করতে গিয়ে আপনার ধর্ম্মে আঘাত করবো, এতটা স্বার্থপর আমি নই।"

কথাটার ভিতর যে শ্লেষ ছিল, তাহাতে গোকুল আপনা আপনিই যথেষ্ট লজ্জা অনুভব করিল। আর বেশী কথা না কহিয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল।

গোকুল চলিয়া গেলে যোগেন্দ্রনাথ একখানা পুরাতন খবরের কাগজ লইয়া তাহাতে চোক বুলাইতে লাগিল; অনিলা গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। উভয়েই নীবব; উভয়েরই প্রাণের ভিতর হইতে একরাশ কথা কণ্ঠার কাছ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মুখ দিয়া তাহা বাহির হইতেছিল না। বারান্দার টব হইতে বেলফুলের টাটকা গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল; সম্মুখের

রাস্তা দিয়া চীনের বাদাম, তেল ক্রাশীন হাঁকিয়া গেল, অনিলা অন্তরে একটা তীব্র আকুলতা লইয়া, জানালার গরাদে ধরিয়া স্থির নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা যোগেন্দ্রনাথ ডাকিলেন,

অনিলা ত্রস্তভাবে ফিরিয়া চাহিল ; দেখিল, যোগেন্দ্রনাথ আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছেন। অনিলা দৃষ্টি নত করিল। যোগেন্দ্র নাথ বলিলেন, " তোমরা মনে কর অনিলা, পুরুষ জাতিটা ভয়ানক নিষ্ঠুর—"

বাধা দিয়া অনিলা বলিয়া উঠিল, " আর তোমরা মনে কর, ক্ষমা তোমাদেরই সম্পূর্ণ নিজস্ব বৃত্তি। কিন্তু তোমরা বলবার আগেই আমরা তোমাদের ক্ষমা করতে পারি।"

অনিলা স্বামীর মুখের উপর তিরস্কারপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। স্ত্রীর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া সহাস্যমুখে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, " ওটা ভুল বললে অনিলা, আমরা জানি ক্ষমাটা তোমাদেরই ধর্ম্ম।"

অনিলার চোখ দিয়া ঝর ঝর জল গড়াইয়া পড়িল। একটা দমকা বাতাসে একরাশ ফুলের গন্ধ আসিয়া ঘরখানাকে মাতাইয়া তুলিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি হবে রে অমূল্য ?"

বিরক্তভাবে অমূল্য উত্তর দিল, "তোমার শ্রাদ্ধ।"

পিসীমা আক্ষেপ সহকারে বলিলেন, "আমার কি আর শ্রাদ্ধ হবে ? যম যে আমায় ভুলে আছে, তা নৈলে কি তোদের এই লাথি ঝাঁটা খেয়ে পড়ে থাকি।"

অমূল্য বলিল, "সেটা তোমার কপালের জোর।"

দুঃখগম্ভীরস্বরে পিসীমা বলিলেন, "তা বলবি বৈকি রে অমূল্য, বলে 'যার তরে করি চুরি সেই বলে চোরা হরি।' আমি যে তোর তরে মরি রে।"

অমূল্য বলিল, "তুমি আর ম'লে কোথায় পিসীমা। তুমি ম'লে কি আমার এই সর্ব্বনাশ হ'তো ?"

পিসীমা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "বলিস্ কিরে নেমকহারাম, আমি তোর সর্ব্বনাশ করেছি।"

দৃঢ়স্বরে অমূল্য বলিল, "আলবাৎ করেছ। তুমি আমার যা করেছ, অতি বড় শত্রুতেও তা পারে না। দাদার সঙ্গে ঝগড়ার মূল তো তুমি।"

পিসীমা রাগে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমি ? আমি তোকে ঝগড়া কত্তে বলছিলাম ? আমি তোকে আলাদা হ'তে

যুক্তি দিয়েছিলাম ? ওরে হতভাগা, আমি যে তোর তরেই গোকলোকে পর করেছি।"

অমূল্য বলিল, "সেই জন্যই তো বলছি পিসীমা, তুমিই সকলের মূল। ভাইকে কি রকমে পর [illegible] তা তুমিই হাতে ধ'রে শিখিয়েছ।"

পিসীমা হাত মুখ নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আহা, কচি খোকা কি না তুই। তা যা না, ভায়ের পায়ে গড়িয়ে পড়, বড় গিন্নীর লাথি ঝাঁটা খেয়ে জন্ম সার্থক কর্।"

অমূল্য বলিল, "সে পথও আর নাই বুঝি পিসীমা। যাক্ সে পরের কথা পরে, এখন তোমার গলার ঐ সোণার কবচটা দাও দেখি।"

পিসী। বটে, কবচটা কি হবে ?

অমূ। আর সকল জিনিষের যে গতি হয়েছে, এরও তাই হবে।

পিসী। হবে বৈকি, আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়েও আশ মিটে নি, শেষে এই ইষ্টি কবচটুকু বেচে মদ খাবে। বলতে তোর লজ্জা করে না রে হতভাগা ?

অমূল্য হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "সে সব অনেক দিন চলে গেছে পিসীমা। লজ্জা থাকলে কি আর দাদাকে বাড়ী হ'তে তাড়াই ? লজ্জা থাকলে কি ছোট বোয়ের গায়ের গয়না বেচে, মেয়েটার পায়ের মল চারগাছা পর্য্যন্ত শুঁড়ির দোকানে দিয়ে মদ খাই ? লজ্জা থাকলে কি তোমার বাক্স ভাঙ্গি ? সে সব আর কিছুই নাই, এখন ভাল মানুষের মেয়েটির মত কবচটা খুলে দাও দেখি।"

পিসীমা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমি দেব না।"

অমূ। তোমার বাবা যে সে দেবে। আমার বোতল খালি তা জান?

পিসী। আর এ[illegible] ড়িও খালি তা মনে রাখিস্।

অমূ। অত কথা মনে রাখবার দরকার আমার নাই। আমি যা চাইছি তা দাও।

"আচ্ছা, দেব এখন" বলিয়া পিসীমা প্রস্থানোদ্যত হইলেন। অমূল্য তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। পিসীমা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জোর করে নিবি নাকি?"

অমূল্য বলিল, "তা নয় তো কি মনে করেছ আমি জল খেয়ে খোঁয়ারী ভাঙ্গব?"

পিসীমা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ইস্, মগের মুল্লুক আর কি। এত কাল কিছু বলি নাই, কিন্তু এবার ঝাঁটায় মুখ ভেঙ্গে দেব তা জানিস?"

"খুব জানি" বলিয়া অমূল্য পিসীমার গলা ধরিতে উদ্যত হইল। পিসীমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ছোট বৌ ছুটিয়া আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইল। স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ছিঃ, কর কি, পিসীমার গায়ে হাত দেবে?"

অমূল্য দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ধাক্কা দিয়া ছোট বৌকে ফেলিয়া দিল, এবং লাফাইয়া পিসীমার উপর পড়িয়া এক হাতে তাঁহার গলা, অপর হাতে কবচটা টানিয়া ধরিল। পিসীমা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে বাবা রে, মেরে ফেল্লে রে,

এযে আমার অনেক যত্নের ইষ্টি কবচ রে, ওতে আমার ইষ্টিমন্তর লেখা আছে রে ?”

অমূল্য সে চীৎকারে কর্ণপা[illegible] কবচ ধরিয়া টান দিল। পিসীমা কাঁদিয়া উঠিলেন।

“পিসীমা কোথায় গো ? কৈ রে অমল্য ?”

চমকিত হইয়া অমূল্য পিসীমার গলা ছাড়িয়া দিল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, গোকুল ও বড় বৌ দণ্ডায়মান। অমূল্য লজ্জায় মাথা হেঁট করিল, পিসীমা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গোকুল অগ্রসর হইয়া পিসীমার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। পিসীমা ক্রন্দনরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “গোকুল রে !”

সান্ত্বনার স্বরে গোকুল বলিল, “ওকি পিসীমা, ছেলেমানুষ, ওর কি জ্ঞান বুদ্ধি আছে ?”

আকুলকণ্ঠে পিসীমা বলিলেন, “ও অধঃপাতে গেছে গোকুল, ওকে বাঁচা।”

সহাস্যে গোকুল বলিল, “হাঁ হাঁ, বাঁচাব। এখন রান্না চাপিয়ে দিয়ে আমার প্রাণটা বাঁচাও দেখি।”

তারপর অমূল্যর দিকে ফিরিয়া বলিল, “দাঁড়িয়ে রইলি যে। গাড়ীতে মোট ঘাটগুলো পড়ে আছে, সেগুলো কি আমি নামিয়ে আনব ?”

অমূল্য জ্যেষ্ঠের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িল। গোকুল তাহাকে তুলিয়া দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল। পার্ব্বতী পাশে দাঁড়াইয়া স্তব্ধনেত্রে গোকুলের দিকে চাহিয়া রহিল। গোকুল

তাহার দিকে ফিরিয়া আনন্দোদ্বেলিতকণ্ঠে বলিল, "অতীতের সব কথা ভুলে যাও পারু! অনেক দিনের পরে আজ আমাদের দুই ভায়ের সুখের মিলন।"

পার্ব্বতী ছুটিয়া গিয়া ছোট বৌকে জড়াইয়া ধরিল, এবং তাহার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমাদেরও আজ সুখের মিলন, কি বলিস ভাই!"

মৃদু হাসিয়া ছোট বৌ পার্ব্বতীর গলা জড়াইয়া ধরিল।

এমন সময় নৃত্যকালী বাড়ী ঢুকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি এসেছি গো ঠাকুরমশায়, এখন আমার জুয়াচুরির শাস্তির হুকুম হোক।"

পার্ব্বতী আসিয়া তাহার হাত ধরিল; উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল, "তোমার শাস্তি দেব আমি। তোমার ভালবাসার মন্ত্রটা আমায় শিখিয়ে দিতে হবে, এই তোমার দণ্ড।"

নৃত্যকালী বলিল, "বেশ তোমার অভিমানটা আমাকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দিও।"

সমাপ্ত।

আয়োজনের বিপুল ঘটা ! উপন্যাসের অনন্ত তরঙ্গ !!

বরেন্দ্র লাইব্রেরীর আট আনা সংস্করণ !

মূল্যবান এ্যাণ্টিক কাগজে ছাপা.—নূতন রকম বাঁধা মাসে মাসে

এক একখানি অপূর্ব্ব সুন্দর মনোমুগ্ধকর উপন্যাস প্রচার !

বৈশাখে—প্রথম উপন্যাস

শ্রীমতী————দেবীর

ভাগ্যহীনা

১। ভাগ্যহীনা—শ্রীমতী— দেবী। ২। মনের ভুল—শ্রীমতী ইন্দুবালা পাল। ৩। হৃদয়-প্রদীপ—শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ। ৪। বিনিময়—শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা বসু। ৫। জামাইষষ্ঠী—শ্রীমতী কমলপ্রভা মিত্র। ৬। সাধ্বী—শ্রীমতী জীবনপ্রভা বসু।

ভাগ্যহীনা ॥০ আনা সংস্করণের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমতী—দেবী প্রণীত। কাগজ, ছাপা বাঁধা সকলই সুন্দর। সত্বর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন। অগ্রিম কাহাকেও কিছু দিতে হইবে না, কেবল মাত্র পত্র লিখিয়া গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইলেই আমরা মাসে মাসে এই গ্রন্থমালার এক একখানি বৈচিত্র্যময় উপন্যাস যেমন যেমন বাহির হইবে অমনি গ্রাহকদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া

থাকি। এত সুলভে এরূপ সুন্দর ছাপা, সুন্দর, বাধা, সুন্দর উপন্যাস বঙ্গ সাহিত্যেই সত্যই বিরল।

ধর্ম্ম-পত্নী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত সুবৃহৎ পারিবারিক উপন্যাস, মূল্য ২৷৷০ টাকা মাত্র। যতীনবাবুর পারিবারিক উপন্যাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যতীনবাবুর উপন্যাস বঙ্গ গৃহ-লক্ষ্মীদিগের একমাত্র আদরের সামগ্রী সুন্দর ছাপা, বিলাতী বাধাই।

স্বয়ম্বরা—শ্রীশ্রীপতি মোহন ঘোষ প্রণীত সামাজিক উপন্যাস মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র। এই পুস্তকখানিতে সমাজের অনেক চিত্রই আছে: সকলেরই পাঠ করা উচিত। এ্যান্টিক কাগজে ছাপা রেশমী বাধাই।

বিয়ের ক'নে—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত বৈচিত্রময় সামাজিক উপন্যাস। ভাব, ভাষা, ঘটনা আগা গোড়া নূতন এ্যান্টিক কাগজে ছাপা, রেশমে বাধাই মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

কমলিনী। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার, এম, এ, বি, এল প্রণীত সুন্দর উপন্যাস মূল্য ১৷০। ছাপা বাধা সকলি সুন্দর।

মিলন—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত সচিত্র সুন্দর স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস। উপহার দিবার মত এমন পুস্তক আর একখানিও নাই। নিঃসঙ্কোচে পুত্র কন্যার হস্তে প্রদান করা যায়। রঙ্গিন কালীতে ছাপা, তুলার প্যাডে রেশমে বাধা ;—মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

সতীর-স্বর্গ—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাসের মধ্যে সতীর-স্বর্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। রেশমে বাঁধা সোণার জলে নাম লেখা ; -মূল্য ১৷০ মাত্র

সতী-লক্ষ্মী—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। যে পুস্তকের এক বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। রেশমে বাঁধা মূল্য ১॥০ টাকা।

লক্ষ্মীলাভ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত, এ এক নূতন ধরণেরর নূতন উপন্যাস। পল্লী-জননীর নিখুঁত চিত্র। স্বর্ণমণ্ডিত রেশমে বাঁধা ;—মূল্য ১॥০ মাত্র।

স্বর্ণকুটীর—দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত সুন্দর উপন্যাস। সুরঞ্জিত রেশমে বাঁধা মূল্য ১॥০ টাকা।

হর-পার্ব্বতী—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত হর-পার্ব্বতীর অপূর্ব্ব লীলা। উপন্যাস অপেক্ষাও মধুর। যেমন ছাপা, তেমনি বাঁধা ; মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

স্বর্ণ-প্রতিমা—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। রেশমে বাঁধা, সচিত্র সুন্দর প্রকাণ্ড সামাজিক উপন্যাস। স্বর্ণ-প্রতিমা হিন্দু গৃহের উজ্জ্বল চিত্র। পুণ্য-প্রেমের অপূর্ব্ব সমাবেশ মূল্য ১॥০ মাত্র।

বিন্দুর বিয়ে—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কন্যার বিবাহে পিতার দীর্ঘ-শ্বাস, অভাবের দারুণ হাহাকার। বঙ্গ গৃহের প্রতিদিনের ঘটনা। মনোরঞ্জন চিত্র, রেশমে বাঁধা—সোণার জলে নাম লেখা। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

সঙ্গিনী—শ্রীযতীন্দ্র নাথ পাল প্রণীত। সঙ্গিনী বঙ্গ কুলললনা মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। বিবাহিত জীবনে যাহাতে রমণীর সমস্ত সুষমা নির্ম্মাল্য হইয়া উঠে এই পুস্তকে অতি সরলভাবে তাহারই পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে হইলে, রমণীর কি কি প্রয়োজন,—স্বামীর সহিত সঙ্গিনীর কি কি সম্বন্ধ, সঙ্গিনীর

ভূষণ,—সঙ্গিনীর কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থকার এমন সুন্দর সরল ভাষায়—লিখিয়াছেন যে বালিকা পর্যান্ত অতি সহজে বুঝিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত সঙ্গিনীতে সাবিত্রী সীতা দয়ামন্তী প্রভৃতি আদর্শ সঙ্গিনীগণের জীবনী প্রদান করা হইয়াছে। বিবাহিত ও অবিবাহিত প্রত্যেক বঙ্গবালার এই পুস্তকখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। তুলার প্যাডে রেশমে বাঁধা সোণার জলে নাম লেখা মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কমলার অদৃষ্ট—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। রেশমে বাঁধা, সোণার জলে নাম লেখা, মূল্য ১৷৷০ টাকা।